৺শ্রীধর কথক।

১৬৭টী সঙ্গীতে সম্পূর্ণ।

জীবন বৃত্তান্ত সম্বলিত।

কলিকাতা,

৪৬নং বেচু চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট

হেয়ার প্রেসে

শ্রীরাধিকাপ্রসাদ দত্ত দ্বারা মুদ্রিত

এবং

শ্রীঅরুণোদয় রায় দ্বারা ৩৪।১ কলুটোলা ষ্ট্রীট

বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

১৩০৭ সাল।

মূল্য ।৵০ ছয় আনা ; ডাঃ মাঃ দুই পয়সা।

বঙ্গের সাহিত্যিকগণ।

চৌরাশি বৎসর পূর্ব্বে,—এই বঙ্গভূমে,—হুগলী জেলার বাঁশ-বেড়িয়া গ্রামে একটী মহা-মনস্বী পুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কাব্যে, দর্শনে, অলঙ্কারে, স্মৃতিতে, সঙ্গীতে,—চরম প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া, এই মনস্বী পুরুষ আপনার কুল সমুজ্জ্বল করিয়াছিলেন। একদিন ইহাঁর সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা সন্দর্শন করিয়া বঙ্গের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা,—সকলেই বিস্ময়াভিভূত চিত্তে, দিগদিগন্তে ইহার যশঃ-ঘোষণা করিয়াছিলেন।

এই মনস্বী পুরুষ কে? ইনি সেই কথক-শিরোমণি,—শ্রীধর।

বাল্যে প্রতিভা,—যৌবনে প্রতিভা,—প্রৌঢ়ে প্রতিভা,—এ প্রতিভা পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কত পুণ্যের ফল বল দেখি? শ্রীধরের যৌবন-প্রতিভায় প্রতিষ্ঠা-প্রচার হইয়াছে সন্দেহ নাই; কিন্তু তাঁহার বাল্য-প্রতিভার পরিচয় অপূর্ব্ব। পাঁচ বৎসর বয়ঃক্রম-কালে শ্রীধর পাঠশালায় প্রবিষ্ট হন। এক মাসের মধ্যেই বালক শ্রীধর ধারাপাত সাঙ্গ করেন; এবং চৌদ্দ বৎসর বয়সেই ব্যাকরণ, কাব্য, এবং ভাগবতে শ্রীধর অলৌকিক ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। হুগলী জেলায় গোস্বামী মালিপাড়া গ্রামের ৺ রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ, শ্রীধরের ভাগবত-শিক্ষা ও মন্ত্রদীক্ষার গুরু।

বাল্যে সঙ্গীতে ও কবিত্বে শ্রীধর প্রকৃতই অলৌকিক। সহাধ্যায়িগণের সঙ্গে পাঠ করিতে করিতে শ্রীধর সর্ব্বাগ্রে পাঠ সাঙ্গ করিয়া, কোন একটী সহাধ্যায়ীর নামে গান রচনা করিতেন এবং গাহিয়া সকলকে শুনাইতেন। তপ্ত-কাঞ্চননিভ সুন্দর সুপুরুষ শ্রীধরের সু-কণ্ঠে সেই গান শুনিয়া, সহাধ্যায়ীরা আত্মবিস্মৃত হইত।

যৌবনে কবিত্বশক্তির পূর্ণ বিকাশ। যৌবনে তিনি সঙ্গীতের সহিত পাঁচালী ও কবি গাহিতেন। ইহা শ্রীধরের গুরুজনের প্রীতিপদ হয় নাই। জ্যেষ্ঠতাত ৺ জীবনকৃষ্ণ শিরোমণি এজন্য তাঁহাকে ভৎর্সনা করেন। মনের দুঃখে শ্রীধর একটী বন্ধুর সহিত মুরশিদাবাদে গিয়া ব্যবসায়-বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু ভাগবৎ-বিশারদ স্বভাবকবি, সুকণ্ঠ গায়কের রসতরঙ্গ-ভঙ্গময় কাব্যোচ্ছ্বাসে, ব্যবসায়ের কুটপ্রবৃত্তি কোথায় ভাসিয়া গেল। শ্রীধর ব্যবসায় ছাড়িলেন। বহরমপুরে গিয়া তিনি কালীচরণ ভট্টাচার্য্যের

নিকট কথকতা শিক্ষা করিলেন। তথায় আত্মসাধনায় কথকতার চরমোৎকর্ষ হইয়াছিল। কথকতা, নাট্য-ভাবরসাদির অভিব্যক্তি। কোন অবস্থায় মানুষের কি ভাব হইয়া থাকে, কথকতায় অঙ্গ-ভঙ্গে বা বাক্য-রঙ্গে তাহার বিকাশ করিতে হয়। কথকতা-শিক্ষার কালে শ্রীধর কখন কোন বালকের হাতে সন্দেশ দিয়া তাহা কাড়িয়া লইতেন, আর দুইটী বিশাল চক্ষুর অন্তর্দৃষ্টিতে বালকেরা তখনকার সে ভাব তুলিয়া লইতেন; আবার কখন বা বৃদ্ধের দন্তহীন মুখের কথার ভাব গ্রহণের জন্য কোন বৃদ্ধের সঙ্গে কথা কহিয়া, নির্নিমেষে তাঁহার রসনার গতি-প্রকৃতির পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্য্যালোচনা করিতেন। সর্ব্ববিধ ভাবাভিব্যক্তির বিকাশ-শিক্ষায় তাঁহার এমনই সাধনা ছিল। তাই তিনি আদর্শ-কথক হইয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ কথক ৺লালচাঁদ বিদ্যাভূষণ তাঁহার পিতামহ। কথকতায় শ্রীধব পিতামহের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। ৺রতনকৃষ্ণ শিরোমণি তাঁহার পিতা। ইনি পণ্ডিত। পাণ্ডিত্যে শ্রীধর পিতার গৌরব-পতাকা আরও উচ্চে তুলিয়াছিলেন; কিন্তু কবিত্বে তিনি কুল-তিলক। পাঠক! শ্রীধর যে সু-কথক ছিলেন, ইহা বোধ হয় জানেন; তিনি সুকণ্ঠ সুপুরুষ ছিলেন, ইহাও বোধ হয় শুনিয়াছেন; কিন্তু তিনি কিরূপ কবি, তাঁহার কবিত্বই বা কিরূপ, তাহা বোধ হয় অনেকেই অবগত নহেন। তিনি বঙ্গের দ্বিতীয় সরিমিঞা। তাঁহার রসময় ভাবময় টপ্পা, অনেকের মুখে শুনা যায়; কিন্তু অনেকেই জানেন না, এই সব টপ্পার রচয়িতা কে? যিনি গাহিতে জানেন, তাঁহার মুখে শ্রীধরের টপ্পা শুনি। আর যিনি না জানেন, তাঁহারও মুখে শুনি। যিনি গাহিতে জানেন, তিনি ভাবে-সুরে বিভোর হইয়া গান; যিনি গাহিতে না জানেন, তিনি ভাবে বিভোর, আপন স্বভাব-সুখে গাহিয়া কেবল ভাবের উচ্ছ্বাসে উন্মত্ত হন। শ্রীধর কথকের যে টপ্পা আছে, কেহ কেহ তাহা জানিয়া থাকিতে পারেন; কিন্তু তিনি যে শ্যামাবিষয়ে ও কৃষ্ণ-বিষয়ে অপূর্ব্ব ভাবময় গানের রচনা করিয়াছিলেন, তাহা খুব কম লোকই জানেন।

অনেকগুলি শ্রীধরের গান, নিধুবাবুর নামে ইদানীং চলিয়াছে। ৺রামনিধি গুপ্ত (নিধু-বাবু) টপ্পা-সঙ্গীতের রাজা। কালবশে শ্রীধরের নাম বঙ্গের "শিক্ষিত-সাহিত্য-সমাজে" একরকম লুপ্তপ্রায় হইয়া আসিয়াছিল। নাম লুপ্তপ্রায় হউক,—কিন্তু তাঁহার ভাল ভাল গানগুলি লুপ্ত হয় নাই। তাহা যে লুপ্ত হইবার নহে। সঙ্গীতাত্মা যে চির দিন অবিনশ্বর। অবিনশ্বর বলিয়াই শ্রীধরের গানগুলি বাঙ্গালীর কণ্ঠে কণ্ঠে সদা গীত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু এসকল গান কাহার বিরচিত তাহা লোকে বুঝিতে না পারিয়া, নিধুবাবুকেই এই গানের রচয়িতা বলিয়া ঠিক করিয়া লইয়াছিলেন। অনেকে ভাবিতেন, এমন সুন্দর, সুকবিত্বপূর্ণ, সুমধুর টপ্পা এক

নিধুবাবু ভিন্ন অন্য কাহারও হইতে পারে না। তাই অনেকেই স্থির করিয়া ছিলেন,—

"ভাল বাসিবে ব'লে ভাল বাসিনে!
আমার স্বভাব এই, তোমাবই আর জানিনে।
বিধুমুখে মধুরহাসি,—দেখতে বড় ভালবাসি,
তাই তোমায় দেখিতে আসি,—দেখা দিতে
আসিনে ॥'

উপরিউক্ত এই গানটী নিধুবাবু কর্ত্তৃক বিরচিত। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। আমরা বহুদিন পূর্ব্বে হুগলীজেলাস্থ প্রাচীন লোকের মুখে শুনিয়াছিলাম, এ গান নিধুবাবুর নহে,—শ্রীধর কথকের। যখন শ্রীধরের সমগ্র সঙ্গীত উদ্ধার করিবার আমাদের আগ্রহ জন্মিল, তখন শ্রীধরের ভ্রাতুষ্পুত্র সুবিজ্ঞ কথক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অতুল্যচরণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের আমরা শরণাপন্ন হইলাম। আমরা শুনিয়াছিলাম, স্বয়ং শ্রীধর তদীয় সমগ্র গান একখানি খাতায় লিখিয়া রাখিয়া ছিলেন। এক্ষণে খাতাখানি জীর্ণ এবং স্থানে স্থানে কীটদষ্ট। সেই খাতা উক্ত ভ্রাতুষ্পুত্র পণ্ডিত অতুল্যের নিকট ছিল। শ্রীধরের স্বহস্ত লিখিত সেই খাতা খানিতেই, ঐ

"ভাল বাসিবে বলে, ভাল বাসিনে!"

গানটী লিপিবদ্ধ আছে। কিন্তু খাতায় লিখিত গানের সহিত প্রচলিত গানের পার্থক্য আছে। শ্রীধরের খাতায় লিখিত গানটী এইরূপ;—

"ভাল বাসিবে ব'লে, ভাল বাসিনে!
আমার সে ভালবাসা, তোমা বই, জানিনে!
বিধুমুখে মধুর হাসি, দেখিলে সুখেতে ভাসি,

শ্রীধরের নিম্নলিখিত কয়েকটী গানও এতদিন নিধুবাবুর বলিয়া চলিয়া আসিতেছিল। কিন্তু অদ্য আমাদের সে ভ্রম দূর হইল। দুই একটী গান এ স্থানে উদ্ধৃত হইল;—

১ম গান।

"ঐ যায়!—যায়! চায় ফিরে—সজলনয়নে!
ফিরাও গো! ফিরাও গো! ওরে অমিয়বচনে!
হেরি ও-র অভিমান, দূরে গেল মোর মান!—
অস্থির হতেছে প্রাণ,—প্রতি পদার্পণে!"

২য় গান।

"তবে কি সুখ হ'ত!
মন যারে ভালবাসে,—সে যদি ভালবাসিত!
কিংশুক শোভিত ঘ্রাণে!—কেতকী কণ্টক হীনে
ফুল হইত চন্দনে!—ইক্ষুতে ফল ফলিত!
প্রেম-সাগরেরি জল, হ'তো যদি সুশীতল!—
বিচ্ছেদ-বাড়বানল,—তাহে যদি না থাকিত!"

নিম্নলিখিত এই গানটীও অন্য একজনের নামে এতদিন চলিয়া আসিতেছিল; এখন শ্রীধরের বলিয়া চলিল;—

"সখি আমায় ধর ধর!
ঊরু-নিতম্ব-হৃদি-পয়োধর ভারে,—
ভূমেতে ঢলিয়া পড়ি!
ছিলাম অন্যমনে, বেণু-রব শুনে,—
কেন বা ধাইয়ে আইলাম কাননে!
উহু মরি মরি!—বাজিছে চরণে,—
নব নব কুশাঙ্কুর!
ঘোরা তিমিরা রজনী, সজনি!
কোথায় না জানি শ্যাম-গুণমণি!
পাছে ঢলিছে অলিতে বেণী—

চাতকিনী যেমন ধায় বারি-পানে,
তেমতি আমি ফিরি বনে বনে,
নবজলধরে না হেরে নয়নে,—
প্রাণ হ'তেছে অস্থির। ইত্যাদি।"

শ্রীধরের কৃষ্ণ-বিষয়ক সঙ্গীত, এবং কালী-বিষয়ক সঙ্গীত যেন সুধার প্রস্রবণ! তাঁহার টপ্পা ভাল, না দেব-দেবী-বিষয়ক সঙ্গীত ভাল, একথা লইয়া সুধীগণমধ্যে মধ্যে মধ্যে বাদানুবাদও হইয়া থাকে। আমরা বলি, তাঁহার সবই ভাল।

তাঁহার টপ্পা গানও বেদ-বেদান্ত-ভাব-মাখা। যে প্রেমে বিরহ নাই, বিচ্ছেদ নাই, কলঙ্ক ভয় নাই, সেই প্রেমই জীবের আদর্শ প্রেম হওয়া উচিত। তাই শ্রীধর সিন্ধু-ভৈরবীতে আলাপ করিতেছেন,

"পর-সনে প্রেম করা, ঘটে কেমনে?
ছিল না,—রবে না,—প্রেম!
পরে বিচ্ছেদ—কারণে!
পীরিতেরি রীতিক্রম, অভ্যাস কর প্রথম,
অপনাতে হ'লে প্রেম,— কি কাজ করে দুজনে?
আপনি যে প্রেমময়, ইহা কি নিশ্চয় নয়?
বারংবার শ্রুতিকয়,—জনশ্রুতিতেও জানে।
নিজসহ-প্রেম হ'লে, কেউ তারে কিছু না বলে
ভাসে না কলঙ্ক জলে, পোড়ে না মন আগুনে।

শ্রীধরের একশত উনসত্তরটী গান সংগৃহীত হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রেম-বিষয়ক একশত একুশ, কৃষ্ণবিষয়ক সঙ্গীত পঁয়ত্রিশ, শ্যামাবিষয়ক সঙ্গীত চারি, গৌরী-বিষয়ক সঙ্গীত নয়টী। ইহা ব্যতীত তাঁহার বহু-সংখ্যক পদাবলী আছে। তাহা কথকতায় গীত হইয়া থাকে। শ্রীধর কথকের গানের গৌরব যদি বাঙ্গালী বুঝিতে সক্ষম হন, তাহা হইলে ভবিষ্যতে পদাবলী প্রকাশ করিবার বাসনা রহিল।

শ্রীধরের ভ্রাতুষ্পুত্র কথক শিরোমণি শ্রীযুক্ত অতুল্যচরণ ভট্টাচার্য্যের সাহায্য না পাইলে, আমাদের পক্ষে শ্রীধরের সমগ্র গান প্রকাশ করা একরূপ অসম্ভব হইত। শ্রীধরের অনেক গান তিনি সুমধুর স্বর-সংযোগে আমাদের সমক্ষে গাহিয়া, আমা-দিগকে মোহিত করিয়াছিলেন।

লুপ্ত-রত্নের উদ্ধার-সাধন হইল, আজ ইহাই আমাদের অতুল আনন্দ।

শ্রীধর সংঙ্গীত।

বর্ণমালানুসারে

সূচীপত্র।

প্রেম বিষয়ক।

০১ ...

শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক।

শ্যামা বিষয়ক।

গৌরী বিষয়ক।

ধর্ম্ম-ভবন।

ধর্ম্মভবনের অনুষ্ঠান পত্র স্থানান্তরে পাঠ করুন।—ধর্ম্মভবনের মহৎ উদ্দেশ্য বুঝুন। অভিভাবকগণ এবং চাঁদাদাতৃগণের নাম দেখুন।

এ পর্য্যন্ত চাঁদা ৮০০০ আট হাজার টাকার কিছু অধিক সংগৃহীত হইয়াছে। বঙ্গবাসীর একমাত্র স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র চন্দ্র বসু নিজ হইতে ৫০০০০৲ পঞ্চাশ হাজার টাকারও অধিক দিয়াছেন। গৃহাদি নির্ম্মাণকার্য্য ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে। মফস্বলস্থ হিন্দু-অধিবাসীগণের কলিকাতায় অবস্থিতির নিমিত্ত যে অট্টালিকা নির্ম্মিত হইতেছে, তাহার একতালা প্রায় সম্পূর্ণ হইয়া আসিল, ছাদ হইয়াছে, দরজা-জানালা বসিয়াছে, মেজে হইয়াছে। বারান্দা এবং রন্ধনগৃহ প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিতে এখনও বাকী আছে। শিবমন্দির নির্ম্মাণ কার্য্যও যথানিয়মে চলিতেছে। বঙ্গবাসীর আবাসগৃহের কতকঅংশ একতালা নির্ম্মিত হইয়াছে। চতুষ্পাঠী গৃহের নির্ম্মাণ কার্য্যও আরম্ভ হইয়াছে। শিবমন্দির, চতুষ্পাঠীগৃহ মফস্বলস্থ বিদেশী অধিবাসিগণের আবাস অট্টালিকা, এ সমস্ত ব্যাপারেই হিন্দুজনসাধারণের সমান অধিকার। নির্দ্দিষ্ট কমিটীর নিয়মানুসারে সকল কার্য্যই নিরপেক্ষভাবে পরিচালিত হইবে। কেবল বঙ্গবাসীর গৃহ, বঙ্গবাসীর নিজস্ব সম্পত্তি। পাঠক জানেন, বঙ্গবাসীর আয়ের কতকাংশ, চতুষ্পাঠী, এবং নিত্য শিবপূজা প্রভৃতির জন্য ব্যয়িত হইবে।

এই বিরাট, বিশাল, মহৎ কার্য্য সম্পূর্ণ রূপ সম্পন্ন করিতে প্রায় আড়াই লক্ষ টাকার আবশ্যক। এ পর্য্যন্ত চাঁদা যাহা সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা আড়াই লক্ষের হিসাবে অতি সামান্য।

গ্রাহক, অনুগ্রাহক, সকলেরই নিকট নিবেদন, যাঁহার যাহা সাধ্য, এই সময়ে তিনি তাহা প্রদান করুন। কার্য্য শীঘ্র সুসম্পন্ন হউক; কলিকাতার একটী চির অভাব দূর হউক।

অতি অল্প মাত্র সাহায্য করিতেও কেহ কুণ্ঠিত হইবেন না। যে বৃহৎ কার্য্যে আড়াই লক্ষ টাকা ব্যয়, তাহার সাহায্যার্থে ।০ চারি আনা দিয়া লাভ কি, এমন মনে করিয়া অর্থানুকূল্য করিতে কেহ ইতস্ততঃ করিবেন না। দাতার সরল প্রাণে মুষ্টি-ভিক্ষা দানও যথেষ্ট। এ দান আমাকে নহে, আমার পরিবারবর্গকে নহে,—এ দান স্বধর্ম্মরক্ষার নিমিত্ত দান—হিন্দুজাতিকে জীবিত রাখিবার

দান। এ দান নিষ্কাম দান,—সাত্ত্বিক দান। এ দান করিলে, ইহকালে যশ নাই, কলিকাতা গেজেটেও এ দানের উল্লেখ নাই। এই নীরব দান কেবল পরকালের নিমিত্ত। ।৹ চারি আনা কেন, সাত্ত্বিক ভাবে শ্রদ্ধার সহিত চারি পয়সা দিলেও এ দান যথেষ্ট দান। আপনার গণ্ডগ্রামে চারি আনা দিবার অন্ততঃ পঞ্চাশ জন লোক আছেন, চারি পয়সা দিবার অন্ততঃ পাঁচশত লোক আছেন। সকলে এক হইয়া, যুক্তি পরামর্শ করিয়া, এই ধর্ম্মভবনের নিমিত্ত ঐরূপ চাঁদা সংগ্রহ পূর্ব্বক পাঠাইয়া দিলেই, ধর্ম্মভবনের পক্ষে যথেষ্ট হইবে। পঁচিশ, পঞ্চাশ, এক শত, দুইশত, পাঁচশত, হাজার টাকা দিবার লোক কয়জন আছেন? তবে শ্রদ্ধা-পূর্ব্বক যিনি অধিকটাকা দিতে সমর্থ, বলাবাহুল্য, তিনি তাহাই দিবেন।

বহুতিল একত্র হইয়া তালপ্রমাণ হয়; বহুরেণু একত্র হইয়া পর্ব্বত প্রমাণ হয়; সমুদ্র জলকণার সমষ্টি। যে রজ্জুতে মত্তহস্তী নিবদ্ধ আছে, তাহা তৃণের সমষ্টিমাত্র। সকলে দু-আনা, চারি-আনা, আট-আনা, একটাকা করিয়া দিলেই যথেষ্ট। সকলে—সমভাবে দান করিলে, আড়াই লক্ষ কেন, এক মাসের মধ্যে পাঁচ লক্ষ টাকা সংগৃহীত হইতে পারে।

ভ্রাতৃগণ! মাতৃগণ! পূজনীয় ব্যক্তিগণ আর বিলম্ব করিবেন না। যাঁহার যাহা সাধ্য, কলিকাতা ৩৪।১ কলুটোলা ষ্ট্রীটে ধর্ম্মভবননির্ম্মাণার্থ আমার নিকট টাকা পাঠাইয়া দিবেন। চাঁদাদাতৃগণের নাম বঙ্গবাসীতে প্রকাশিত হইবে।

শ্রীযোগেন্দ্র চন্দ্র বসু।
বঙ্গবাসীর একমাত্র স্বত্বাধিকারী,
বঙ্গবাসী কার্য্যালয়, ৩৪।১ কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ঈশ্বর কথক।

প্রণয়-সঙ্গীত।

খাম্বাজ—রূপক।

মিলনের সুখোদয় যখন হয়,—
তখন কুল-মানের অনুরোধ না রয়!
পিয়ে প্রেম-রস, হইলে অবশ,
অপযশের ভয়,—নাহি রয়!—
ব্রহ্ম-পদে প্রাণ নাহি ধায়, —
হায়!—হায়!—হায়!—
সদা প্রেমের পথে বিচরয়। ১।

হামির—খয়রা।

বাঁধা যার কাছে মন,—সেই মোর প্রিয় জন;
সে জনে দরশনে, সদা প্রয়োজন।
এসেছে যে দিন, ব'লে অল্প দিন,—
গেছে সেই দিন, হবে বহু দিন,—
আর কত দিন,—হেরিব সে দিন,—
সে বিধু-বদন,—
যারি অদর্শনে, বাঁচিনে বাঁচিনে!
জ্ব'লে মরি প্রাণে, ধৈর্য্য নাহি মানে!
আর কত মনে, প্রবোধ বচনে,—
বাঁচে এ জীবন। ২।

পরজ—ঠেকা।

অনঙ্গ-মত্ত-মাতঙ্গ,—মন বন ভঙ্গ করে।
বিধির অসাধ্য সেই,— কার সাধ্য বাঁধে তারে।
সতর্ক কর্ম্ম-করণ, সমূলে করে দলন,—
বিবেক-বজ্র-আঁটন, ভঙ্গ ক'রে ফেলে দূরে।
উপদেশ-তরুগণ, শিক্ষা-শাখায় সুশোভিত,
সমূলে করে ভঞ্জন, মদের(ই) আমোদে ফেরে।
প্রবোধ বৃক্ষ মিলিতা, বিবেচনা ক্ষমা-লতা,—
ধৈর্য্য পুষ্প-বিকশিতা, ক্রমে সকলি সংহরে;—
মান-মৃগ উচাটন, দূরে করে পলায়ন,
লজ্জা ভয় পক্ষিগণ, উড়ে যায় দেশান্তরে। ৩।

খাম্বাজ—ঠেকা।

মন কেমনে সুখে রবে,—মানিলে পরেরি কথা।
পোড়া লোকে তাই করে, লাগে যাতে প্রাণে ব্যথা।
মজেছি দিয়েছি প্রাণ, করেছি প্রেম-বিধান;—
যায় জাতি-কুল-মান, সে ভাবনা ভাবি বৃথা। ৪।

খাম্বাজ—ঠেকা।

প্রাণপণে যতন ক'রে—পেয়েছি পরেরি মন!—
পোড়া লোকে কেন এত ঘুচাতে করে যতন!
প্রেমে পরাধীনী হ'য়ে, দিবা-নিশি মরি ভয়ে,
পাছে কু-মন্ত্রণা দিয়ে,—পরে করে জ্বালাতন! ৫।

খাম্বাজ—ঠেকা।

বারণ কে করে, বলো, সরল হইতে!
বিধান কে দেয়, বলো, চাতুরী করিতে!
যে তোমার অনুগত, - তাহারে ক'রো বঞ্চিত,—
এ নহে তব উচিত,—না পারি সহিতে! ৬।

খাম্বাজ—ঠেকা।

যদি একবার মন বলে,—"সে জনে ভাবিব না!"
সেই স্থলে প্রাণ বলে,—'এ দেহে থাকিব না!'
কি করি প্রাণেরি দায়,—মন,—সেই পথে ধায়;
সেধে-ডেকে এনে তায়,—পূরাই বাসনা।
যে যা বলে,—বলুক লোকে,—কারো কথা শুনিব না।৭

সিন্ধু—মধ্যমান।

বড় চতুর(ও) হয় যদি কোন জন!
পীরিতি করিলে তার,—দিবা নিশি জ্বলে মন!
পাইলে প্রেমেরি রস,—সদা সে থাকে অবশ।
দূরে রেখে অপযশ,—প্রেম করে আভরণ! ৮।

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

এ সময়ে যদি তারে পাই!—
(প্রাণ চায় যারে রে)—
তবে এ যাতনা হ'তে জীবন জুড়াই!
প'রে যার প্রেম-ফাঁসি,—
লোকের কাছে হই দুষী!—
হেরে তার মুখ-শশী,—
মরি তাহে ক্ষতি নাই! ৯।

সিন্ধু-ভৈরবী—মধ্যমান।

সারা হলেম,—সারা নিশি জাগিয়ে!
যামিনী পোহালাম,—কত যাতনা ভুগিয়ে।
বহু দিনের অভিলাষে, সুখ পুরাইবার আশে,—
বসেছিলাম আশা-পথে গিয়ে;—
কি দশা না হ'লো, সখি! ভালবাসা লাগিয়ে!১০।

সিন্ধু—মধ্যমান।

কারে কব,—যে দুখ আমার,—
হ'লো এবার,—প্রাণে বাঁচা ভার!
দিনে উপবাসী প্রায়, জাগিয়ে যামিনী যায়,
হ'লো একি দায়!
মনে কোন মতে স্থিরতা না মানে একবার!
যা'তে আমি হই সুখী, তা হ'তে দ্বিগুণ দুখী!
করি কি উপায়!—
ভেবে উপায় না পাই কিছু,—
সকলি দেখি আঁধার! ১১।

খাম্বাজ—মধ্যমান।

কেবলি কথায় এত দায়!—
যে সুখ,—সে দরশনে!
যতনে অঙ্কুর হ'লো,—গেল কথা-বরিষণে!
জানা জানি পরস্পরে,—যা-না জানি পরস্পরে!
কত সুখ হ'তো পরে,—পরশনে পর সনে! ১২।

খাম্বাজ—মধ্যমান।

অশেষ কণ্টক,—প্রেম বনে!
বিশেষ,—বিচ্ছেদ-শেষ,—তনু শেষ সে দংশনে!
ফুটিলে কলঙ্ক ফুল,—যাবি গন্ধের নাহি তুল,—
পরে হবে জাতি-কুল,—প্রবেশিলে,—সে কাননে!
সুখ-তরু সাধারণ, দুখ বৃক্ষ অগণন,
ভয়ানক পশুগণ!—কে বাঁচে তারি গর্জ্জনে!
যন্ত্রণা-শার্দ্দূল ভয়,—গঞ্জনা-গণ্ডার-ময়,—
ভৎ'সনা-ভল্লুকচয়,—কার সাধ্য,—বনে গণে!১৩।

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

কে বলে,—বিচ্ছেদ ভাল নয়! সে'ত ভাল নয়!
আমি জানি সেই ভাল,—তা'তে অতি সুখোদয়।
আমি ত বিচ্ছেদে ব্রতী, হয়েছি সখি! সম্প্রতি,
তাতে কি হয়েছে ক্ষতি! বরঞ্চ সুখ-সঞ্চয়!
দিনান্তে প্রাণান্ত হ'তো, তা'তে নাহি দেখা দিতো,
এখন সে যে অবিরত,—অন্তরে আছে উদয়। ১৪।

বাহার বাগেশ্রী—ঠেকা।

বলো দেখি, বিধুমুখি! আমারে কি ছিল মনে?
সতত তোমারি লাগি, সদা পুড়েছি পরাণে!
পরেরি পরাণ তুমি, তব অনুগত আমি,
দেশেতে আছে বদনামী,—তব কারণে!
প্রাণ! তোমারি আশা ক'রে,
এ দেশেতে আসা ফিরে!
এসে পেয়েছি তোমারে, দেখেছি বেঁচেছি প্রাণে।

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

নিশি আর রবে কত কাল?—হইল সকাল!
স-কালে না এলো শশী!—ক্রমশঃ হ'লো সকাল!
প্রথম উদয়-কালে,—কোন গ্রহে বাধা দিলে!
সর্ব্বগ্রাসী বুঝি হ'লে—স্থিতি হ'বে চিরকাল! ১৬

বাহার—ঠেকা।

সাধেরি প্রণয়ে,—যদি কর্‌বো রে মান।
তা-ও কি হ'বে না রে সমাধান ?
যদি ব'লো,—মান ছলে,—অধিক প্রেম উথলে,—
তিলে তিলে এমন হ'লে,—কিসে বাঁচে প্রাণ।
তুমি ত হ'লে মানিনী ! আমি না করে মানি নি।
বুঝা গেল ব্যবহারে,—আছে তোমার অন্যে টান। ১৭

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

প্রেমের ঋণ,—চিরদিন,—শুধিতে নারিব প্রিয়ে!
বাঁচিব হে ! যতদিন।
হ'ত যদি অন্য ঋণ, স্থানান্তরে পেতাম ত্রাণ,
ঋণ সংখ্যে তত দিন,—যাবত জীবন ;—
পরিশোধ সেই দিন—
যে দিন,—দেহ হবে পরাধীন ! ১৮।

পিলু—আড়াঠেকা।

কি করে কলঙ্কে ?—যদি সে আমারে ভালবাসে।
আমি যার বাঁধা সদা,—সে পড়িল সেই ফাঁসে।
বিচ্ছেদে যাতনা যত,—কলঙ্কে কি ঘটে তত ?
অচেতন অবিরত ! মিলনেরি অভিলাষে ! ১৯ |

ভৈরবী—ঠেকা।

এই মনে বাসনা,—
আমায় কেউ যেন ভাল বাসে না !
পরে ভাল বাসিলে পরে,—পরাণে পাব বেদনা !
পরে চাতুরী করিলে,—আমিও ফিরিব ছলে,
ভাসিব না নয়ন-জলে,—এড়াব প্রেম-যাতনা ! ২০

সিন্ধু-ভৈরবী—মধ্যমান-ঠেকা।

অপমান !—প্রাণ-জ্বালাতন !—
কে জানে যে হ'বে এত !
সঙ্গোপনে মন দিয়ে,—হ'লাম পরের অনুগত।
বিবাদী হ'লো সকলে, ডুবিলাম কলঙ্ক-জলে !—
ভেবে মরি !—সদা সশঙ্কিত !
অন্তরে গুমুরে থেকে—এ জ্বালা আর প্রাণে,
সব কত ! ২১।

সিন্ধু-ভৈরবী—মধ্যমান-ঠেকা।

যে যাতনা,—যতনে। মনে মনে মন জানে !
পাছে লোকে হাসে শুনে,—লাজে প্রকাশ করিনে !
প্রথম মিলনাবধি,—যেন কত অপরাধী !—
নিরবধি সাধি প্রাণ-পণে !—
তবু ত সে,—নাহি তোষে !
আরো দোষে অকারণে ! ২২।

সিন্ধু-ভৈরবী—মধ্যমান ঠেকা।

বুঝি প্রেম-দায়,—ঘটিল রে আমায় !
অন্তরের লাজ-ভয়,—অন্তরে হ'লো বিদায় !
মনে মানা নাহি মানে। অনাদরে কুল-মানে !
পেয়ে আপন সমানে,—মন্ যে রহিল তায়,—
আর যা মনেতে ছিল, ত্যজিল সে সমুদায় ! ২৩।

সিন্ধু-ভৈরবী—মধ্যমান-ঠেকা।

সাধের পীরিতে,—কি হইল দায় !
যাই আমি বলি যদি,—কাঁদিয়ে কাঁদায় !
যারে দেখিবার আশে, থাকি নানা স্থানে ব'সে,
সে জনে কেমনে হেসে—দিব রে বিদায় ! ২৪।

খাম্বাজ—আড়াঠেকা।

মন্ যার পীরিতে মজেছে !
সে কি স্বভাবে-তে আছে ?
জাতি কুল-কলঙ্ক-ভয়,—সকলি তুচ্ছ তার কাছে !
যে ভাল-বেসেছে যারে, মনে-মনে ভাবে তারে,
না হেরিলে প্রাণে মরে !—
দেখিলে তায় প্রাণে বাঁচে ! ২৫।

খাম্বাজ—মধ্যমান।

মান্ ক'রেছিলাম তার'-পরে।
কেবলি মানেরি তরে !—
আদরে সাধিবে ভেবে,—ছল করে ছিলাম দূরে !
পীরিতেরি যত রীত,
সকলি সে বিদিত,—প্রকাশিত !—
জানি ব্যবহারে তারে !
তবু আমার কপাল দোষে, গোপনে তোষে না এসে,
এখন আমি সাধি কিসে ?—
তাই ভেবে মরি গুমুরে ! ২৬।

খাম্বাজ—মধ্যমান।

এ মানে,—সে মানে কি না মানে!—
সে-ই জানে মনে মনে! তাই ভাবি মনে মনে!
আমি ত আকুল প্রাণে,—মনে বুঝাতে পারিনে!
এত যে থাকে না কাছে, তবু মন তারি পাছে,—
বাঁধা আছে,—প্রকাশ করিনে মানে!
মনে হ'লে তারি গুণে, পুড়ে মরি মনাগুনে!
সে ভাবে না কোন্ দিনে!—
(তাই) আমি ভেবে সারা প্রাণে!—
আমি ত ভেবে বাঁচিনে! ২৭।

সিন্ধু—মধ্যমান।

লোক-ভয় স'য়ে র'য়ে,—হয় যে যাতনা রে!
মনে মনে থাকে সকল,—মনেরি বেদনা রে!
প্রাণ-ধনে রেখে দূরে,—অপরে আপন ক'রে,—
মিছে আশায় প্রাণ ধ'রে—কতই যাতনা রে! ২৮

সিন্ধু—আড়খেম্‌টা।

সে অভাগী,—দুখের ভাগী,—যার লাগি এ যাতনা,
শয়নে-স্বপনে মনে,—আমা বই সে আর জানে না।
তিলেক দর্শনাভাবে, মনে-মনে কতই ভাবে!
মজিয়ে আমার ভাবে,—
অন্য ভাবে,—সে,—আর ভাবে না! ২৯।

সিন্ধু—মধ্যমান।

কত ভাল বাসি তারে,—ব'লে কি জানানো যায়!
কুল-মান মন-প্রাণ,—সকলি সঁপেছি যায়।
নিতান্ত হ'য়েছি যার, সে বিনে কে আছে আর!
তিল-মাত্র যে আমার,—মন্ ছেড়ে নাহি যায়!৩০।

সিন্ধু—মধ্যমান।

প্রেম,—ভাল-বাসি ব'লে,—
তাইতে লোকে কত বলে!
এখন এমন হ'লো,—আর কি আছে কপালে!
নবীন প্রেমেতে ব্রতী,—হয়েছি,—সখি! সম্প্রতি;
প্রেম করার এই রীতি,—
গঞ্জনা,—প্রথম কালে! ৩১।

সিন্ধু মধ্যমান।

মরমে মরম-যাতনা,—ভাল বাসার অযতনে!
একা যে এ-কাজে মজে,—
বাজের অধিক বাজে প্রাণে!
যে-জন পীরিতে নাচায়,—
সে যদি ফিরিয়ে না-চায়,—
মন্-প্রাণ সদা যারে চায়,—
সে যদি না বাঁচায় প্রাণে!! ৩২।

সিন্ধু-খাম্বাজ—মধ্যমান।

পোড়া লোকে তারে বলে পর!
(কেন,—না বুঝিয়ে গো!)
দিবা-নিশি রয়েছে যে,—প্রাণেরি ভিতর!
যার আশয়ে প্রাণ রাখি, দেখিলে দ্বিগুণ সুখী!—
মানসে মিশায়ে রাখি,—প্রেমে মাখা পরস্পর!৩৩

সিন্ধু—মধ্যমান।

সে-জনে,—মন্ কেন ভাল বাসে!
(প্রেম-রস যে না জানে!)
এ কি দায়!—(অকারণে!)
প্রাণ যায়!—হায়!—হায়!
কেবলি নয়নের দোষে!
এত যে করি যতন! যাতনাতে জ্বালাতন!
তবু ত বুঝে না মন! হেলন করিয়ে হাসে!
আমার মন-বেদনা, সে-জন জেনেও জানে না!
কিসে ঘুচে এ যন্ত্রণা!—তাই ভেবে মরি হুতাশে!

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

সাধে কি ভাল বাসি তারে!
(ওগো!—আমি!)
মন-প্রাণ নয়ন জলে!—
তিলেক না হেরে যারে!
ছলে ক'রে অভিমান,—
করি কত অভিমান!—
তথাচ আকুল প্রাণ,—
কাঁদিয়ে চরণে ধরে! ৩৫।

সিন্ধু—মধ্যমান।

সে বিনে যে নাহি বুঝে মনে! (প্রাণ-সখি রে!)
প্রাণে সদা গাঁথা আছে,—ভুলিব তারে কেমনে?
কুল মান গেল গেল! লোক-নিন্দা হ'ল হ'ল!
সেই কথা বল-বল!—প্রেম থাকে যেমনে! ৩৬।

সিন্ধু—মধ্যমান।

বাধা নাহি মানে,—মনে আর! (প্রাণ-সখি রে!)
বাঁধা-বাঁধি হ'য়ে আছি,—
আমি তার,—সে আমার!
যত বলে বলুক লোকে, হাত দিব কার মুখে!
আমি ত থাকিব সুখে, মিলনেতে অনিবার! ৩৭।

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

সে কি দিবে রে—নিদারুণ,—আপনারই মন!
যারি লাগি ভেবে ম'লাম,—হ'লাম জ্বালাতন!
লোকেরি লাঞ্ছনা স'য়ে,—না ডাকিতে দেখা দিয়ে,
আমার সমান হ'য়ে—করিবে যতন! ৩৮।

সিন্ধু—আড়াঠেকা।

পরের বেলা পারে দুষিতে,—প্রেম-রসে রুষিতে,—
এমন অনেক দেখিতে পাই!
(কিন্তু) যা হ'তে হয়েছি দুখী,—
তুষিতে,—সে বিনা নাই!
পরেরি কথা শুনে, পুড়ে মরি মনাগুনে,
যার জ্বালা যায় যার গুণে,—
প্রাণ-পণে তার ভাবি তাই! ৩৯।

খাম্বাজ—আড়াঠেকা।

সখি রে! তা'র কারণে!—
কি কারণে হ'ল সে রূপ!—ভাবি আকুল প্রাণে!
ঘরে-পরে যে লাঞ্ছনা, মলেও ত পরে ভুলিব না,—
পরের হাতে আর যাব না!
পুড়িব না,—মনাগুনে! ৪০।

খাম্বাজ—আড়াঠেকা।

প্রেমে মন দিলে, —যাবে জ'লে,— প্রাণ-ধন!
মন সতত হ'বে উচাটন!
ঘরেতে পরেরি মত, কথা ক'বে কত-শত,—
সহিতে নারিবে!—মরিবে গুমুরে!—
প্রেম ক'রো না! —মন দিও না!—
বাজে,—ধাকিটি তাক্,—ধুম-কিটি তাক্,—
থুন্না-ধা-ধা-থুন্না,—থুন্না ধা ধা-থুন্না,—
ধেক্‌ড়াং ধুম কিটিতাক্ কিটিগা!—করি বারণ!
যেমন আঁধারেতে সাপ-খেলান, —
প্রেম করাটি,—তেমনি জেন! সাবধান!—
জ্ঞান হয় না!—রয় না! —
সকল দিক্ রাখা,—চতুরেরি খেলা,—
দূর হ'য়ে যায়!
পীরিতেরি বড় রাস্তা বাঁকা!—
দেশে-দেশে ঢলাঢলি! লাভ মাত্র গালাগালি!
বলা বলি করে লোকে,—রাখে না ক অনুরোধ!—
প্রেমে ঘটে দায়!—খেদে প্রাণ যায়!
ঠক্ ঠকিতে ঠেকে-ঠুকে-
ঠিক-হারা জরা-মরা,—হতে হ'বে জ্বালাতন! ৪১।

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

ভাল বাসিবে ব'লে,—ভাল বাসিনে!
আমার যে ভালবাসা,—তোমা বই জানিনে!
বিধুমুখে মধুর হাসি,—দেখিলে সুখেতে ভাসি,—
তাই,—আমি দেখিতে আসি,—
দেখা দিতে আসি-নে! ৪২।

সিন্ধু-পিলু—আড়াঠেকা।

কেন যারে-তারে মন দিতে,—বলে গো!—
নয়ন আমার!
নিবারণ করি যদি,—অগ্নি ভাসে,—জলে গো!—
নয়ন আমার!
মন নয় মনেরি মত, নয়নেরি অনুগত,
বুঝায়ে রাখিব কত,—নানা পথে চলে গো! ৪৩।

মূলতান—আড়াঠেকা।

আর কেন বারে-বারে,—আমারে মজিতে বল!
এ পীরিতের সুখ-লাভ,—যে হয়েছে,—সেই ভাল
কি আর রেখেছ বাকী! প্রেম ক'রে হবে বা কি!
মিছে কর আঁকা-বাঁকি!—
সে পীরিতের কিবা ফল! ৪৪।

মূলতান—আড়াঠেকা।

দিবানিশি যার লাগি,—ঝরে আমার দু-নয়ান।
শুনিয়ে পর মন্ত্রণা,—পাষাণে সেঁধেছি প্রাণ!
আগে মন্ দিলে কি ভেবে। এখন বুঝি ফিরে লবে,
দত্তাপহারী লোকে ক'বে,— বাড়িবে দ্বিগুণ মান।৪৫

ভৈরবী— আড়াঠেকা।

জ্বলে মন!—গেল প্রাণ-মান, —ভাল বেসে!
পরের প্রাণ,—প্রাণ-পণে,—তুষে,—
প্রাণে মরি শেষে!
যতনে যাতনা এত,—কে জানিত?
আগে ভাল সুখের আশে,—
এখন কেবল আমার দোষে,—
দেশের লোকে দোষে! ৪৬।

সিন্ধু-ভৈরবী—আড়াঠেকা।

প্রণয়,—পরম রত্ন,— যত্ন ক'রে রেখ তারে।
বিচ্ছেদ-তস্করে যেন,—কোনরূপে নাহি হরে!
অনেক প্রতিবাদী তার, হারালে আর পাওয়া ভার,
কখন্ যে,—সে হয় কার,
কেবা তা বলিতে পারে! ৪৭।

সিন্ধু-ভৈরবী— আড়াঠেকা।

প্রণয়,—পরম নিধি,—বিধি রেখেছে অন্তরে।
কেহ না জানিতে পারে,—জানিলে হবে অন্তরে!
নানা শত্রু তার উপরে, জানে না যেন অপরে!
অপরে জানিলে পরে,—রবে না দুঃখের অন্ত রে!৪৮

সিন্ধু-ভৈরবী—আড়াঠেকা।

পর-সনে প্রেম করা,—ঘটে কেমনে?
ছিল না,—রবে না,—প্রেম!—
পরে বিচ্ছেদ-কারণে!
পীরিতেরি রীতিক্রম,—অভ্যাস ক'র প্রথম,
আপনাতে হ'লে প্রেম,—কি কাজ করে দু-জনে?
আপনি যে প্রেমময়,—ইহা কি নিশ্চয় নয়?
বারংবার শ্রুতি কয়,—জনশ্রুতিতেও জানে।
নিজ-সহ প্রেম হ'লে, কেউ তারে কিছু না বলে,—
ভাসে না কলঙ্ক-জলে, পোড়ে না মন-আগুনে! ৪৯।

সিন্ধু-মধ্যমান—ঠেকা।

পরের কথায়,—কে কোথায়—প্রেম ত্যজেছে!
যে জন মজেছে,—সুখ বুঝেছে!
বশীভূত সবাই যাতে, গন্ধের বেলা সবাই তাতে,
ভেবে দেখ! - যাতে—তাতে,—
প্রেমে কে না কেনা আছে? ৫০।

সিন্ধু-ভৈরবী—ঠেকা।

মনের কথা প্রকাশিয়ে, সবাই যদি বলিত!
তবে সম-ভাব সবে, পরস্পরে বুঝিত!
মনে মুখে ভিন্ন-ভাবে, ছলে-কলে চলে সবে,
গোপন ক'রে স্বভাবে,— কথা কয় রীতিমত।
সবাই পাগল রিপুযোগে, মজে আছে কর্ম্ম-ভোগে,
অশক্ত আর যোগে-জাগে,—সঙ্গোপনে সম্মিলিত।
দ্বেষ-হিংসা-অহঙ্কার—কোথা ছাড়া আছে কা'র?
মনে মনে রহে যা'র,—ধীর ব'লে সেই খ্যাত।৫১।

সিন্ধু-ভৈরবী—আড়াঠেকা।

রোষে বা সন্তোষাভাসে,—
প্রেয়সী যদি সম্ভাষে!—
তবু ত সে,— মন-তোষে,—
নাশে বিচ্ছেদ-হুতাশে!
শীত কিম্বা উষ্ণ নীরে,—নিবারে প্রবলাগ্নিরে;
রবি-তাপে নলিনীরে—যথা উল্লাসে বিকাশে।৫২।

সিন্ধু—মধ্যমান।

সুখ দুঃখ,— সম ভাব যার—সে যদি রাখিতে পারে।
অভিমান-শূন্য যেই,—বিচ্ছেদ,—বিজয় করে!
করা ত দুষ্কর নয়,—রাখা,—বিচিত্র প্রণয়!
সুজনে প্রেম-নির্ণয়—অসম্ভব অন্য-পরে! ৫৩।

খাম্বাজ—আড়াঠেকা।

সাধে বিষাদ ঘটিল!
সুখ-সম্ভাষিতে মোরে,—কে বাদ সাধিল!
পীযূষ প্রয়াস ক'রে,—প্রবেশিয়ে রত্নাকরে;
সুধার আকর ক'রে গরল উঠিল!
দোষ দিব আর কারে! সকলি কপালে করে!
বিধি,—বিবিধ প্রকারে,—বুঝি প্রতিকূল! ৫৪।

মধ্যমান—ঠেকা।

আয় রে বিচ্ছেদ! রাখি তোরে,—
যতনে হৃদি-মাঝারে!
জনমের মতন তোমায়,—
সে,—সঁপে গেছে আমারে!
পীরিতি ম'লো,—কপাল! সুখ সাধ মিটে গেল!
অবশেষে এই হ'লো,—গঞ্জনা দেয় ঘরে পরে!
সুখ-সাধে কি সাধ!—বিধি,—সে ঘটালে বাদ!
সার হ'লো এ সম্পদ,—দুখ রহিল অন্তরে!
এখন তোমার হলাম আমি!
আমার হ'য়ে থাকো তুমি!
থাকহ মম অন্তরে,—হইয়ে অন্তরযামী;—
তুমি থাকিলে অন্তরে, সে থাকিবে অন্তরে,
সবে হ'লে স্বতন্তরে,—প্রাণান্তে পাবো না তারে!

খাম্বাজ—খেমটা।

ভাল বাসার আশা কেবল,—
জাত-কুল-নাশা! তাহে যেওনা!
সে বড় দায়,—ভেবে প্রাণ যায়।
বাঁচিবার উপায়,—কিছু থাকে না!
বিষম রসেতে ডুবে,—অবশ হয়োনা! ৫৬।

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

তোমারি প্রণয়ের আশে,—বুঝি বা কলঙ্ক হ'লো।
আঁখির মিলন বুঝি,—রহিল হে চিরকাল!
যত সাধ,—মনে ছিল! সে সব হ'লো বিফল।
সদা আঁখি ছল-ছল, মনোদুখ মনে রহিল! ৫৭।

খাম্বাজ—মধ্যমান ঠেকা।

আর করিনে প্রেমের অনুরোধ।
বুঝিলাম,—তোমার নাহিকো রস-বোধ!
ধরিলে না দাও ধরা,—
মিছে কেন পায়ে ধরা!
এ কি লো গৌরবের ধারা!
ধরা,—করো সরা-বোধ!
আগে ছিল আমায় যেমন যতন,—
হাঁ-লো! এখন্ তোমার নাহি সে তেমন!
এখন্ আলোয়-আলোয় বিদায় হ'লাম!
এই দেখা,—জনমের শোধ! ৫৮।

কেদারা—কাওয়ালী।

ও-কি!—গগনে সই! কর নিরূপণ!
যদি বল,—হিম-কর, এ যে অতি খরতর!
তপনেরি মত যেন দহিছে জীবন!
বজ্র বলি একবার, জ্ঞান হ'তেছে আমার!
চারিদিকে চেয়ে দেখি, নাহি মেঘের সঞ্চার!—
তবে কি বলিবে বল, উপজিল দাবানল,—
তা হ'লে, গগনে কেন দহিবে কানন?
শেষ হেন লয় চিতে, ফণী আসিছে গ্রাসিতে,—
দুঃখিনী বিরহিণীর জীবন-পবন! ৫৯।

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

প্রেম করা কঠিন নয়,—
রাখা অতি সু-কঠিন!
পীরিতের ভাজন যেই,—
মর্ম্ম জানে সেই জন!
পীরিতের প্রথমাবস্থা,
জ্ঞান হয়,—রবে চিরস্থা!
শেষে ঘটে নানাবস্থা,—
কোথা রয় সে আলাপন! ৬০।

ঝিঁঝিট—আড়াঠেকা।

তবে কি সুখ হ'তো!
মন—যারে ভালবাসে,—সে যদি ভাল-বাসিত!
কিংশুক শোভিত ঘ্রাণে!—কেতকী কণ্টকহীনে!
ফুল হইত চন্দনে!—ইক্ষুতে ফল ফলিত!
প্রেম-সাগরেরি জল, হ'তো যদি সুশীতল!—
বিচ্ছেদ বাড়বানল,—তাহে যদি না থাকিত! ৬১।

সিন্ধু—মধ্যমান।

সাধে কি ভাল বাসি তারে?
তাহা কি জানিবে পরে?
বারেক না হেরিলে যারে,
থাকি যে মরমে ম'রে!
লোক-ভয় ভাবিনে মনে,
(সদা) তার ভাবনাই পড়ে মনে,
তাই ভাবি, মনে মনে;—
ভাবিনে কি হবে পরে! ৬২।

বাহাব—আড়খেমটা।

হায় হায়! প্রেম দায় কে জানে?
যতনে সাধনে,—সে ধনে বাখে না মনে!
প্রেম-অনুরোধে পড়ে, মান অনুবোধ ছাড়ে,—
সজল নয়নে।
দিবা নিশি প্রাণ পুড়ে—যার-ই কাবণে!
বিনে সে-ধনে! ৬৩।

খাম্বাজ—মধ্যমান-ঠেকা।

কি জানি কি ছলে,—ছিল ব'সে!—
আমারে ত্যজিবাব আশে!
আমি ত জানিতাম ভাল,—
আমায় ভাল ভাল-বাসে!
অভিমান-ছল্ পেয়ে,—
কুলে জলাঞ্জলি দিয়ে,—
মনোমত ধনে ল'য়ে—
রয়েছে উল্লাসে ভেসে!—
আমারো মন-বেদনা,—
সে কি তা,—জেনেও জানেনা?
কিসে যাবে এ যন্ত্রণা!
তাই ভেবে মবি হুতাশে! ৬৪।

মুলতান—ঠেকা।

ঐ যায়!—যায়! চায় ফিবে—সজল নয়নে!
ফিবাও গো! ফিরাও গো!—ওরে—অমিয়বচনে!
হেরি ও-র অভিমান, দূবে গেল মোব মান!—
অস্থির হতেছে প্রাণ,—প্রতি পদার্পণে! ৬৫।

খাম্বাজ-মধ্যমান—ঠেকা।

এমন হবে!—প্রেম যাবে!—
এ কভু মনে ছিল না!
এ চিতে নিশ্চিত ছিল,—
পীরিতে বিচ্ছেদ হ'বে না!
ভেবেছিলাম, নিবন্তব—হ'য়ে র'ব একান্তব!—
যদি হয় দেহান্তব,—মনান্তব তায় হ'বে না!
এখন হলো অন্তর!—পীরিতি হলো অন্তর!
ঝবে নিরন্তর!—
লা না। ৬৬।

খাম্বাজ-মধ্যমান—ঠেকা।

হায়!—কি লাঞ্ছনা!—কি গঞ্জনা!
ভেবে ত প্রাণ বাচে না।
সে গেছে!—তাব প্রেম গেছে!—
আমাব ত পীরিত গেল না।
কবার নয়!—কব কাব কাছে?—
যে দুঃখে ভাসায়ে গেছে!
আমাব মনেতে সে—যে,—
বিনা সুতোয় গাথা আছে।
পীরিতেবি যে রীত আছে!
তাব মত সে ক'বে গেছে!
চিহ্ন মাত্র রেখে গেছে!—
লোকে,—কলঙ্ক-ঘোষণা! ৬৭।

ঝিঁঝিট—আড়া।

কাজ কি পীবিতে,—সই বে!—
সে যদি আমাব নয়!
যাবে আমি অভিলাষী,—
সে যদি না বশে রয়!
কুলে জলাঞ্জলি দিয়ে,—
পীরিতের ভাব মাথায় লয়ে,
লোকেবি লাঞ্ছনা খেয়ে,—
আছি তাব কেনা হয়ে,—
সে যদি সাবধানে বয়!—
না কবে বিচ্ছেদ ভয়! ৬৮।

ঝিঁঝিট—আড়া।

যে নয় আমারি বশ!—তাবি বশীভূত হ'লাম।
নিয়ত যতন ক'বে,—কতই যাতনা পেলাম!
যাবে ভাল অভিলাষী, বিধিমত ভালবাসি,—
আদবেতে দিবানিশি,—কি সুখেতে বাখিলাম!
সে হলো না অনুগত! থাকলো না ত মনোমত!
হয়েছে মিছে মিলিত!—এত দিনে বুঝিলাম! ৬৯

ঝিঁঝিট—ঠেকা।

কৈ বে! আমার সে বিধুবদনী ধনী।
যাবি মুখ না হেরিয়ে, পলকে প্রলয় গণি!
সে বিনে রব কেমনে, তাই ভাবি নিশি দিনে।
অস্থির হতেছি প্রাণে, ভেবে দিবস রজনী! ৭০।

খাম্বাজ—ঠেকা।

রাখ প্রাণ! তোরে যে নয়নে নয়নে।
অনিমিষ হয় আঁখি,
বাসনা হয় মনে মনে।
সিন্ধু সম হও তুমি,
হেরি তবে প্রাণ! আমি,
নয়নে নয়নে রাখি,
অতি যতনে। ৭১।

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

সে কেন যে করে অপ্রণয়।
ও -তার উচিত নয়।
আমি জানি, তারি মনে—
বিচ্ছেদ কখন নয়।
আমারও সাপক্ষ হয়ে, ব'লো তারে বুঝাইয়ে,
পিরীতি করিতে হলে,—
দুখ সুখ সইতে হয়।
বলেছি তায় অভিমানে, সে সব রয়েছে মনে,
তাই ভেবে কি মনে মনে,—
অভিমানে রইতে হয়। ৭২।

ঝিঁঝিট—তেলেনা।

প্রেম ক'রে পর-সনে,
পাইতেছি এ যাতনা।
প্রাণ-সম ভাবি পরে,—
পর আপন হ'ল না!
না বুঝে মজিলাম পরে,
না ভাবি কি হবে পরে,
এখন্ না জানি পরে—
কতই হ'বে লাঞ্ছনা। ৭৩।

ঝিঁঝিট—তেলেনা।

যতনে যাতনা দিবে,
আগে সখি। জানি না!
যাতনা হবে জানিলে,
যতন করিতাম না।
অযতন ছিল ভাল,
যতন হইল কাল,
ঘটিল কি জঞ্জাল।
গেল প্রাণ—আর রহেনা! —।

ঝিঁঝিট—তেলেনা।

ভাবিয়া ভাবিয়া প্রাণ যায়!—
আর ভাবিব না।
যার ভাবে ভাবি আমি
এ ভাবে সে ভাবে না!
আমি যেমন ভাবি তারে,
সে যদি সে ভাবে ভাবে,
তবে কি অভাব ভাবে!—
ভবে রবে নাহি ভাবনা। ৭৫।

ঝিঁঝিট—তেলেনা।

মান ক'রে এ মান গেল,
আর মান করিব না!
সে যদি না মানে মানে,
সে মানে কি কামনা?
মানী জনে হ'লে মান—
সদা সাধে মানে মান,
নহে মানে অপমান,
কত মান হইত না! ৭৬।

ঝিঁঝিট—তেলেনা।

না বুঝিয়ে ভাল বেসে,—
ভাল ত হইল না!
এমন জানিলে —
পরে ভাল বাসিতাম না।
মজিলাম ভালবেসে,
ভাল হইবার আশে,
নহে ভাল, ভালের দোষে,—
পাই কত যাতনা। ৭৭।

ঝিঁঝিট—তেলেনা।

কেমনে বাঁচে প্রাণ,—
সেই প্রাণ বিহনে।
দেহ মাত্র আছে কেবল,—
তারি বিরহদহনে।
প্রিয়ার পীযূষপানে,—
দরশন পরশনে,—
জীবিত আছে জীবনে,—
জীবনের জীবন বিনে—
বঞ্চিত জীবনে। ৭৮।

ঝিঁঝিট—তেলেনা।

ধৈর্য্য কেমনে মনে,—
বিনে তার হয় ?
প্রাণহীন দেহ যেমন,—
নহে তাহে ফলোদয়!
জীবনের জীবন বিনে,
বিফল এই জীবনে!
আর সাধ নাই জীবনে ;—
বাঞ্ছিত বঞ্চিত হ'য়ে,
প্রাণ আর নাহি রয়! ৭৯।

পিলু—ঠেকা।

সখি! আমি কেমনে ভুলিব তারে,—বলো না!
সে ত নয় মনেরি মত ;
তবু মন মানা মানে না!
সেত গেছে দেশান্তরে,
তবু মন ভাবে তারে,
গিছে আশার আশা করে,—
সহি কত যন্ত্রণা। ৮০।

দেশ—ঠেকা।

মিলন না হ'তে সই!
আগে প্রকাশ হইল!
না হ'তে প্রেম-মিলন,—
গঞ্জনা-আদি ঘটিল!
এক দিন তাহারি সনে,
দেখা নয়নে-নয়নে,
আকিঞ্চন মনে মনে,—
ভুজনারি হ'য়েছিল!
মনোমত ধনে দেখি,—
মনোমত কথা,—সখি!
মনে করি,—বলি বলি—
বিধি সে বাদ সাধিল! ৮১।

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

সে যদি পর, তবে আর—
কে বল আপন ?
মন বাঁধা যারি কাছে,
সে যে প্রাণাধিক ধন!
এত যে, গুরুগঞ্জনা,
ঘরে পরে যে লাঞ্ছনা,
তবু ভাবি সে ভাবনা,—
কিসে হবে রে মিলন! ৮২।

খাম্বাজ—ঠেকা।

সাধের প্রেমেতে বুঝি—
বিষাদ ঘটিল!
না হ'তে প্রেম-মিলন,
বিচ্ছেদ আসি পশিল!
সাধি তারে কত ক'রে,
সে তবু চাহে না ফিরে,
মরমে মরি গুমুরে,—
কি দায় হইল!
গঞ্জনা দেয় ঘরে পরে,
তবু মন যে পাগল! ৮৩।

দেশ-মল্লার—ঠেকা।

তোমারি বিরহ স'য়ে—
বাঁচি যদি দেখা হবে।
হেন মনে জ্ঞান হয়,
যেন প্রাণ নাহি রবে।
কারণ—প্রলয়-জ্ঞান,—
পলকে নিশ্চিত, প্রাণ,
অবশ্য অন্তর হ'লে,
প্রলয় ঘটিবে তবে।
মরি তাহে ক্ষতি নাই,
আমি মাত্র এই চাই,
তুমি সুখে থাক,—মম
শব-দেহে স'ব সবে! ৮৪।

সিন্ধু—মধ্যমান।

কলঙ্কেরি ভয় যে করে,
সে ত প্রেম জানে না!
যে জন করেছে প্রেম,
সে মানে না গুরুগঞ্জনা!
প্রেমেরও নিয়ম আছে,
কলঙ্ক ধায় পিছে পিছে,
লোকভয় তুচ্ছ ক'রে,
মানে না গুরুগঞ্জনা। ৮৫।

ঝিঁঝিট-খাম্বাজ—মধ্যমান।

কিসে তার প্রেমধার শুধিব গো!
শয়নে-স্বপনে হেরি যারে,
কেমনে ভুলিব গো!
সে যত যতন করে, তত কি পারিব তারে?
যে করেছে প্রাণদান,—
কি দিয়ে তুষিব গো! ৮৬।

সিন্ধু-ভৈরবী—ঠেকা।

মন-অভিলাষ যদি মনে নিবারণ হতো!—
অন্তের উপাসনা তবে বল না কে করিত?
করিতে পেরেছি ধ্যান, ওষ্ঠাগত হ'লো রে প্রাণ,
ঘরে পরে অপমান, এ সব যাতনা যেত! ৮৭।

খাম্বাজ—মধ্যমান।

চোখের দেখা এসে দেখে যাব;—
কিন্তু আশা না ছাড়িব।
তোমার এমনি কঠিন প্রাণ,—
কোন্ দিনে অপমান হবো!
মনে ছিল যত আশা, দূরে গেল সে সব আশা,
রহিল প্রেম-পিপাসা,—
যত দিন প্রাণে বাঁচিব! ৮৮।

খাম্বাজ—মধ্যমান।

ভালবাসা ভালই,—ভাল ভাবি মনে।
যা হ'তে যে সুখে থাকে, তাতে বিবাদ করিনে!
কিন্তু কত কিন্তু ক'রে, যাতনা স'ব অন্তরে,
গুমরে থাকিব ম'রে;—
দূরে থেকে তাকে হেরে,—
প্রাণ যে কেমন করে—
গোপনে মিলন-বিনে! ৮৯।

খাম্বাজ—মধ্যমান।

প্রেম-ধন উপজিলে,
প্রাণে যে সকলি সয়!
না বুঝে যে যত বলে!
না মানে লোক নিষেধ,
সদা সাধে মন-সাধ,
ত্যজে প্রাণের অনুরোধ,—
বাধে কি তার জাতিকুলে? ৯০।

খাম্বাজ—মধ্যমান।

প্রাণ যে করে, কারে বলিব (গো)
মন জানে,—সে বিনে কি চির দিন জ্বলিব
প'ড়ে আছি পরবশে,
দুঃখ দেখে লোকে হাসে,
কলঙ্ক প্রকাশে,—
বাঁধা যার প্রেম-ফাঁসে,
কিসে তারে ভুলিব! ৯১।

ঝিঁঝিট-খাম্বাজ—মধ্যমান।

বল দেখি! সে কি ভুলিয়ে র'বে, আমারে!
তার বিরহ-যাতনা, আর কত স'ব অন্তরে।
তার কাছে মন-আঁখি, শুধু প্রাণ ল'য়ে থাকি
কিসে প্রাণ রাখি,—
যদি দেখা না দিবে আমারে! ৯২।

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

মনে মনে মনেরে বুঝাইয়ে;—
প্রাণের আশা মনে রেখে,
থাকিব আর কত স'য়ে!
প্রতিবাদী চারি দিকে,
বাধা দেয় প্রেম-সুখে,
পুড়ে ম'লাম,
পরের অধীন হ'য়ে;—
আমারও মনেরি সাধ,—
পূরাব কি ম'রে গিয়ে? ৯৩।

খাম্বাজ—মধ্যমান।

প্রেম গেলে হাস্‌বে লোকে!
এই বড় মনেতে খেদ;—
কথায় কথায়, ছুতো-নতায়,
ক'র না আত্মবিচ্ছেদ।
আগে ছিলে রসহীন,
আমি ত শিখা'লাম প্রেম,
এখনো হইল রে প্রাণ!—
চণ্ডালে পড়ান বেদ! ৯৪।

খাম্বাজ—মধ্যমান।

বিরহ-বেদনা সুধায়ো না!
আমার যে কত দুঃখ, কহিলে ফুরায় না।
তাপিত চিত কত-মত,—
নাহি হয় বিপরীত,
মনানলে সতত,
দহিছে,—জুড়ায় না! ৯৫।

সিন্ধু ভৈরবী—ঠেকা

উভয়ে প্রকাশ নহে,
মনে মনে মনোসাধ!
কে আগে সাধিবে রে প্রাণ!—
হয়েছে প্রমাদ।
নয়নেরি লাজ অতি,
হৃদয় আকুল,—
স্বজনে ত্যজিতে নারে,—
মান-অনুরোধ! ৯৬।

সিন্ধু-খাম্বাজ—ঠেকা।

সখি! সে কি তা জানে!
আমি যে কাতর অতি—
তাহারি বিরহ-বাণে।
নয়নেরি বারি, নয়নে নিবারি,
পাশরিতে নারি, সেই জনে;—
দেহে মাত্র আছে প্রাণ,—
তাহারি ধ্যানে। ৯৭।

সিন্ধু-ভৈরবী—ঠেকা।

তোমার বিচ্ছেদে যদি,
বিয়োগ না হ'ল প্রাণ!
ইথে বোধ হয় বুঝি,
ছিল ভিন্নতা-বিধান।
অভেদ-আত্মা দেহ-ভেদ,
ছিল না কোন প্রভেদ,
তবে কেন এ বিচ্ছেদ,
বেদনা নহে নিবারণ! ৯৮।

খাম্বাজ—ঠেকা।

কি করে লোকেরি কথায়!—
সে যে আমার প্রাণধন,
মন যারে চায়।
উপজিলে প্রেম-নিধি,
নিষেধ না মানে বিধি,
মন-প্রাণ নিরবধি,
তারি গুণ গায়। ৯৯।

খাম্বাজ—ঠেকা।

পরে বুঝিবে কেমনে?
যে পেয়েছে প্রেমধন,
মনে মনে সে জানে।
স্বভাবে অভাব হ'য়ে,
বিধি-নিষেধ ত্যজিয়ে,
সদা মনে সুখী র'য়ে,
বাধে কি তার কুলমানে? ১০০।

মুলতান—তিওট।

প্রেম করিবে,—মরিবে কেঁদে;—
রবে বিষাদে,—সাধে অ-বাদে
বিবাদেরি যাতনা।
আপন ভাবিয়ে পরেতে হ'বে পর,
মনান্তর হবে পরে, পর হবে স্বতন্তর!
ভাবিলে নিরন্তর, পাবে না তার অন্তর,
অন্তরে থেকে দেখা দিবে না। ১০১।

সিন্ধুভৈরবী—ঠেকা।

ভালবাস ভালবাসি;—
লোকে মন্দ বলে তা'তে।
কাহারও নই প্রতিবাদী,
তবু কেন গিছে তাতে!
কি নৃপতি কি দীন,
সবে দেখি প্রেমাধীন,
কেউ ছাড়া নয় কোন দিন,—
ভেবে দেখ যাতে তাতে! ১০২।

সিন্ধু—মধ্যমান ঠেকা।

তবু কেন প্রাণ তারে চায় ?
ফেলিয়ে প্রণয়-ফাঁদে,
পরে না বাঁচায়!
সেধেছি চরণে ধ'রে,
বেঁধেছি যুগল করে,
যে কোন কৌশল ক'রে—
ফিরে যে না চায়! ১০৩।

সিন্ধু—মধ্যমান-ঠেকা।

তুমি যে আমারো ;—
আমি বাঁধা আছি তোমার গুণে।
কিঞ্চিৎ বিষণ্ণ নহি,—
পরের কটু কথা শুনে।
সলিলে ডুবাও যদি, সলিলেতে র'ব ;
তুমি যাতে ভাল থাক, প্রাণে সব স'ব ;
তুমি যদি সুখে থাক,—
পুড়িতে পারি আগুনে! ১০৪।

মূলতান—ঠেকা।

বারে বারে বারণ করি,—
পরে প্রণয় করিতে।
মনোচ্ছুথে বক্ষ ভাঙ্গে,
পরেরি বিরহ সহিতে!
মিলন-অঙ্কুশ বিনে,
উপায় কিছু পাবিনে,—
আমি ত পরে ভাবিনে,—
সলিলে ডুবে মরিতে! ১০৫।

মূলতান—ঠেকা।

যার লাগি এত জ্বালা,—
নিয়ত অন্তরে স'ই।
সে কেন আমারে ভুলে,—
অনেক অন্তরে,—সই ?
যার জন্যে কুল-মান,
ভাবি তৃণপরিমাণ,
সে না ভাবিলে সমান,
বলো, কেমনে অন্তরে স'ই! ১০৬।

মূলতান—ঠেকা।

প্রেম-ধন করিতে পারি,—
সঞ্চিত সে নাহি রয়।
বিরহ-তস্করে করে,—
নিরন্তর অপচয়।
পরে ভাল ভালবাসি,
পর-সুখ-অভিলাষী,
আমি যার হ'লাম দাসী,—
সে যে আমার দাস নয়! ১০৭!

ঝিঁঝিট—ঠেকা।

প্রেম করা ভাল,—
কিন্তু করিতে পারিলে হয়।
পর সনে প্রেম করা,
চিরকাল নাহি রয়!
পরে প্রেম ক'রে পরে,
কোথা থাকে পরস্পরে ?
বিচ্ছেদ হইলে পরে,
পরাণে নিয়ত ভয়!
আপনাতে ক'র প্রেম,
কখনো হবে না ভ্রম,
বিচ্ছেদেরও উপক্রম,
মনেও বিভ্রম ;—
হবে নিজে নির্ব্বিকার,
যাতনা পাবে না আর,
প্রণয়েরি এই সার,—
বিরহে না হয় ক্ষয়! ১০৮।

সিন্ধু-খাম্বাজ—মধ্যমান।

বিচ্ছেদ না থাকিলে,—
প্রেমে কি যতন হ'ত ?
দুখসম্ভাবনা-হেতু,
সুখেরও আদর এত!
উভয়েরি বাদী উভয়ে,
পরস্পরে ভয়ে—ভয়ে,—
কত সুখোদয়,—স-ভয়ে—
সাধন যেমন,—
অভয়ে না হয় তত! ১০৯।

ঝিঁঝিট—ঠেকা।

লোকে কেন না বুঝিয়ে।—
কোথা করে প্রেম ?
কেবল সে কর্ম্মভোগ,
সার'হয় পরিশ্রম !
পরের সঙ্গে কাড়াকাড়ি,
না জানিয়ে প্রেমের বাড়ী,
কিবা যুব, কিবা ধাড়ী,
সকলেরই ভ্রম !
পরে হ'য়ে প্রণয়ে বঞ্চিত,
হইতে হয় বঞ্চিত!
যা থাকে কিছু সঞ্চিত,
ক্রমে পায় উপশম !
যত দেখ সবাই ছাত্র,
কেহ নহে প্রেমেব পাত্র,
আভাসে সরম মাত্র,
কুত্র অতিক্রম ?
নিয়ত আছে নিকটে,
ভালবাসে অকপটে,
এই প্রেম-সিন্ধু-তটে,
কেন না ভ্রমে প্রথম ?
প্রেম-বিদ্যা পড়াইতে,
প্রেম-গাছে চড়াইতে,
সুখের রঙ্গ ছড়াইতে
যার এই উপক্রম। ১১০।

ভৈরবী—ঠেকা।

সদা হরিষে বিষাদ !
তাহা ত ঘটে না,—
ঘটে হরিষে বিষাদ।
সুখ-হার পরিবার,
প্রতিবাদী পরিবার,—
এ যন্ত্রণা অনিবার,
বিনা-হরিষে,—বিষাদ।
অনুকূল—হ'য়ে হরি,—
মন যদি যন্ত্রণা হরি,
তবে সুখেতে বিহরি,—
পরিহরি সে বিষাদ ! ১১১।

ঝিঁঝিট—ঠেকা।

তোমায় সঁপেছি চিত !
তাবত তোমারি রব,—
যাবত জীবিত !
ক'রে কত আকিঞ্চন,
ঘটেছে তব মিলন,
যত যতনেবি তুমি,
জান ত তুমি ত ! ১১২।

ঝিঁঝিট—ঠেকা।

কেন প্রাণ ! এত অপমান ?
সুধামুখী ! সুধাদানে—
ফিরালে বিধুবয়ান !
সুধাকর,—চকোরে
যদিও বঞ্চনা করে,
কেমনে সে প্রাণ ধরে !
বল তার কি সন্ধান ?
চকোর,—চন্দ্র-আশ্রিত,
অলি যে,—নলিনীগত,
ঘনে চাতকী নিশ্চিত,
তুষিতে করে জল-দান !
এ তনু তদনুগত, তদগুণপরিমিত,
বিতবিয়ে কথামৃত,—বাঁচাও প্রাণ ! রাখো মান।১১৩

সিন্ধু-ভৈরবী—ঠেকা।

কে তোরে শিখায়েছে, বল !
এ প্রেম-ছলনা ?
যে তোমারে শিখায়েছে,—
সে বুঝি প্রেম জানে না !
পরের মন নিতে জানো,
দিতে বুঝি নাহি জানো,
এমন ক'রে কত জনার,—
বধেছ প্রাণ,—বলো না। ১১৪।

বেহাগ—একতালা ।

আমার আমার আর ব'লো না !
আমি তার,—সে আমার,—
সে তা জেনেও জানে না ?
সে যদি আমার হ'ত,
আসিয়া তুষিত কত,
বিরহ—যন্ত্রণা এত,—
সহিত না সহিত না ! ১১৫ ।

খাম্বাজ—ঠেকা ।

তাবে মনে হ'লে আব কিছু মনে থাকে না ।
সজল নয়ন হ'য়ে, অন্য রূপ আর হেরে না !
একেত মন-অবোধ, প্রাণে না মানে প্রবোধ !
কুল মানের অনুবোধ,—
কোন মতে রাখে না ॥ ১১৬ ।

সিন্ধু ভৈরবী—ঠেকা ।

মনের মানস যদি, সফল নাহিক হয় ।
কি ফল এ প্রাণে তবে, য়য় কিম্বা নাহি রয় ।
যত সাধ ছিল মনে, সব রহিল গোপনে,—
গোপনে তাপ জীবনে, জীবন শীতল নয় ॥
বিষম যদ্যপি কই, কৈ জলে স্নিগ্ধ হই,
হই দগ্ধ প্রাণাগুনে,—আগুনে নীরস রয় ।১১৭

খাম্বাজ—মধ্যমান ।

যতন করিতে তারে, বাকি কি রেখেছি আমি !
আপন করম দোষে, সে হলো কুপথগামী !
সে জনে যে প্রয়োজন, সেই জানে আপন,
আর জানেন সেই জন, যে জন অন্তরযামী ।১১৮

সিন্ধু খাম্বাজ—মধ্যমান ।

মনে কত সাধ করে রে,—লোক ভয়ে গৃহে থাকি !
সরমে মরমে মরিরে !
আশা-ডোরে মন বান্ধি, ভেবে মরি নিরবধি,
যার লাগি সদা সাধ করে রে ;—
যদি দিন দেন বিধি সকলি বলিব তারে ।১১৯

ভৈরবী—ঠেকা ।

নয়নেরই দোষ' কেন,—নয়নেরই দোষ' কেন !
আঁখি কি মজাতে পারে, না হ'লে মন-মিলন ॥
আঁখি কত জনে হেরে, সকলে কি মনে ধরে ;
মন-যারে মনে করে,
সেই হয় মনোরঞ্জন ॥১২০ ।

বেহাগ—ঠেকা ।

ভাল বাসি ব'লে,—কিরে—
আসিতে ভাল বাস না !
আপন করম-দোষে,
না পূরিল কামনা ।
সতত আমার মন,—
তব রূপ—করে ধ্যান ;
অধীনে রেখেছ কেবল,—
ভাবিতে তব ভাবনা ! ১২১ ।

শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক।

ইমন—তেলেনা।

বারে বারে তুমি কত জ্বালাইবে আর!—
বারে বারে,—গুণমণি!
আমি জানি,—যেমন মন্ তোমারি!—
রাধারে করিলে মিছে কলঙ্কিনী!
বাজাও মুরলী,—
বার্-বার্ শুনাও ত শুনি বেণু,—
বাখানিবে মতি,—তোমারি নটবর!
এখন এলে হে,—শ্যাম!
মজাইতে কুল-কামিনী! ১২২।

ঝিঁঝিট—আড়া।

নটবরে হেরে আমার মন্ ভুলিল গো!
প্রাণ্ যে কেমন্ করে,—কি দশা ঘটিল গো!
যত ছিল মনে আশা,—
কাল-রূপে ভাল বাসা!—মনে রহিল
—অকলঙ্ক কুলে বুঝি,—কলঙ্ক ঘটিল গো! ১২৩।

খাম্বাজ—মধ্যমান।

আর গৃহে কি হবে, সখি! বল—বল!
শ্রবণ-নয়ন-মন-জীবন চঞ্চল!
বিস্তারিয়ে প্রেম-ফাঁসি,—
বরষিয়ে সুধা-রাশি,—
মনোচোরের মোহন-বাঁশী,—
ঐ বাজিল! (ওগো সখি!)
সকলে আকুল হ'য়ে,—দুকুল ত্যজিল!
রবে মাতিল শ্রবণ,—দূরে ল'য়ে গেল মন,—
মন্ যে কেমন হ'য়ে গেল! (ওগো সখি!)
এখন দেখিতে তারে,—নয়ন পাগল! ১২৪।

খাম্বাজ—মধ্যমান।

কাল-ই কালি দিব কুলে!
এ মোহন মুরলীরবে,—
কে আর র'বে গোকুলে!
পরাণেরি পরিমাণ,—
নহে কিছু কুল-মান!
মন,—মানা না মানে!
মজিল গোকুলে! (ওগো সখি!)
কবে কুলাবেন কালী;—
কালাচাঁদের অনুকূলে! ১২৫।

ঝিঁঝিট—আড়া।

কোন্ কামিনীর সহবাসে,—
যামিনী পোহাইলে!
সারা-নিশি ত সুখে ছিলে!
নয়ন অরুণ,—অর্দ্ধউন্মীলন!—
অলসে অবশ অঙ্গ!
পড়িতেছ ট'লে ট'লে!
না জানি কেমন মেয়ে!
তার কি কঠিন হিয়ে!
পরেরি পরাণ পেয়ে,—
নিশি জাগালে!
নব-অনুরাগে,—সারা-নিশি জেগে,—
পীযূষ-পানেতে যেন,—
পড়িতেছ ঢ'লে ঢ'লে! ১২৬।

ঝিঁঝিট—আড়া।

কালার বাঁশীর রবে,—
কুল-মান গেল—গেল!
কি ক্ষণে হেরিলাম কালো!—
কালো আমার কাল্ হ'লো!
মনে করি ভাবিব না!—
কালো রূপ আর হেব্‌ব না!
মন্ যে মানা মানে না!—
কি করি গো সহচরি!
এ যে বড় বিষম দায়!—
কুল রাখা হ'লো দায়!
বাঁশীতে ঘটালে দায়!
মন,—বনবাসী হ'লো!
না হেরে সে নটবরে!—
প্রাণ যে, কেমন করে!
গঞ্জনা দেয় ঘরে-পরে!—
তবু মন্ ভাবে কালো! ১২৭।

খাম্বাজ—ঠেকা।

তা'র কি বরণ কালো?—
অতি সুকোমল,—নিরমল শ্যামল!
কি ক্ষণে যমুনায় এলাম!
অপরূপ কি হেরিলাম!
দেখিলাম যে,—যমুনারি—
দু-কুল ক'রেছে আলো! ১২৮।

ঝিঁঝিট—মধ্যমান-ঠেকা।

বাজিছে,—বৃন্দাবনের বনে,—
কোন জন নাহি জানে,—
কুল-রমণীর মন্ বাঁধে মধুর তানে!—
কি সন্ধানে,—কি সাধনেরি সাধনে!—
বনের মাঝে প্রকাশিল!
হৃদে এসে প্রবেশিল!
অকস্মাৎ একি হ'লো!
উদাস করিল প্রাণে! ১২৯।

মূলতান—ঠেকা।

লাগিল নয়নে,—কি ক্ষণে!
নবীন-কিশোর,—সুন্দর,—
ঐ সই! যমুনা-পুলিনে!
আর ত গৃহে যাওয়া হ'ল না!
বুঝি রহে না,—কুল-মান!—মুরলী শুনে—
চলিতে চরণ বাধে চরণে! ১৩০।

ঝিঁঝিট—ঠেকা।

অপরূপ দেখ ললিতে!
নব-যোগীর বেশে কে গো! এসে ছলিতে!
বাঘাম্বর,—শিরে ধ'রে,
সদা রাধার নাম করে,
হেন মনে অভিলাষ,—যোগিনী হ'তে!
ভস্মাঙ্গে ভুজঙ্গ-হার!
শিরে শোভে জটা-ভার!
হেরি,—কুঞ্জের দ্বারে ব'সে,—
নারি চিনিতে! ১৩১।

খাম্বাজ—মধ্যমান।

কি অপরূপ হেরিলাম,—যমুনারি কূলে!
র'য়েছে রাখালের বেশে,—তবু নিরুপম বলে!
ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিম বাঁকা,—তবু মনোরম!
কালো অঙ্গ ধরে,তবু,—আলো করে ভূমণ্ডলে!
কিশোর বয়স, তবু,—যুবতীমোহন!
ধূলা-মাখা-অঙ্গ,—তবু, বিচিত্র ভূষণ!
স্বভাবে র'য়েছে,—তবু,—দাঁড়ায়েছে বামে হেলে!
ব্রজের রাখাল, তবু,—অন্য দেশের নয়;
বারে বারে হেরিলে, তবু, নূতন বোধ হয়!
মদন মোহন,—তবু, সহজে অবলা ভোলে!১৩২

সিন্ধু—মধ্যমান।

মনে করি ভাবিব না,—সেই শঠ নটবরে!
বারেক না হেরিলে পরে, অস্থির করে অন্তরে!
ক্ষণেক যদি নাহি হেরি,
গৃহ কাজ পরিহরি,
গঞ্জনাতে প্রাণে মরি!
তবু মন ভাবে তারে! ১৩৩।

খট্ — যৎ।

বাঁশী কি বিষম যন্ত্র!
ধ্বনি যার মহা-মন্ত্র,—
স্বতন্ত্র করে কেবল জাতি-কুলে!
কাটিতে কুলেরি বাঁধ,
মন,—বাদী,—পেতে ফাঁদ!
কালাচাঁদ বাঁশী কোথা পেলে!
শত্রু ছিল,—কে কোন্ স্থানে,—
মজাতে অবলা-গণে,—
কুল-মজানে বাঁশী এনে,—
মনোচোরের করে দিলে!
একে কালোরূপ হেরে,—
র'য়েছি মরমে ম'রে!—
মনে করি থাকি তারে ভুলে!
মজাতে অবলা-গণে,—
কালা,—কত ছলা জানে,
মোহন-বাঁশী,—মধুর গানে,—
দ্বিগুণ আগুণ জ্বালাইলে! ১৩৪।

বেহাগ—ঠেকা।

হরি হে! কোথা লুকালে?
দারুণ যামিনী!—কামিনী একাকিনী ফেলে!
তোমার বাঁশীর রব,—
না শুনে কেমনে র'ব!
লাভ মাত্র,—জনরব হ'লো গোকুলে!
পতিপুত্র পরিহরি,—
শরণ ল'য়েছি, হরি!
কাননেতে প্রাণে মরি!
এই করিলে? ১৩৫।

ঝিঁঝিট—আড়া।

কি হেরিলাম রূপ!
আহা মরি! কিবা শোভা—
হয়েছে কদম্ব-মূলে!
দাঁড়ায়ে ত্রিভঙ্গ ভাবে!
ঐ রূপ,—মন্ সদাই ভাবে;
মন্ মজিল কালার ভাবে,
জলাঞ্জলি দিয়ে কুলে! ১৩৬।

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

বেঁচে আছে সেই কিশোরী!
(ওহে ও শ্যাম!)
আজি মথুরায় এসেছ,—হরি!—
যারি প্রাণ হরি!
দিবা নিশি প্রাণ পণে,
যে রাধারি আরাধনে,
বৃন্দাবনের বনে-বনে,—
বাজাতে বাঁশরী!
প্রেমে অভিষেক ক'রে,
সিংহাসনে রেখে যারে,
আপনি ছিলে হে! দ্বারে,—
হ'য়ে প্রহরী!
ভেসে দু'টী নয়ন-জলে,
প'ড়ে যার পদতলে;—
যোগি-বেশে সেজেছিলে,—
যারি মানে ভিখারী! ১৩৭।

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

ব'লো ব'লো,—উদ্ধব! তা'রে,—
সেই তা'রে!
(তার) এত সাধের বৃন্দাবন,—
দিয়ে গেছে কা'রে!
প্রলয়েরি বরিষণে,—
রেখেছিল বৃন্দাবনে;
অবহেলে গিরিবর সে—
করে ধরেছিল!
এখন্ তার বিরহানলে,—
সকলেতে পুড়ে মরে! ১৩৮।

ভৈরবী—মধ্যমান।

কে রে বাজালে বাঁশী!—নিবিড় কাননে!
এমন মধুর রব,—কর্ণে কভু শুনিনে!
ধ্বনি,—কর্ণে প্রবেশিয়ে,
মনের সঙ্গে ঐক্য হ'য়ে,—
আন্‌তে গেছে তারে ল'য়ে,
যন্ত্রী আছে যেখানে! ১৩৯।

ভৈরবী—মধ্যমান।

কে রে! বাজালে বাঁশী,—
কুল নাশিতে!
অলসে কলস ল'য়ে,—
নাহি পারি চলিতে!
গৃহ-কাজ পরিহরি,—
মন ধায় যথা হরি;
অন্তরে গুমুরে মরি!
গৃহে নারি থাকিতে! ১৪০।

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

কেন বাজো রে,—শ্যামের বাঁশি!
ও-বাঁশী শুনিতে সদা ভাল-বাসি!
তোমার মধুর রবে,—
হয়েছি উদাসের দাসী!
সতত অন্তরে বাজো!
আসিয়ে অন্তরে বাজো!
ত্যেজে গৃহ-কাজ-লাজ,—
পরেছি প্রেমের ফাঁসী। ১৪১।

দেশ-মল্লার—ঠেকা।

কি অপরূপ হেরিলাম!—যমুনার তটে।
যে রূপ হেরেছি পটে,—
সে-ই বংশী-বটে বটে!
মন হইল ব্যাকুল,
বুঝি না রহে গো!—কুল!
আশু সদুপায় বলো!—
যেমনে ঘটে,—না রটে! ১৪২।

বাহার—একতালা।

এ সখি!—ও কে বটে!
তপন-তনয়ার তট-নিকটে!
কদম্ব কাননে,—শুনিলাম শ্রবণে,—
'জয় রাধা! শ্রীরাধা'—নাম রটে।
(উহার) বিপুল নয়নে মন্মথ-বাণ,—
কটাক্ষে নিক্ষেপ করয়ে সন্ধান!
মোহন মুরতি,—হেরিয়ে যুবতী,—
প্রবেশিল হৃদি-মন-মঠে! ১৪৩।

খাম্বাজ—মধ্যমান।

অপরূপ রূপ!—কি কালো রূপ!
উপমা—ছাড়া।
মদনের তুলনা দিতে প্রাণে ব্যথা পাই!
হর-কোপানলে পুড়ে,—যে, হয়েছে ছাই!
ত্রিভঙ্গেরি প্রতি অঙ্গ,—
র'য়েছে অনঙ্গে বেড়া!
সে রূপের তুলনা কি শশধরে হয়?
যে শশী,—সকল দিনে সমান না রয়!
সকল পক্ষে,—সম ভাবে,—
কালা চাঁদের আলো বাড়া! ১৪৪।

খাম্বাজ—মধ্যমান-ঠেকা।

সেই কালরূপ সদা পড়ে মনে!
ভুলিতে যতন করি,—
ভুলিতে না পারি প্রাণে,
দেশেতে হয়েছি দোষী, প্রতিবাদী প্রতিবাসী,
তবু কালো ভালবাসি, অভিলাষী নিশি দিনে!
ভাবি অন্য মনে থাকি, গৃহ-কাজে মন রাখি!
কিছুতে যে হই না সুখী,—উপায় দেখিনে,
যার লাগি এত জ্বালা!—সে রূপ হলো জপ-মালা,
কি গুণ করেছে কালা!—হেলা হ'লো কুল-মানে।
১৪৫।

খাম্বাজ—আড়াঠেকা।

নিশি গেল!—
কালো-শশী কোথা হ'লো সমুদিত!
দুঃখেতে রহিল মন,—
কুমুদী হ'লো মুদিত!
আপন শীতল করে,—
সকলে শীতল করে;
সুধা-মাখা নাম ধরে,—
জগতে বিদিত।
কি দোষের উদ্দেশে,—
আমার এ দেশে হ'লো বঞ্চিত!
শশধর না—আসাতে,—
চারি দিক,—কু-আশাতে,—
দারুণ অন্ধকার-দশাতে—
হ'লো ব্যাপিত!
শেষে মজিলাম বুঝি!—
না বুঝিয়ে হিতাহিত! ১৪৬।

বেহাগ—ঠেকা।

সখি! করি কি উপায়?
বাজায়ে মোহন-বাঁশী,—
শ্যাম ঘটালে কি দায়?
একে ত ঘোর যামিনী,
তাহে সব কুল-কামিনী;—
লোক-ভয়ে মনে মানি,
না দেখি উপায়!
চল সখি! সবে মেলি,
যথা আছেন বনমালী,
বাজায় মোহন মুরলী,—
নন্দেরই তনয়;—
গৃহ-কাজ পরিহরি,
মন ধায় যথা হরি,—
লাজ ভয় তুচ্ছ করি,
যথা শ্যাম রায়!
কত গুণ জানে বাঁশী,
সবে করে বনবাসী,
কোথা আছ, কাল-শশি!
দেখা দেও একবার!
আমরা গোপের নারী,
আর যে চলিতে নারি,
উহু মরি! প্রাণে মরি!
দেখা দিয়ে হও হে সদয়! ১৪৭।

বেহাগ—একতালা।

সখি! আমায় ধর ধর!
উরু-নিতম্ব হৃদি-পয়োধর-ভারে,—
ভূমেতে ঢলিয়া পড়ি!
ছিলাম অন্য মনে, বেণু-রব শুনে,—
কেন বা ধাইয়ে আইলাম কাননে!
উহু মরি মরি!—বাজিছে চরণে,—
নব নব কুশাঙ্কুর!
ঘোরা তিমিরা রজনী, সজনি!
কোথায় না জানি শ্যাম-গুণমণি!
পৃষ্ঠে দুলিছে লম্বিত বেণী,—
কাল্ হইল মোর;—
চাতকিনী যেমন ধায় বারি-পানে,
তেমতি আমি ফিরি বনে বনে,
নব জল-ধরে না হেরে নয়নে,—
প্রাণ হ'তেছে অস্থির!
মদন তাড়ন করে ঘন ঘন,
তাহে চমকিত চরণ জঘন,
খসিয়া প'ড়িছে কটির বসন,—
শ্যাম-প্রেম-ভরে;—
যৌবন-মদ,—নারীর বিপদ;—
প্রেমের পুলকে হ'য়ে গদগদ;
ইহারি কারণে নাহি চলে পদ,—
গতি হইল মন্থর! ১৪৮।

খাম্বাজ—মধ্যমান।

রবে কি না রবে কুল-বালা!
(ও প্রাণ সখি!)
জনরব হ'ল সব,—
কেমনে কে সবে জ্বালা?
শুনিয়া বাঁশীর রব,
বদনে না সরে রব।
কেমনে গৃহেতে রব,—
কুল-মানে ক'রে হেলা! ১৪৯।

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

কালোরূপ কাল হ'ল!
অবশ ইন্দ্রিয়গণ,—
আমি কি করিব বল?
এ আরও কেমনে স'বে,
মম আশা ছাড় সবে,
দেখাইয়ে কেশবে,—
ব'লো,—বিরহেতে ম'ল! ১৫০।

সিন্ধু খাম্বাজ—মধ্যমান।

ওগো! আমি সাধে কি কালো ভালবাসি?
ভাবের ভাবে কালো রূপে,—
মন ভাবে দিবা নিশি!
মন দিয়ে কালাচাঁদে,
পড়েছি তার প্রেম-ফাঁদে,
যে অবধি শুনেছি তার বাঁশী;—
কালা আমার জাতি-কুলে,—
করেছে উদাসী। ১৫১।

মুলতান—ঠেকা।

আজ কেন যমুনায় গেলাম!
(জল ভরিবারে)
(আমি কারো কথা না শুনিলাম!)
অসিত-বরণ বরণ-ভাতি,
নব-ঘন ঘন ঘোষণা-জ্যোতি ;
যিনি রতি-পতি রূপ-লাবণ্য, অবয়ব ভিন্ন ;
ইন্দু-বদনে ঈষৎ হাস্য,—
আমা পানে চাহি জলদ-আস্য,—
হেরে হরিল জ্ঞান, কি নয়ন-বাণ!
আমি দেখে এলাম!
বিনতা-তনয় জিনিয়া ঘ্রাণ, যন্ত্রেতে মরি,—
দিতেছে তান!
বুঝি গেল রে শ্রীরাধার প্রাণ,—
গেল গেল গেল, নিলে নিলে নিলে,—
ভুলালে ভুলালে!—
ধরম-করম-সরম-সহিত জ্ঞান,—
কি নয়ন-বাণ!
আমি দেখে এলাম॥ ১৫২।

ঝিঁঝিট—ঠেকা।

সাধের বন,—বৃন্দাবন,—
ভুলিতে কি পারি আর!
জন্মের মত বিকায়েছি,—
চরণে—রাধার।
রাই আমার শরতের শশী,
তাইতে রাইকে ভালবাসি,
হৃদ্-কমলে দিবানিশি —
জাগিছে আমার। ১৫৩।

সিন্ধুভৈরবী—ঠেকা।

আমি ত ভুলিতে চাই, গো!
ভোলে না যে পাপ মনে!
ঘুমালে স্বপনে দেখি,—
শ্যাম যেন নয়ন-কোণে!
জাগিলে দ্বিগুণ জ্বালা,
সেইরূপ জপ-মালা,
কি গুণ ক'রেছে কালা,
হেলা—হ'ল কুল-মানে। ১৫৪

ঝিঁঝিট—খাম্বাজ।

সাধে কি তারে ভাল বাসি! (ও গো আমি)
বারেক শুনিলে বাঁশী,
মন হয় বনবাসী।
এত যে গুরু-গঞ্জনা,
তাহে ত প্রাণ বাঁচে না,—
ঘরে পরে যে লাঞ্ছনা,—
কহিয়ে জানাব কায় ;—
লোক-ভয় তুচ্ছ করি,—
সদা মন্ ভাবে হরি,
গৃহ-কাজ পরিহরি,—
হেরি সে কাল-শশী॥ ১৫৫।

বেহাগ—ঠেকা।

হরি! তোমার একি ব্যবহার?
বারেক করিয়া দয়া লুকালে আবার।
একে ত ঘোর রজনী, তাহে কুলের রমণী,
লোক-ভয় মনে গণি,—
দেখা দাও একবার।
ভেবে আইলাম যে ভাব, সে ভাবে হইল অভাব,
কুটিলেরই এই ভাব, জানিলাম এখন।
করিয়ে মুরলীর ধ্বনি, মজায়ে কুলরমণী,—
ওহে হরি গুণ-মণি!
এখন, দেখা দিয়া করহে নিস্তার।১৫৬।

শ্যামা-বিষয়ক।

ভৈরবী—ঠেকা।

ভাবনা কেন মন ?
ভাব না কেন ভবে ভৈরবী ভরসা,
প্রভাত সময় হ'লো!
অখণ্ড-মণ্ডল-দ্বিজে,
ব্রহ্ম-রন্ধ্র-সরসিজে,
যত চরাচরমাঝে
গুরুরূপে করে আলো!
ত্রিকোণ-মঞ্চ-আকার,
তাহে পঞ্চ-গুণাকর,
সেই যন্ত্র সারাৎসার,
আধার-মূল প্রফুল্ল রক্ত কমলে।
এত ক'রে অষ্ট দলে,
ভূপুরের দ্বার-মূলে,
দাস হ'য়ে থাকা ভাল।
ত্রি-পুর-রিপুর পরে,
কর্পূর-কর্ণ-মন্দিরে,
বামা কেরে বিহরে, রে!
শোভিছে ভাল!
ইন্দু-বিন্দু শোভে শিরে,
বীজ-রূপে সৃষ্টি করে,
মন! ভ্রমে ভুল না রে!—
মুখে সদা কালী বল। ১৫৭।

ভৈরবী—মধ্যমান।

মাঝে কেরে! কালোপরে,—কার কামিনী!
াকাল-রূপিণী!
াকিনী,—গভীর-নিনাদিনী!
-শির-হার,—গলে দোলে,—
কিবা ও বামার,—
মুক্তা কি শোভার,—
জিহ্বা সুবিস্তার, কিবা দেখ আর,—
নাহিক নিস্তার, ধর গো বামার—
পদদুখানি! ১৫৮।

ইমন—ঠেকা।

কেরে নবঘন শ্যামা,
হর-উপরে নাচিছে।
আহা মরি! কিবা শোভা,
আধ শশী ভালে শোভিছে।
দিগম্বরী মুক্তকেশী,
বাম করে ধরে অসি,
মুখে অট্ট অট্ট হাসি,
দনুজ-দলে নাশিছে।
কে গো, বরদা অভয়প্রদা,
দনুজদলনী সদা,
সদাশিব মনোলোভা,
কে গো নিত্যানন্দময়ী,—
লম্বোদরী গিরিসুতা,
অভয়ে অপরাজিতা,
নরমুণ্ড গলে শোভিছে। ১৫৯।

ঝিঁঝিট—ঠেকা।

কালো-রূপ ভুলিতে না পারি!
আমরি! সুন্দর রূপের বালাই ল'য়ে মরি!
যখন যোগে নিদ্রা যাই,
শ্যামারে দেখিতে পাই!
শবোপরে নাচে রামা,—
হ'য়ে দিগম্বরী!
সুশাণ কৃপাণ করে,
ধরা টলে পদ ভরে!
নর-মুণ্ড শোভে গলে,—
মুক্তকেশী দিগম্বরী! ১৬০।

গৌরী-বিষয়ক।

আলেয়া—আড়াঠেকা।

কৈলাস-বৃত্তান্ত কিছু শুনগো! মেনকা রাণি!
যে রূপে যেরূপে আছে তোমার নন্দিনী॥
শিব সদা শ্মশানে থাকে,
সংসার কিছু না দেখে,
সকল সংসার রাখে,—
উমা একাকিনী।
কেহ দুর্গমে পড়িয়ে,
ডাকে দুর্গা দুর্গা ব'লে,
উমারে কহে কাঁদিয়ে,—
রাখ জননি!
অশেষ পশু মাঝারে,
তোমার উমা বাস করে,
শ্রীধর ভাবে অন্তরে—
মহেশ-মোহিনী॥ ১৬১।

দেশ-মল্লার—ঠেকা।

কৈলাস-সংবাদ শুনে,—
মরি হে পরাণে!
কি কর হে গিরিরাজ!
যাও যাও এস জেনে।
রাখিতে সব সংসার,
উমার প্রতি দিয়ে ভার,
সার্ ক'রে যোগাচার,—
শিব নাকি থাকে শ্মশানে!
যোগাচারী হেরে হরে,
সকলেতে যোগ ক'রে,
শিবের বৈভব ত্যজে,—
চ'লে গেছে স্থানে স্থানে!
শশী,—গগন-মণ্ডলে,
সুরধুনী ধরাতলে,
ফণিগণ গেছে পাতালে,
অনল নিবিড় বনে!
শিবের স্বভাব দেখিয়ে,
ভেবে-ভেবে কালি হ'য়ে
উমা আমার রাজার মেয়ে,
পাগলিনী অভিমানে!
সে যে নিদারুণ সাজ!
রণ করে, ত্যজে লাজ!
সমূহ দনুজ মাঝে,—
উন্মত্তা সুধাপানে! ১৬২।

আলেয়া—ঠেকা।

যাও গিরি! আনিবারে—
আমারো সেই প্রাণ-ধনে।
না হেরে সে উমা-শশী,
অস্থির হতেছি প্রাণে।
শিবের যত বৈভব,
ভূষণ কেবল উরগ,
শুনিয়াছি সেই ভব,
সদা থাকেন শ্মশানে।
পতির দেখিয়ে ভূষণ,
ত্যজিয়ে স্বর্ণ-ভূষণ,
পরিয়ে কাষায় বসন,
ভিখারিণী অভিমানে! ১৬৩।

দেশ-মল্লার—ঠেকা।

সংসারেরি কর্ত্রী আমার প্রাণের কুমারী,—
সকলে বলে হে গিরি!
নির্গুণ জামাতা,—সদা সদাশিব শ্মশান-চারী।
একে ভূত-পরিবার,
আসে যায় অনিবার,
তাহে অবারিত দ্বার,—
শিবের কৈলাস-পুরী।

সে বলে,—জননী আছে;
ব্যবহারে হতেছে মিছে!
কিছু দিন রেখে কাছে,—
তুষিতে বাসনা করি।
গিরি হে! ধরি চরণে,
আন গিয়ে উমা-ধনে,
তুমি না করিলে মনে,
আমি নারী যেতে নারি! ১৬৪।

দেশ মল্লার—ঠেকা।

ওহে গিরি! গৌরী অভিমান করেছে!
নারদেরে দেখে, কত কেঁদে বলেছে!
সতিনী আছে তাহার,
সুরধুনী নাম তার!
সে নাহি দেখে সংসার,—
পতি শিরে বাস ক'রেছে!
কেমনে চলিবে ঘর!
ভিখারী হ'লেন হর!
তাই ভেবে ভেবে উমার,—
সোনার বরণ কালি হ'য়েছে!
গিরি হে! চরণে ধরি,
যাওহে! কৈলাস-পুরী,—
যথা সেই ত্রিপুরারি,—
উমা-সহ বিরাজিছে। ১৬৫।

সিন্ধু—ঠেকা।

এ আনন্দময়ী আইল—
জনক ভবনে।
জয় জয় সুমঙ্গল,
নগর-বিমানে।
গিরিপুরে-বাসিগণে,
মেনকারে ডাকে ঘনে,—
কি কর বসিয়ে,
উমা হের নয়নে।
ধেয়ে রাজনন্দিনী, আসি,—
চুম্বে উমার বদন-সদনে। ১৬৬।

ঝিঁঝিট—আড়াঠেকা।

গিরিরাজকে ডেকে দে গো!
আমার গৃহে গৌরী এল।
নাশিতে আঁধার-রাশি,
উমা-শশী প্রকাশিল॥
এই নগরে, লোক ছিল ঘরে ঘরে,
না ডাকিতে আমার ঘরে,
কেবা কবে এসেছিল!
কেবল উমার আগমনে,
সকলে সানন্দ মনে,
গিরিপুরবাসিগণে;—
গিরিপুর আজ পূরে গেল।
যতনেতে দ্বিজগণ,
চণ্ডী পড়ে অনুক্ষণ,
ভক্তিভাবে ঘটস্থাপন,
চণ্ডী-পড়া সফল হল॥ ১৬৭।

বাহার-বাগেশ্রী—আড়াঠেকা।

একি অপরূপ শোভা,
মুনিজন-মনোলোভা,
অতসী-কুসুম-আভা,
অঙ্গুষ্ঠ মহিষোপরি!
আহা মরি! কিবা আভা!
দশ করে দশ দিশ,
হইয়াছে সুপ্রকাশ,
তরুণ অরুণ জিনি,
নূতন আভা,—
দশ করে অস্ত্রাবলী,
নাশিতে মহিষ-বলী
জয়ন্তী মঙ্গলা কালী,
শ্রীধর-অন্তর-লোভা। ১৬৮।

ভঁয়রো।

বারে-বারে ডাকি তোরে,
হের মা! হেরম্ব-অম্ব!
পড়েছি ভব-সঙ্কটে,—
আর ক'রোনা বিলম্ব।
ক্ষিতিতে ক্ষিতি মিশাল,
জলে জলে মিলে গেল,
অনলে গেল অনল,—
অম্বরে অম্বর;—
পবনে গেল পবন,
বাকী কেবল আছে মন,
বিনে ও রাঙ্গা-চরণ,
নাহি কোন অবলম্ব। ১৬৯।

বিজয়া বটিকা।

জ্বর, প্লীহা ও যকৃতাদিনাশের পক্ষে বিজয়া বটিকার ন্যায় মহৌষধ আর নাই, ইহা অনেক বড় বড় ডাক্তার এবং কবিরাজ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। বিজয়া বটিকা যে কিরূপ অব্যর্থ মহৌষধ, তাহা বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার অধিবাসিগণ আজ অন্তরের সহিত সাক্ষ্য দিতেছেন; নতুবা কি নগরবাসী, কি গ্রামবাসী, অধিকাংশ লোকেই বিজয়া বটিকার পক্ষপাতী হইয়া, আজ এরূপ অধিক পরিমাণে বিজয়া বটিকা খরিদ করিবেন কেন?

বিজয়া বটিকা যে কেবল জ্বর প্লীহা-যকৃতাদি-নাশের মহৌষধ, তাহা নহে। মাথাঘোরা, সর্দ্দি, কাসি, গা-হাত-পা-কামড়ানি, গা-হাত-পা চক্ষু-জ্বালা, গাত্র-বেদনা, বুক ভারভার হওয়া, অক্ষুধা, দাস্ত অপরিষ্কার ইত্যাদি সমস্ত রোগেই বিজয়া বটিকা সেবনীয়। তুমি রাত্রি জাগিয়া, পরিশ্রম করিয়া ক্লান্ত হইয়াছ, একটী বা দুইটী বিজয়া বটিকা সেবন কর, তোমার ক্লান্তি দূর হইবে। তুমি দুর্ব্বল হইয়াছ, বিজয়া বটিকা সেবন কর, দৌর্ব্বল্য দূর হইবে। তোমার জ্বরের পূর্ব্বলক্ষণ দেখা দিয়াছে, হাত পা-গরম হইয়াছে, চক্ষু জ্বলিতেছে, হাই উঠিতেছে, সেই সময় বিজয়া বটিকা সেবন কর, জ্বর আর আসিবে না। জলে ভিজিয়া ঠাণ্ডা লাগিয়াছে, শরীর মেজমেজে হইয়াছে, বিজয়া বটিকা সেবন কর, শরীর সহজ হইবে। প্রত্যহ একটী বা দুইটী করিয়া যদি বিজয়া বটিকা সেবন কর, তাহা হইলে তোমার বলবীর্য্য বৃদ্ধি হইবে, দেহ পুষ্টিলাভ করিবে। অমাবস্যা বা পূর্ণিমার সময় বা তাহার কিছু পূর্ব্বে যাহাদের শরীর খারাপ হয়, তাঁহারা যদি সেই সময় বিজয়া বটিকা সেবন করেন, তাহা হইলে হাতে হাতে শুভ ফল লাভ করিবেন। ফল কথা, অতি-গুরুতর ভীষণ জ্বরাদি পীড়াতেও বিজয়া বটিকা সেবনীয় আর অতি সামান্য পীড়াতেও বিজয়া বটিকা সেবনীয়।

বিজয়া বটিকার এই অলৌকিক শক্তি আছে বলিয়াই, বিজয়া বটিকার কাট্‌তি এত অধিক; কিন্তু দুঃখ এই, জুয়াচোরগণ এই বিজয়া বটিকা—

জাল করিতেছে।

কলিকাতার কতকগুলি জুয়াচোর ব্যক্তি বিজয়া বটিকার অবিকল ট্রেডমার্কা আদি নকল করিয়া, মফঃস্বলের অধিবাসিগণকে পাইকেরি দরে বেচিতেছে। দরও সস্তা দিতেছে। এই জাল বিজয়া বটিয়া সেবন করিয়া, অনেক রোগী কুফল প্রাপ্ত হইতেছেন, অনেকের রোগ একবারে আরাম হইতেছে না। জাল ঔষধে কখন কি রোগ আরাম হয়? কখন বা উল্টা উৎপত্তি হইয়া, শেষে রোগী মারা পড়িতেছেন। অতএব—

সর্ব্বসাধারণকে সাবধান

করা যাইতেছে, তাঁহারা যেন প্রধানতঃ এই দুই স্থান ব্যতীত অন্য কোন স্থান হইতে বিজয়া বটিকা খরিদ না করেন। কেবল এই দুইটী স্থানেই হাতে এবং ডাকে বিজয়া বটিকা বিক্রয় হইয়া থাকে।

(১) আদিস্থান—অর্থাৎ ঔষধের উৎপত্তি স্থান বেড়্‌গ্রাম, জেলা বর্দ্ধমান, একমাত্র স্বত্বাধিকারী জে, সি, বসুর নিকট প্রাপ্তব্য।

(২) কলিকাতা ৭৯ নং হারিসন রোড পটলডাঙ্গা—ভারতে একমাত্র এজেন্ট শ্রীযুক্ত বি, বসু এণ্ড কোম্পানীর নিকট প্রাপ্তব্য।

এই দুইটী স্থান ছাড়া আর যে যে স্থানে সব্-এজেন্টগণের নিকট বিজয়া বটিকা পাওয়া যায়, স্থানান্তরে তাঁহাদের নাম প্রকাশিত হইল। এই সব সব্-এজেন্ট কেবল হাতে হাতে ঔষধ বিক্রয় করিয়া থাকেন। ডাকে ঔষধ ইহাঁরা পাঠান না।

বিজয়া বটিকার রঙ্গিন ট্রেডমার্ক

এবং

রঙ্গিন লেবেল

দেখিয়া লইবেন।

কাল রঙ্গ ছাড়া ট্রেডমার্কে তিনটী রঙ্গ আছে,—প্রথম হরিদ্রা, দ্বিতীয় লাল, তৃতীয় ফীকে নীল। অক্ষর কালো; গায়ে যে লেবেল জড়ান আছে, তাহাও ফিকে লাল কালীতে মুদ্রিত।

বিজয়া বটিকা।

সর্ব্বপ্রকার জ্বরের মহৌষধ।

বিজয়া বটিকা আজ ভারত প্রসিদ্ধ। অধিক কি, পারস্যে, আরবদেশে মিশরে, দক্ষিণ আফ্রিকায় এবং লণ্ডন মহানগরেও, বিজয়া বটিকা যাইতেছে। দরিদ্রের কুটীরে, রাজেশ্বর রাজার সিংহাসনসমীপে, আজ বিজয়া বটিকা সমভাবে বর্ত্তমান। বিজয়া বটিকা প্রকৃতই যেন ব্রহ্মাণ্ড বিজয় করিতে বসিয়াছে।

ইংরেজ-রমণী-কুলের বিজয়া বটিকা বিশেষ প্রিয় বস্তু। জানি না কেন, কোন্ গুণে, বিজয়া বটিকা দেশীয় সামগ্রী হইয়াও ইংরেজ নরনারীর মন এরূপ আকর্ষণ করিল!

বিজয়া বটিকার শক্তি, মন্ত্রশক্তিবৎ অদ্ভুত। যে জ্বররোগ ডাক্তারী, কবিরাজী বা হোমিওপ্যাথী চিকিৎসায় আরোগ্য হয় নাই, আত্মীয় স্বজন যে রোগীর জীবনের আশা পর্য্যন্ত একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছেন,—এমন বহুসংখ্যক রোগীও বিজয়া বটিকা সেবনে আরোগ্য লাভ করিয়াছেন।

সময়বিশেষে বিজয়া বটিকা বজ্রাপেক্ষাও কঠোর—আবার সময়বিশেষে বিজয়া বটিকা কুসুম অপেক্ষাও কোমল। সামান্য মাথাধরা হইতে আরম্ভ করিয়া, নাগাইদ অতি গুরুতর প্রাণসঙ্কট পীড়া পর্য্যন্ত বিজয়া বটিকা দ্বারা সহজে আরোগ্য হইতেছে। বিজয়া বটিকার এইখানেই মহত্ত্ব,—এইখানেই গুণপণা,—এইখানেই অলৌকিকত্ব। রোগীর নাড়ীতে ২৪ ঘণ্টাই জ্বর আছে, প্লীহার কামড়ানি এবং যকৃতের টাটানিতে রোগী অস্থির হইয়াছে, রোগীর হাত মুখ-পা পর্য্যন্ত ফুলিয়াছে, চক্ষু হরিদ্রাবর্ণ হইয়াছে, নাক দিয়া মধ্যে মধ্যে রক্ত পড়িতেছে,—এমন বিবিধ ব্যাধিগ্রস্ত রোগীও বিজয়া বটিকা সেবনে আরোগ্য হইতেছেন;—অথচ এদিকে আপনার জ্বরজ্বালা কিছুই নাই, প্লীহা-যকৃৎ নাই—সহজ শরীরে আপনি বিজয়া বটিকা সেবন করুন, আপনার ক্ষুধাবৃদ্ধি হইবে পুরুষত্ব বৃদ্ধি হইবে এবং লাবণ্য বৃদ্ধি হইবে। সুতরাং বিজয়া বটিকাকে অভূতপূর্ব্ব শক্তিধর ঔষধ কে না বলিবে? কুইনাইন সেবনে যে জ্বর যায় না, বিজয়া বটিকায় সহজেই তাহা আরাম হয়। দশ পনর দিন অন্তর পুনঃপুনঃ জ্বররোগে যিনি কষ্ট পাইতেছেন, বিজয়া বটিকা তাঁহার জ্বররোগে ব্রহ্মাস্ত্র-স্বরূপ।

বিজয়া বটিকা কোন্ কোন্ রোগে বিশেষ কার্য্যকরী?

(১) মাথাধরা, (২) অক্ষুধা; (৩) গা-হাত-পা-কামড়ানি, (৪) বৈকালে চক্ষুজ্বালা; (৫) মাথাঘোরা, (৬) সর্দ্দিকাসি, (৭) গা ভার-ভার, (৮) ধাতুদৌর্ব্বল্য, (৯) দাস্ত অপরিষ্কার; (১০) লাবণ্য হীনতা; (১১) দুঃস্বপ্নাদি; (১২ পিঠে কোমরে বেদনা, (১৩) বুক-ভার, (১৪) আবিল্য।

ইহা ব্যতীত,—সর্ব্বরকম জ্বর, প্লীহা যকৃত কাসিযুক্ত-জ্বর শোথ, পালাজ্বর, অমাবস্যা পূর্ণিমার জ্বর, আসামের কালাজ্বর, বঙ্গের ম্যালেরিয়া জ্বর, ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা জ্বর, কম্পজ্বর, দ্বৈকালীন জ্বর, মেহঘটিত জ্বর, মজ্জাগত জ্বর, ঘুষঘুষে জ্বর,—ইত্যাদি যত প্রকার জ্বর আছে, তৎসমস্তই বিজয়া বটিকা দ্বারা আরোগ্য হইয়া থাকে। এরূপ ফলপ্রদ ঔষধ, একাধারে এত গুণবিশিষ্ট ঔষধ, এদেশে এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। সেবন করুন, সঙ্গে সঙ্গে শুভ ফল পাইবেন।

মূল্যাদি।

বটিকার সংখ্যা	মূল্য	ডাঃমাঃ	প্যাকিং
১নং কৌটা ১৮	॥৵৹	।০	৵০
২নং কৌটা ৩৬	১৶০	।০	৵০
৩নং কৌটা ৫৪	১॥৵০	।০	৶০
বিশেষ বৃহৎ—গার্হস্থ্য কৌটা অর্থাৎ			
৪নং কৌটা ১৪৪	৪।০	।০	৶০

ভ্যালুপেবলে লইলে, মূল্য, ডাঃ মাঃ ও প্যাকিং চার্জ্জ ছাড়া গ্রাহকগণকে আরও দুই আনা অধিক দিতে হয়।

বিজয়া বটিকার পাইকেরী বিক্রয়।

১নং কৌটা এক ডজন (অর্থাৎ বার কৌটা) লইলে, কমিশন এক টাকা, অর্থাৎ সাড়ে ছয় টাকাতেই বার কৌটা ১নং বিজয়া বটিকা পাইবেন। ডাকমাশুল ও প্যাকিং আট আনা মাত্র। (বার কৌটার কমে কমিশন নাই)। ভিঃ পিঃ কমিশন দুই আনা।

২নং এক ডজন লইলে, কমিশন দেড় টাকা; অর্থাৎ বার টাকা বার আনাতেই ২নং বার কৌটা পাইবেন। ইহার ডাকমাশুল ও প্যাকিং বার আনা মাত্র। (বার কৌটার কমে কমিশন নাই)। ভিঃ পিঃ কমিশন ৵ চারি আনা।

৩নং এক ডজন লইলে, কমিশন দুই টাকা, অর্থাৎ সাড়ে সতর টাকাতেই ৩নং বার কৌটা পাইবেন। ইহার প্যাকিং ও ডাঃ মাঃ এক টাকা মাত্র। (বার কৌটার কমে কমিশন নাই)। ভিঃ পিঃ কমিশন ।০ চারি আনা।

মফঃস্বলে ভিঃপিঃ খরচ গ্রাহকগণকে দিতে হয়।

বিজয়া বটিকার প্রশংসা-পত্র।

১ম পত্র।

ঢাকার সেই ভূতপূর্ব্ব,বান্ধব-সম্পাদক,—সেই বঙ্গ সাহিত্যের সর্ব্বপ্রধান সংস্কারক, রায় শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর এ সম্বন্ধে কি লিখিয়াছেন,—দেখুন না কেন?

"আপনার বিজয়া বটিকা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। আমার উপদেশক্রমে অনেকেই উহা ব্যবহার করিয়াছে এবং ব্যবহারে বিশেষ উপকার পাইয়াছে। ঢাকা-ভাওয়ালের রাজা বিজয়া বটিকার নিতান্ত পক্ষপাতী। রাজা বিজয়া বটিকা সেবন করিয়া নিজে বিশিষ্ট উপকার লাভ করিয়াছেন এবং পোষ্য-পরিজনের মধ্যে অনেককে উহা সেবন করাইয়া উপকারিতা দর্শনে প্রীত হইয়াছেন। এবার শারদীয় পর্ব্বাবকাশের একটুকু পূর্ব্বে রাজার সহিত আমার বিজয়া বটিকার কথা লইয়া আলাপ হইয়াছিল। তখন তিনি শতমুখে উহার প্রশংসা করিয়াছিলেন।"

২য় পত্র।

২৪ পরগণার অন্তঃপাতী শ্যামনগর-রাহুতা-নিবাসী শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায় এ সম্বন্ধে কলিকাতা ১২ নং পটুয়াটোলা লেনস্থ সেই সুপ্রসিদ্ধ টি এন, মুখুর্য্যে মহাশয়কে যে পত্রখানি লিখিয়াছেন, সে পত্রখানিও একবার পাঠ করুন —

"মহাশয়, বহু দিন পর্য্যন্ত পুরাতন জ্বর ভোগ করিয়া, আমার মাতাঠকুরাণী মৃতপ্রায় হইয়াছিলেন এ যাত্রা রক্ষা পাইবার তাঁহার কিছুমাত্র আশা ছিল না। অন্যান্য নানাবিধ চিকিৎসায় কোন উপকার হয় নাই। অবশেষে আপনি অনুগ্রহ করিয়া, এক কৌটা বিজয়া বটিকা আনাইয়া আমাকে প্রদান করেন। এই বটিকা অল্প দিন ব্যবহার করিয়াই আমার মাতাঠাকুরাণী সম্পূর্ণভাবে আরোগ্যলাভ করিয়াছেন। তিন বৎসর-বয়স্কা আমার ভ্রাতৃকন্যাও বহুদিন হইতে ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগিতেছিল; একেবারে অস্থি-চর্ম্মসার হইয়া গিয়াছিল। এই কৌটা হইতে তাহাকেও গুটিকতক বটিকা সেবন করাই। সেও আরোগ্যলাভ করিয়াছে। শ্রীযুক্ত সূর্য্য-কুমার চট্টোপাধ্যায় নামক আমার একজন মূকবধির ও অন্ধ প্রতিবাসী যুবক ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগিতেছিল। এই কৌটা হইতে তাহাকে চারিটী বটিকা আমি প্রদান করি। কেবল এই চারিটী বটিকা সেবন করিয়া সে জ্বর হইতে মুক্ত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত মাণিকচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নামক আমাদের একজন প্রতিবাসীও অনেক দিন জ্বরে ভুগিতেছিলেন। এই কৌটা হইতে আমি তাঁহাকে গুটিকতক বটিকা প্রদান করি। তিনি আরোগ্যলাভ করিয়াছেন। এই কৌটাতে চারিজন লোক রোগ হইতে মুক্ত হইয়াছেন। অবশিষ্ট এখনও গুটিকতক বটিকা আছে। অধিক আর কি লিখিব, আমাদের দেশে সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছেন। সকলেই বলিতেছেন যে, এমন অদ্ভুত ঔষধ কেহ কখন দেখে নাই।"

৩য় পত্র।

রাজপুতনার উদয়পুর-রাজ্যের সন্নিহিত রাজধানী ধর্ম্মজয়গড়ের মহারাজ শ্রীল শ্রীযুক্ত ধর্ম্ম জৎসিংহ দেব বাহাদুরের সুবিজ্ঞ গৃহচিকিৎসক (Family Doctor) শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত মহাশয় কি লিখিয়াছেন দেখুন,—

"উদয়পুর রাজ্যখণ্ডে আমি প্রথমে কয়েকটী রোগীর জন্য আপনার বিজয়া বটিকা আনাইয়া ব্যবহার করাতে বিশেষ ফল পাইয়াছি। বিজয়া বটিকা উপদেশ মত সেবন করিলে নিশ্চয়ই শুভ ফল পাওয়া যায়, ইহা আমার পরীক্ষিত। ইহা ম্যালেরিয়া জ্বরে ও মজ্জাগত জ্বরে আশু ফলপ্রদ। এই ঔষধ বেশী দিন নিয়মিত ব্যবহার করিলে দাস্ত পরিষ্কার, ক্ষুধা বৃদ্ধি এবং দেহের পুষ্টি সাধন হয়।"

৪র্থ পত্র।

দেশ-প্রসিদ্ধ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের আশীর্ব্বাদ-পত্র।

"পরম কল্যাণীয় শ্রীমান বি, বসু এণ্ড কোং কল্যাণবরেষু।

"গত দুই বৎসর যাবৎ আমাদের প্রাণপুর গ্রামে ঘোরতর ম্যালেরিয়া উপস্থিত হওয়ায়, ভৃত্যামাত্যসহ আমার বাড়ীর সকলেই ক্রমে ক্রমে বিষম জ্বরে সমাক্রান্ত হয়েন। ক্রমে প্লীহা এবং যকৃৎও সকলেরই হইল। এলোপ্যাথিক, হোমিওপ্যাথিক এবং নানা প্রকার কবিরাজী চিকিৎসা যতদূর সম্ভবে, তাহার ক্রটি করিলাম না। কিন্তু কিছুতেই বিশেষ কোন ফল কাহার হইল না; কেবল সাময়িক কিছু কিছু উপকার হইত মাত্র। পরে কোন প্রসিদ্ধ ঔষধ-বিক্রেতার কতকগুলি বোতল আনাইয়াছিলাম; তাহাও সেইরূপ ব্যর্থ হইল।

"তৎপরে ভাগ্যক্রমে সকলকেই একবার বিজয়া বটিকা সেবন করাইয়া দেখিতে ইচ্ছা হইল এবং তাহা আনাইয়া ক্রমে সকলকেই সেবন করাইলাম। এখন ৺ভগবৎ কৃপায় সেই বিজয়া বটিকাই আমার বাড়ীর সকলকেই জীবন দান করিয়াছে; সকলকেই সেই সুদারুণ রোগ সঙ্কট হইতে মুক্ত করিয়া প্রকৃতিস্থ করিয়াছে।

"কেবল দুই এক জনের এখনও কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বিকৃতি আছে; কিন্তু ইহাও অন্যান্যের ন্যায় এই মহৌষধেই নিঃশেষ হইবে, ইহা ভরসা করিতেছি। অতএব বিজয়া বটিকাই আমার বাড়ীর সকলের জীবন-সহায় হইয়াছে। সুতরাং ইহার উপযুক্ত পুরস্কার দিতে পারি, এমত আমার অন্য কিছুই নাই; কেবল কায়-মনোবাক্য-সম্মিলিত-আশীর্ব্বাদ মাত্র। ইতি ২৩শে কার্ত্তিক। ১৮২২ শকাব্দ।

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীশশধর দেবশর্ম্মা। (তর্কচূড়ামণি)।
প্রাণপুর, সদরপুর, ফরিদপুর।"

৫ম পত্র।

বর্দ্ধমানের সুপ্রসিদ্ধ উকিল শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কি লিখিয়াছেন, দেখুন,—
"এখানে যে কয়েকজনকে বিজয়া বটিকা খাওয়ান হইয়াছে, তাহাদের বিশেষ উপকার হইয়াছে। শীঘ্র ফল হয় দেখিয়া লোকের বিলক্ষণ শ্রদ্ধা হইয়াছে। অতএব ৪নং বড় এক কৌটা বিজয়া বটিকা ফেরত ডাকে পাঠাইবেন, নিজ গঙ্গাটিকুরির বাটীতে রাখিয়া দিব।"

৬ষ্ঠ পত্র।

ভট্টপল্লীর সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক মূলাযোড় সংস্কৃত কলেজের সর্ব্বপ্রধান অধ্যক্ষ সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র সার্ব্বভৌম, বিজয়া বটিকা সম্বন্ধে কি লিখিয়াছেন, দেখুন,—

"আমার ছাত্র এবং পরমাত্মীয় ভট্টপল্লী-নিবাসী ৺ অমৃতময় বিদ্যারত্নের পত্নী ছয়মাস যাবৎ প্লীহা, যকৃৎ ও জ্বরে শয্যাগত হইয়াছিলেন। কুইনাইনে জ্বর বন্ধ হইত না। তোমার বিজয়া বটিকা তিনটি মাত্র সেবন করিয়াই তাঁহার জ্বর বন্ধ হইয়াছিল। বিধবা স্ত্রীলোক, বিশেষ পথ্য যোগে থাকিতে পারেন নাই; তথাপি যে একমাসকাল বিজয়া বটিকা সেবন করিয়া তিনি সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হইতে পারিয়াছেন, ইহাতেই আমরা ঔষধের উত্তম ক্ষমতা বুঝিতেছি। আশীর্ব্বাদ করি, তুমি দীর্ঘজীবী হও। আশা করি, এই ঔষধ নিজগুণে সকলেরই অবিলম্বে শ্রদ্ধেয় হইবে।" ইতি তারিখ ১৭ই বৈশাখ; সন ১২৯৯।

আশীর্ব্বাদক—শ্রীশিবচন্দ্র সার্ব্বভৌম,
মূলাযোড় সংস্কৃত বিদ্যালয়াধ্যক্ষ। ২৪পরঃ।

৭ম পত্র।

মোহিলখণ্ডের অন্তর্গত রামপুর ষ্টেটের হাই-স্কুলের প্রিন্সিপাল, বি, সিংহ কি লিখিয়াছেন, দেখুন,—

"যথাক্রমে এলোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি এবং হাকিমী মতে দীর্ঘকাল ধরিয়া চিকিৎসা করিয়াও, যে সকল রোগীর আদৌ কোন ফল হয় নাই, ইতিপূর্ব্বে আপনার নিকট হইতে যে এক কৌটা বিজয়া বটিকা আনাইয়াছিলাম, তাহা

তাহাদিগের পক্ষে যেন মন্ত্রশক্তির ন্যায় কার্য্য করিয়াছে। আমার পরিচিত বন্ধু বান্ধবগণকে আপনার ম্যালেরিয়াঘটিত কম্পজ্বরের এই ধন্বন্তরি-কল্প ঔষধ সাদরে গ্রহণ করিতে আমি ইতিমধ্যে অনুরোধ করিয়াছি।"

৮ম পত্র।

পঞ্জাবের লাহোরনিবাসী ইংরেজমহিলা শ্রীমতী হারিস রাজার্স ইংরেজীতে যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহার অনুবাদ এইরূপ,—

"বিজয়া বটিকা অদ্ভুত শক্তিসম্পন্ন। নয় মাস কাল আমি জ্বরে ভুগিতেছিলাম। কিছুতেই আরাম হই নাই। অবশেষে, আমি আপনার বিজয়া বটিকা সেবন করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়াছি। আর এক আহ্লাদের কথা এই,—এই অতি স্বল্প মূল্যের বটিকা দ্বারা আমি ডাক্তারি চিকিৎসার প্রভূত অর্থব্যয় হইতে রক্ষা পাইয়াছি।"

৯ম পত্র।

আপনার বিজয়া বটিকা সেবন করিয়া আশ্চর্য্য ফললাভ করিয়াছি। বিগত কার্ত্তিক মাস হইতে আমি পুরাতন জ্বরে যারপর-নাই কষ্ট পাইতেছিলাম। অনেক বার কুইনাইনাদি ঔষধ ব্যবহার করিয়াও সে জ্বর আরাম হয় নাই। প্রত্যহ বৈকালে জ্বর আসিত; রাত্রি প্রায় দশটা পর্য্যন্ত সে জ্বরের ভোগ হইত। ক্রমশঃ ঐ জ্বরের সহিত কাসির সঞ্চার হইয়াছিল। কিন্তু আপনার বিজয়া বটিকা চারি দিন সেবন করাতেই জ্বর একেবারে বন্ধ হইল; এক সপ্তাহ মধ্যে কাসিও নিবারণ হইল। আমি এরূপ আশ্চর্য্য ফলপ্রদ ঔষধ আর কখন দেখি নাই। আমি কুড়ি দিনে ৪২ বেয়াল্লিশটী বটিকা সেবন করিয়া সম্পূর্ণরূপ আরোগ্য হইয়াছি। আমার ক্ষুধামান্দ্য, দাস্ত অপরিষ্কার প্রভৃতি যে সকল উপসর্গ ছিল, তৎসমস্তই আপনার ঔষধে আরোগ্য হইয়াছে। ঔষধের আবিষ্কর্ত্তাকে যে কি বলিয়া ধন্যবাদ দিব, তাহা আমি জানি না।

শ্রীদীননাথ মুখোপাধ্যায়, শিক্ষক,
কলিকাতা, বৌবাজার বঙ্গবাসী-কলেজ।

১০ম পত্র।

আপনার বিজয়া বটিকার গুণ অনির্ব্বচনীয়। আমার পিতার বয়ঃক্রম পঁচাত্তর বৎসরের কম নহে। এই বৃদ্ধ বয়সে তাঁহার প্রতিদিন জ্বর হইত এবং অত্যন্ত অরুচি ছিল। হুগলীর প্রসিদ্ধ ডাক্তার ও শেষে কবিরাজ দ্বারা তাঁহার চিকিৎসা হইয়াছিল; কিন্তু ঐ জ্বরকে কেহই তাড়াইতে সক্ষম হন নাই। অন্তিমে নিরুপায় হইয়া এক কৌটা বিজয়া বটিকা আনাইলাম,— তিন দিন মাত্র বিজয়া বটিকা সেবন করিয়া জ্বর একেবারে দূর হইল। যাহা ডাক্তার ও কবিরাজগণ ক্রমাগত চিকিৎসা করিয়া পারেন নাই,—বিজয়া বটিকা তাহা তিন দিনে আরাম করিল, আমি এ ঔষধের গুণ দেখিয়া মোহিত হইয়াছি। পনর দিন কাল বিজয়া বটিকা সেবন করিয়া পূজনীয় পিতাঠাকুর মহাশয় দিব্য সুস্থ ও সবল হইয়াছেন। আর এক বড় কৌটা বিজয়া বটিকা শীঘ্র পাঠাইবেন। তারিখ ২২শে ফাল্গুন, ১২৯৮।

শ্রীঅমৃতলাল পাল। তাঁতিপাড়া—হুগলী।

১১শ পত্র।

আপনার প্রেরিত বিজয়া বটিকা কয়েক দিন আমার কনিষ্ঠ পুত্রকে সেবন করাইলে, তাহার পুরাতন জ্বরের বিশেষ উপশম বোধ হইতেছে। আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক এবং এক বড় কৌটা বিজয়া বটিকা ভিঃ পিঃ পোষ্টে নিম্নলিখিত ঠিকানায় শীঘ্র পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। ১২ই ফাল্গুন ১২৯৮ সাল।

শ্রীকালীমোহন সেন উকীল।
কালীতলা—দিনাজপুর।

১২শ পত্র।

বহুসম্মানপুরঃসর নিবেদনমিদং—

হুগলী জেলার অন্তর্গত, হরিপালের নিকটবর্ত্তী বারখণ্ড গ্রামবাসী, আমার ভ্রাতা শ্রীমান্ শেখর রায়ের পুত্র আমার নিকট আছে। প্রায় আড়াই বৎসর যাবৎ তাহার যকৃৎ প্লীহা সংযুক্ত জ্বর নানাবিধ চিকিৎসাতেও উপশম হয় নাই। রোগী ক্রমশঃ বড়ই দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল। এক্ষণে মহাশয়ের বিজয়া বটিকা দুই সপ্তাহ সেবনে জ্বর সম্পূর্ণ দূর হইয়াছে, যকৃৎ প্লীহার বিশেষ উপশম হইয়াছে। অনুগ্রহপূর্ব্বক, আর এক মাসের ঔষধ প্রেরণ করিয়া কৃতার্থ করিবেন।

শ্রীমতী প্রসন্নময়ী দেবী। ভাটপাড়া, ২৪ পরগণা।

১৩শ পত্র।

বিহিতসম্মানপুরঃসর নিবেদনমিদং—

পাঁচ বৎসর বয়স্ক আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা পুরাতন জরাক্রান্ত হইয়া, অদ্য কয়েক মাস বিশেষ কষ্ট পাইতেছিল। এখানকার প্রসিদ্ধ ডাক্তার কবিরাজ দ্বারা চিকিৎসায় কোন ফল হয় নাই। প্লীহা অত্যন্ত বড় এবং শোথ হইয়াছিল। ইত্যাদি কারণে আমরা ভীত হইয়া তাহাকে লইয়া চিকিৎসার্থ কলিকাতায় যাইবার যোগাড় করিতেছিলাম। ইতিমধ্যে আপনার বিজয়া বটিকার কথা শুনিলাম। অমনি এক ছোট কৌটা ভিঃ পিঃ পোষ্টে আনাইলাম। সাতদিন সেবনের পর হইতে রোগের অনেক উপশম বোধ হইতেছে। ঔষধের ফল আশ্চর্য্যজনক বটে। শীঘ্র ২নং মাঝারি এক কৌটা ভ্যালুপেবলে পাঠাইবেন। ইতি ১৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৯।

শ্রীশশিভূষণ সিংহ। খয়েরপুর, আমলা সদরপুর, নদীয়া।

১৪শ পত্র।

আপনার বিজয়া বটিকা সেবন করাইয়া অত্যাশ্চর্য্য ফল লাভ করিয়াছি। তজ্জন্য আপনার নিকট চিরকৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ রহিলাম। আমার ভগিনী আজ তিন বৎসর ধরিয়া জর প্লীহা রোগে ভুগিতেছিল। আমার সাধ্যানুসারে তাহার চিকিৎসার ক্রটি করি নাই। অনেক রকম ঔষধ সেবন করাইয়াছি, অনেক চিকিৎসক দেখাইয়াছি; কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না; আমার ভগিনী দিন দিন ক্ষীণ হইতে লাগিল। এবার গ্রীষ্মাবকাশে বাটী যাইয়া দেখিলাম, তাহার বাঁচিবার কোন আশা নাই। পরে বঙ্গবাসীতে বিজ্ঞাপন দেখিয়া "হরিশঙ্কর পোঃ, শ্রীরামপুর গ্রাম, জেলা যশোহর"—এই ঠিকানায় ভিঃ পিঃ পোষ্টে এক বড় কৌটা বিজয়া বটিকা আনাইলাম। ঐ ঔষধ সেবন করায় তাহার জর প্রথমতঃ বৃদ্ধি হইয়াছিল। পরে কমিয়াছে। প্লীহা ও যকৃৎ বিশেষরূপে কমিয়াছে। এখানকার অনেকেরই বিশ্বাস,—আপনার ঐ ঔষধ দৈব। শীঘ্র আর এক বড় কৌটা বিজয়া বটিকা ভিঃ পিঃ পোষ্টে পাঠাইয়া দিবেন।

শ্রীবসন্তকুমার সরকার। স্কুলের ঠিকানা—আবাইপুর পোষ্ট, জেলা যশোহর।

১৫শ পত্র।

আপনার প্রেরিত বিজয়া বটিকা আমার নিজ বাটীর কোন আত্মীয়কে সেবন করাইব ভাবিয়া আনাইয়াছিলাম; কিন্তু পর দিন এই কলের কোন লোকের স্ত্রীর প্রসবান্তে নানারূপ জরাদি জটিল পীড়া হইয়াছিল, স্ত্রীলোকটী মারা পড়িবার উপক্রম হইয়াছিল; ডাক্তার কবিরাজ দেখাইবার ক্রটি হয় নাই; জর এতদুর বৃদ্ধি হইয়াছিল যে, বাঁচিবার আশা অনেকের মন হইতে অন্তর্হিত হইয়াছিল। স্ত্রীলোকটীর স্বামী আমার নিকট কাঁদিয়া আসিয়া পড়ায়, আমি ঐ বিজয়া বটিকা তাহাকে দিলাম। সাত দিনের মধ্যে তাহার স্ত্রীর জর ত্যাগ হইয়াছে; অন্যান্য রোগেরও বিশেষ উপশম হইয়াছে। ১৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৯ সাল।

শ্রীরাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, হেড ক্লার্ক ই, বি, অয়েল মিল। ঝালকাটি,—বরিশাল।

১৬শ পত্র।

আপনাদের নিকট হইতে ক্রমে ক্রমে দুই কৌটা বিজয়া বটিকা আনাইয়া আমার পরিবারকে সেবন করানতে যেমন আশাতীত ফলপ্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা আমার বর্ণনা করা সাধ্যাতীত। অনেক দিন যাবৎ আমার পরিবার প্লীহা ও জরে ভুগিতেছিলেন। ডাক্তারী কবিরাজী ইত্যাদি নানারূপ চিকিৎসায়ও কোন ফল পাই নাই। শেষে নিরুপায় হইয়া, আপনাদের বিজয়া বটিকা ক্রমে দুই কৌটা আনাইয়া সেবন করাই। তিন সপ্তাহ কাল ঔষধ ব্যবহার করিলেই রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়া, সবল ও সুস্থকায় হইয়াছেন। বিজয়া বটিকার আশ্চর্য্য ক্ষমতা দেখিয়া অবাক্ হইয়াছি। এই মহৌষধ-আবিষ্কর্ত্তার দীর্ঘজীবন প্রার্থনা করি।

শ্রীকামিনীমোহন চৌধুরী। শ্রীযুক্ত জগৎকিশোর আচার্য্য চৌধুরী জমীদার মহাশয়ের সদর কাছারী, গ্রাম ও পোষ্ট ভৈরব, জিলা ময়মনসিং।

১৭শ পত্র।

আমার কোন বিশিষ্টা আত্মীয়া ম্যালেরিয়া জরে ভুগিতেছিল। তাঁহার প্লীহা ছিল, যকৃতেরও সংযোগ ছিল। সে অষ্টপ্রহর মজ্জাগত জরভোগ

করিত। আহারে অরুচি, উঠিতে বসিতে আলস্য বোধ, কাজ কর্ম্মে অনিচ্ছা এ সমস্ত উপসর্গও তাহার ছিল। কবিরাজ কিছুই করিতে পারে নাই। ডাক্তারেও হার মানিয়া যায়। পরিশেষে হতাশ হইয়া আপনার এই বিজয়া বটিকা তাহাকে খাওয়াইয়া বিশেষ ফল পাইয়াছি। দিন কয়েক মাত্র সেবনেই তাহার জ্বর প্রায় ত্যাগ হইয়া আসিয়াছে। আহারে রুচি হইয়াছে, দৌর্ব্বল্য অনেকটা ঘুচিয়াছে। আশা করি, আর কিছুদিন সেবনেই এ জটিল-রোগ সমূড় সারিয়া যাইবে। জানি না, কি বলিয়া আজ আপনার বিজয়া বটিকার অপূর্ব্ব রোগবিজয়-ক্ষমতার প্রশংসা করিব।

শ্রীহরিমোহন মুখোপাধ্যায়,
সানিহাট, জেলা হুগলী।

১৮শ পত্র।

আপনার বিজয়া বটিকা হইতে আমি যে ফল প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা এই সামান্য পত্রে কি জানাইব! আমার যেরূপ কঠিন রোগ হইয়াছিল, তাহাতে আমি যে, শীঘ্র আরোগ্যলাভ করিব, সে আশা আমার একেবারেই ছিল না। ডাক্তারের চিকিৎসায় অনেক কুইনাইন আদি সেবন করিয়াও আমার জ্বর বন্ধ হয় নাই এবং ক্রমশই আমি দুর্ব্বল হইয়াছিলাম। কিন্তু বিজয়া বটিকা কয়েক দিন সেবন করাতে আমার জ্বর একেবারে বন্ধ হইল। এক্ষণে শরীর বেশ সুস্থ ও সবল হইয়াছে। এমন মহৌষধ আমি নয়নগোচর করি নাই।

শ্রীরামনিবারণ ভট্টাচার্য্য,
সকুরি ষ্টেশন, ত্রিহুত রেলওয়ে।

১৯শ পত্র।

আমার পিতামহী ঠাকুরাণী আট মাস কাল যাবৎ প্লীহা ও যকৃৎসহ দুঃসহ কম্পজ্বরে বিষম ক্লেশ পাইতেছিলেন। প্রতিদিন বৈকালে অথবা সন্ধ্যার সময় কম্প দিয়া তাঁহার জ্বর আসিত। তৎকালে দুইটা লেপ উপর্য্যুপরি গাত্রে দিলেও শীত ভাঙ্গিত না। কম্পবেগে শরীরের অস্থি সমুদায় যেন চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইত। তৃষ্ণা বলবতী ছিল। বৈদ্যশাস্ত্রোক্ত ঔষধে কোন ফল দর্শিল না। তৎপরে রাশি রাশি কুইনাইন সেবন করাইলেও জ্বরের কিঞ্চিন্মাত্রও উপশম হইল না। আত্মীয় স্বজনের মনে তদীয় জীবনের আশা ছিল না। এক্ষণে হর্ষভরে তার স্বরে বলিতেছি, তাঁহার সেই জ্বর এগার দিবস মাত্র বিজয়া বটিকা সেবনে একেবারে সমূলে বিনষ্ট হইয়াছে। নিত্য স্নানাহার পূর্ব্ববৎ চলিতেছে। ধন্য বিজয়া বটিকা! ধন্য আবিষ্কর্ত্তা।

শ্রীরামানুজ বিদ্যার্ণব,
হুগলি-কলেজের সংস্কৃত শিক্ষক।

২০শ পত্র।

বিজয়া বটিকা আমাদের কালাজ্বরের পক্ষে পরম উপকারী। আমার ছোট ভাই কালাজ্বরে মৃত্যুশয্যায় শায়িত হইয়াছিল। চিকিৎসার কিছুই ত্রুটি হয় নাই। শেষে বিজয়া বটিকা দেড় মাস কাল সেবন করিয়া এ যাত্রা বাঁচিয়া গেল।

শ্রীলক্ষ্মীকান্ত শর্ম্মা বড়ুয়া,
কুচাধল চা বাগিচা, বেঙ্গবারি, আসাম।

২১শ পত্র।

আমার একটী ভাগিনেয় আজ প্রায় দুই বৎসর কাল যাবৎ যকৃৎ ও প্লীহা সংযুক্ত জ্বরে অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছিল। অনেক কবিরাজ ও ডাক্তারগণের ঔষধ ব্যবহার করান হয়, রোগ কিছুতেই উপশম হয় না। আমরা উহার জীবনের আশা একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছিলাম। ইতিমধ্যে এক দিবস বঙ্গবাসী পত্রিকায় আপনার মৃত-সঞ্জীবনী বিজয়া বটিকার বিজ্ঞাপন দেখিয়া ৩ নং এক বড় কৌটা, বিজয়া বটিকা আনাইলাম। আট দিবস ঔষধ সেবন করাইলে জ্বর অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিল। বিজয়া বটিকার ব্যবস্থাপত্রে রোগবিশেষে প্রবল জ্বর ফুটিবার কথা লিখিত থাকিলেও আমরা ভীত হইয়াছিলাম। কিন্তু চৌদ্দ দিবস পরে জ্বর অল্প অল্প কমিতে আরম্ভ হইল, আমাদের আশা বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। ক্রমান্বয়ে উক্ত বটিকা দুই মাস কাল সেবন করিয়া রোগী এক্ষণে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছে। প্লীহা ও যকৃতের জন্য যে পাচন ব্যবহার করান হইয়াছিল, উহার গুণ আরও প্রশংসনীয়। প্লীহা ও যকৃতের নাম মাত্রও আর নাই। বিজয়া বটিকার যেমন নাম,

তেমনই ইহার আশ্চর্য্য রোগনাশক শক্তি। প্রকৃতই ইহা পুরাতন জ্বরের ব্রহ্মাস্ত্রস্বরূপ।

শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ ঘোষ। অ্যাসিষ্টাণ্ট একাউণ্টেণ্ট ইঞ্জিনিয়ার ইন্ চিফের আফিস, সাগর, (মধ্যপ্রদেশ) C. P.

২২শ পত্র।

মহাশয়! আমি আপনাদিগের বিজয়া বটিকা ব্যবহার করিয়া বিশেষ ফল পাইয়াছি। আমার সম্বন্ধে ইহার উপকারিতা যাদুমন্ত্রের ন্যায়। মস্তিষ্কসম্বন্ধীয় যাবতীয় রোগ ইহার ব্যবহারে দূর হয়; ব্যাধি নিঃশেষিত হয় এবং তীব্র ক্ষুধা উদ্দীপ্ত হয়। আমি সর্ব্বসাধারণকে ইহা ব্যবহার করিতে বলি। বশংবদ

রায় শ্রীমহিমচন্দ্র সেন জমিদার এবং ডি, পি, এস কোংর সেক্রেটরি। দামুড়হুদা, নদীয়া।

২৩শ পত্র।

পঞ্জাব প্রদেশস্থ লাহোরের প্রধান বিচারালয়ের সুপ্রসিদ্ধ উকীল শ্রীযুক্ত বাবু অমৃতলাল রায় বি, এ, বি, এল, মহোদয় ইংরাজীতে যে পত্রখানি লিখিয়াছেন, তাহার ভাবার্থ এইরূপ,—

"আপনার সুপ্রসিদ্ধ "বিজয়া বটিকা" দ্বারা আমি যে অসামান্য উপকার লাভ করিয়াছি, তজ্জন্য আমি আপনাকে আনন্দসহকারে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। প্লীহা ও যকৃৎসংযুক্ত বহুদিনের পুরাতন জ্বর এবং বাতজ্বর অন্যান্য অনেক রকম ঔষধে যাহা আরোগ্য করিতে সমর্থ হয় নাই, আপনার বিজয়া বটিকা দ্বারা তাহা আরোগ্য হইয়াছে। অনুগ্রহ করিয়া সত্বর ৩নং বিজয়া বটিকার একটী কৌটা ভি, পি, তে পাঠাইয়া দিবেন।"

২৪শ পত্র।

মহাশয়! আমার স্কুলের হেড্ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মুনীন্দ্রচন্দ্র মণ্ডল, মধ্যে মধ্যে আপনার নিকট হইতে বিজয়া বটিকা আনাইয়া যে সকল পীড়িত ব্যক্তিকে সেবন করাইয়াছেন, তাহারা সকলেই উত্তমরূপ আরোগ্যলাভ করিয়াছে। আমিও উক্ত পণ্ডিতের কথা অনুসারে আপনার বিজয়া বটিকা সেবন করিয়া মহৎ ফল লাভ করিয়াছি। সম্প্রতি আমার জনৈক বৈবাহিক অনেক দিন হইতে অনেক চিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসিত হইয়াছেন; কিন্তু কাহারও নিকটে বিশেষ ফল লাভ করিতে পারেন নাই, তজ্জন্য মহাশয়কে লিখি যে, উক্ত বৈবাহিকের জন্য সত্বর ১নং এক কৌটা বিজয়া বটিকা আমার নামে ভিঃ পিঃ পোষ্টে পাঠাইয়া দিবেন।

শ্রীসীতারাম তেওয়ারি,
সাং পারশুণ্ডি, পোষ্ট বড়ুয়া,
ভায়া দুবরাজপুর, জেলা বীরভূম।

২৫শ পত্র।

মহাশয়! আমি আজ ছয় বৎসরকাল বিজয়া বটিকা ব্যবহার করিতেছি। ঘরে যেমন চাউল, ডাউল, লবণ, তৈল রাখিতে হয়, বিজয়া বটিকা আমার গৃহে সেইরূপই রক্ষিত হইয়া থাকে। যেহেতু আমাদের দেশে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বড়ই বেশী। ম্যালেরিয়া জ্বরের পক্ষে বিজয়া বটিকা ত অব্যর্থ মহৌষধ বটেই; পরন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, কাশী, সর্দ্দি, বাত, গাত্রবেদনা, গালফোলা, গলাফোলা, অগ্নিমান্দ্য, কোষ্ঠকাঠিন্য, প্রভৃতি অসুখেও ইহা বিশেষ উপকারী। জ্বর হইবার উপক্রম হইয়া গাত্রবেদনা প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হইলে, বিজয়া বটিকার একটী কিংবা দুইটী বটিকা সেবন করিলেই তৎক্ষণাৎ সমস্ত উপসর্গগুলি দূর হইয়া যায়। একাদশী হইতে আমাবস্যা পূর্ণিমা পর্য্যন্ত যাঁহাদের শরীর ভার ভার বোধ হয়, তাঁহারা বিশেষ উপকার পাইবেন, তাহা আমি নিশ্চয় বলিতে পারি। উপরে যাহা লিখিলাম, তাহা আমি স্বয়ং ব্যবহার করিয়া এবং আত্মীয় স্বজন বন্ধু-বান্ধবকে সেবন করাইয়া প্রত্যক্ষ করিয়াছি। আর ইহাও সাহসের সহিত কহিতে পারি যে, যিনিই যথাবিধানে এই মহৌষধ ব্যবহার করিবেন, আমার কথাগুলিও যে, অক্ষরে অক্ষরে সত্য, তাহা তাঁহাকে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

শ্রীযদুনাথ সান্যাল,
হরিনাভি, সোনাপুর পোষ্ট, ২৪ পরগণা।

২৬শ পত্র।

বঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ ধর্ম্মবক্তা, চৈতন্যভাগবত প্রভৃতি বৈষ্ণব-গ্রন্থের সম্পাদক শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী প্রভুপাদ মহাশয় বিজয়া বটিকা সম্বন্ধে কি লিখিয়াছেন, দেখুন,—

"আপনাদিগের বিজয়া বটিকার অপূর্ব্ব শক্তি দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছি। আমার পূজনীয় অগ্রজ মহাশয় এক বৎসর কাল ম্যালেরিয়া জ্বরে বড়ই ভুগিতেছিলেন। ডাক্তারী, কবিরাজী, টোট্‌কা-টাটকি কত রকম ঔষধই যে, সেবন করিলেন, তাহার সীমা নাই। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। তিনি হতাশই হইয়া পড়িলেন। অবশেষে একজন বন্ধুর অনুরোধে তাঁহাকে আপনাদিগের বিজয়া বটিকা সেবন করান হয়। কিন্তু বলিতে কি, ঔষধ সেবন করিবার পর দিন হইতেই তাঁহার জ্বর কমিতে লাগিল,—অন্যান্য উপসর্গগুলিও ক্রমে অন্তর্হিত হইল এবং একমাস মধ্যে তাঁহার শরীর পূর্ব্ববৎ সবল ও সুস্থ হইয়া উঠিল। পেটেণ্ট ঔষধের উপর যাঁহাদের বিশ্বাস নাই, অথচ জ্বররোগে কষ্ট পাইতেছেন, আমি তাঁহাদিগকে "বিজয়া বটিকা" ব্যবহার করিতে অনুরোধ করি। আপনাদিগের এই মহৌষধ জগতে অদ্বিতীয় ও অতুলনীয়।

শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী। ১১ নং মহেন্দ্র গোস্বামীর লেন, সিমলা, কলিকাতা।

২৭শ পত্র।

গত ফাল্গুন ও বৈশাখ মাহায় অত্রস্থ ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত বাবু রামকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আপনার ফুলেল্‌ এবং দুই কৌটা (২।৩নং) বিজয়া বটিকা আনাইয়া নিজে ব্যবহার করিয়া এবং অন্যান্য ব্যক্তিগণকে ব্যবহার করাইয়া, উহার গুণ বিশেষ পরিজ্ঞাত হইয়া, অতিশয় প্রফুল্ল ও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছেন। এবং তাঁহার মন্তব্য পুস্তকে আপনার গুণ বিশদরূপে ব্যক্ত করিয়া রাখিয়াছিন; এবং অন্তরের সহিত আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন যে, এরূপ অভিনব এবং প্রয়োজনীয় ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন। অনুগত্যানুসারে—

শ্রীসত্যকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়।
জমিদারী এষ্টেটের, কর্ম্মচারী,—
বাঘনাপাড়া, বর্দ্ধমান।

২৮শ পত্র।

আমি গত বৈশাখ মাসে কলিকাতা হইতে আসিবার সময় আপনাদের আফিস হইতে ৪নং কৌটা বিজয়া বটিকা আনিয়াছিলাম। উহা আমার গ্রামস্থ কয়েকটা জ্বর-রোগগ্রস্ত রোগীকে ব্যবহার করাইয়া, মন্ত্রবৎ আরোগ্য করাইয়াছি। এখানে অনেকেই বিজয়া বটিকার জ্বরনাশিনী শক্তি দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছেন। বাস্তবিক জ্বররোগের এমন অভূতপূর্ব্ব ঔষধ পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই। সন ১৩০৭ সাল ২৩শে জ্যৈষ্ঠ।

শ্রীরামচন্দ্র কুণ্ডু,
নাগীরাট পোষ্ট, যশোহর।

২৯শ পত্র।

আজ কাল ম্যালেরিয়া-প্রধান-দেশে আপনাদের আবিষ্কৃত বিজয়া বটিকা বাস্তবিকই ম্যালেরিয়া বিষ নাশে বিজয় লাভ করিয়াছে। এই ঔষধের বহুল প্রচার কামনা করি। এ অঞ্চলও ম্যালেরিয়াপ্রধান; মধ্যে মধ্যে বিজয়া বটিকা ব্যবহারে অনেকেই আশাতীত ফল লাভ করিতেছেন বটে; কিন্তু এখনও বটিকা এ অঞ্চলে সর্ব্বজন-পরিচিত হইতে পারে নাই। তাই মহাশয়কে নিবেদিতেছি, আপনাদের ঔষধের বিজ্ঞাপন ও ক্যাটলগ এতদ্দেশস্থ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের নিকট প্রেরণ করিলে, এ অঞ্চলে বহুল প্রচার হইতে পারে।

শ্রীমনোমোহন সেন। মোহিনী মেডিকেল হল, ব্রাহ্মণগাঁ, নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা।

৩০শ পত্র।

সবিনয়নিবেদনমিদং—

মহাশয়! আপনার জগদ্বিখ্যাত বিজয়া বটিকা সেবন করিয়া যে কি পর্য্যাপ্ত ফল লাভ করিয়াছি, তাহা আর সামান্য পত্রে লিখিয়া কি জানাইব! আমি পুরাতন জ্বরে অনেক দিন হইতে যার-পর-নাই কষ্ট পাইতেছিলাম। কিন্তু আপনার এই ঔষধ সেবনে এ যাত্রা আরোগ্য লাভ করিয়াছি, এবং আমার অনেক বন্ধুবান্ধবকে আপনার ঐ বিজয়া বটিকা ঔষধ লইতে পরামর্শ দিয়াছি; তাহাতে তাঁহারা ব্যবহার করিয়া বিশেষ উপকার পাইয়াছেন। যাহা হউক, আপনার ঔষধের অনির্ব্বচনীয় গুণ, তাহার কোন সন্দেহ নাই। ঈশ্বরের নিকট সদাসর্ব্বদা প্রার্থনা করিতেছি যে, এই পৃথিবীর চারি দিকে ঔষধের গুণ বিস্তারিত হউক। এক্ষণে শরীর বেশ সুস্থ হইয়াছে। এমন মহৌষধ আর কখন আমি দেখি নাই। অনেক ঔষধই ব্যবহার করিয়া ক্লান্ত হইয়াছিলাম, কিন্তু আপনার মহৌষধে

আশ্চর্য্য ফল লাভ করিয়াছি; ইহা কৃতজ্ঞতার সহিত জানাইতেছি। অধিক বলা বাহুল্য নিবেদন ইতি ২০শে আষাঢ় ১৩০৭ সাল।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র বিশ্বাস।
গোকুলখালি পোষ্ট, আলুকদিয়া, নদীয়া।

৩১শ পত্র।

আহ্লাদ-সহকারে জানাইতেছি, যে, আমার আড়াই বৎসরের শিশুসন্তান যে, দেশে প্রায় এক বৎসরের অধিক কাল ম্যালেরিয়া জ্বর, প্লীহা ও লিভার ইত্যাদিতে ভুগিতেছিল, এবং যাহাকে পশ্চিমের এমন উৎকৃষ্ট জল-বায়ু-বিশিষ্ট স্থানে আনাইয়া যাবৎ ৬ মাস কাল ডাক্তারের বিশেষ চিকিৎসাতে রাখিয়াও কোন ফল পাই নাই। কিন্তু সে দিবস আপনাদের "বিজয়া বটিকা" আনাইয়া ব্যবস্থামত সেবন ও প্রলেপাদি প্রদান করাতে বিশেষ উপকার হইয়াছে, ইহা আমি এবং সকলেই প্রত্যক্ষ করিতেছি। রোগটী যে অত্যন্ত কঠিন হইয়াছিল, ইহা অন্যান্য লোক ছাড়া স্বয়ং ডাক্তার বাবুকেও স্বীকার করিতে হইয়াছিল। কিন্তু আপনাদের বিজয়া বটিকা সেবনের পর ঠিক আগুনে জলপ্রদানের মত হইয়াছে। যাহা হউক, যদিও "বিজয়া বটিকা" মূল্য দিয়া ক্রয় করিয়াছি, কিন্তু তথাপি আপনাদের নিকট চিরকৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ হইলাম। এবং জগদীশ্বরের নিকট কায়মনোবাক্যে আপনাদের মঙ্গলকামনা করি। বশংবদ—

শ্রীহরেন্দ্রনাথ বসু।
বেলিয়া (উত্তর পশ্চিমপ্রদেশ)।

৩২শ পত্র।

মহাশয়! আপনার বিজয়া বটিকা এখানকার শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর সাহা মহাশয় আনিয়াছিলেন, আমি তাঁহার নিকট হইতে লইয়া ব্যবহার করিয়া আশাতীত ফললাভ করিয়াছি এবং আমার একটী বন্ধু লোককে সেবন করাইয়াছিলাম, তিনিও তদনুরূপ ফল পাইয়াছেন। আমি ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি যে, আপনার বিজয়া বটিকা ব্রহ্মাস্ত্রের ন্যায় ফল প্রদান করুক। নিবেদন ইতি।

পণ্ডিত শ্রীসতীশচন্দ্র পাল।
পোঃ জোয়াড়ী, কালিকাপুর স্কুল, রাজসাহী।

৩৩শ পত্র।

মহাশয়! আমি কৃতজ্ঞতার সহিত জানাইতেছি যে, আমি ৩ মাস ধরিয়া পুরাতন জ্বরে ভুগিতেছিলাম, আপনাদের 'বিজয়া বটিকা' ব্যবহার করিয়া আমি উত্তমরূপ আরোগ্যলাভ করিয়াছি। বিজয়া বটিকা দেশীয় ডাক্তার-কবিরাজ-বিহীন স্থলে একমাত্র উপযুক্ত ঔষধ বটে, তাহাতে সন্দেহ নাই। আশা করি, ক্রমশঃ আপনাদের উন্নতি হইবে।

শ্রীরাখালদাস বিশ্বাস।
বার্ড কোম্পানীর আফিস, মণিহারী ঘাট, পূর্ণিয়া।

৩৪শ পত্র।

মহাশয়! আমার ভগিনীর প্রায় দেড় মাস হইতে কোন সময় প্রত্যহ ও কোন সময় এক দিন অন্তর এই ভাবে জ্বর হইতেছিল, ঐ সঙ্গে হাত পা জ্বালা করিতেছিল; কখন কখন তরল দাস্ত হইত, কখন বা মল কঠিন হইত, ইত্যাদি নানা প্রকারে যারপর নাই কষ্ট পাইতেছিল। আমার একটী বন্ধু আপনার বিজয়া বটিকা ১নং এক কৌটা আনাইয়া দেওয়ায় তাহা সেবন করায় খুব অল্প সময়ের মধ্যে জ্বর বন্ধ হইয়াছে। হাত-পা-শরীর-জ্বালা সমস্তই গিয়াছে। এক্ষণে শরীর দুর্ব্বল এবং পেট ভার, জীর্ণশক্তি কম আছে; অতএব অনুগ্রহপূর্ব্বক আর ১নং এক কৌটা বিজয়া বটিকা পত্রপাঠ সত্বর পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

শ্রীমহম্মদ মসরতুল্লা সরকার,
ম্যানেজার অফিস দেবীগঞ্জ।
পোঃ দেবীগঞ্জ, জেলা জলপাইগুড়ি।

৩৫শ পত্র।

মহাশয়! ইতিপূর্ব্বে আপনাদের বিজয়া বটিকা সেবনে আমি আশাতীত ফললাভ করিয়াছিলাম; এখন আমার একটী আত্মীয় অনেক দিন যাবৎ জ্বরাদি পীড়ায় জড়িত হইয়াছেন। অতএব পত্র পাওয়া মাত্র ২ নং এক কৌটা বিজয়া বটিকা নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিয়া বাধিত করিবেন। নিবেদন ইতি।

শ্রীহরেন্দ্রনারায়ণ বক্সী। পোঃ শিবালয়,
গ্রাম আরিয়া, জেলা ঢাকা।

৩৬শ পত্র।

টিক্‌রি পাথরখনি, ঘাটশীলা, সিংহভূম হইতে শ্রীযুক্ত রামতারক সরকার লিখিয়াছেন,—'আপনার বিজয়া বটিকা আনাইয়া আমি, এক-জন বৃদ্ধা এবং একজন প্রতিবেশী যুবক এই তিন জনে সেবন করি। তিন জনেই আশ্চর্য্য ঔষধের গুণে বিশেষ ফল পাইয়াছি। বিজয়া বটিকা প্রকৃতই পুরাতন জ্বরের ব্রহ্মাস্ত্র। সকলেরই আহারে রুচি, শরীর সবল ও গ্লানিহীন হইয়াছে।' ১৭ই পৌষ, ১২৯৯ সাল।

৩৭শ পত্র।

মহাশয়! আজ আপনাকে হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। আপনি বিজয়া বটিকা প্রচার করিয়া দেশের যে, কতদূর উপকার সাধন করিয়াছেন, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। আমার কিন্তু একমাত্র পুত্র আপনার বিজয়া বটিকা সেবন করিয়া মৃত্যু-মুখ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে। আজ এক বৎসর ধরিয়া সেই পুত্রবত্নটী জ্বর, প্লীহা, যকৃৎ প্রভৃতি দুশ্চিকিৎস্য রোগে ভুগিতেছিল। আমার সাধ্যা-নুসারে চিকিৎসার ত্রুটি করি নাই। এক বৎস-রের মধ্যে কত ডাক্তার কত কবিরাজ যে দেখা-ইয়াছি, তাহা নির্ণয় করা সহজ নহে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না, রোগ ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, প্লীহা ও যকৃতে পেট এত বড় হইয়া উঠিল যে, পেটের শিরা পর্য্যন্ত গণা যাইত। হাত পা সমস্ত শুষ্ক হইয়া কেবল অস্থিমাত্র সার হইল এবং ক্রমশঃ গাঁইটস্থল সকল ফুলিতে লাগিল। তখন তাহার জীবনের আশা আমরা একেবারে ত্যাগ করিলাম? এ সময় আমার স্ত্রীর মনের অবস্থা যে, কিরূপ শোচনীয় হইয়াছিল, তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন কেহই অনুভব করিতে সমর্থ নহেন। অতি বড় শত্রুরও যেন তেমন দুর্দ্দিন না হয়! আমার স্ত্রী, সেই গতপ্রায়জীবন পুত্র-টীকে বুকে করিয়া দিবারাত্রি অশ্রুবর্ষণ করিত, দেখিয়া আমার বুক ফাটিয়া যাইত। এমন সময় আমার এক বন্ধু,আমার পুত্রের সেই অন্তিম কালে বিজয়া বটিকা সেবন করাইতে পরামর্শ দিলেন। তাঁহার অনুরোধে ঔষধ কিনিলাম বটে, কিন্তু ঔষধে ততটা আস্থা হইল না। মনে করিলাম, নামজাদা ডাক্তার কবিরাজ যে রোগ আরোগ্য করিতে পারিলেন না, সামান্য দশগণ্ডা পয়সা মূল্যের বিজয়া বটিকা সে রোগের কি করিবে? কিন্তু বলিতে কি, পাঁচ দিন নিয়মিত আপনার বটিকা খাওয়াইতে জ্বর একেবারে দূর হইল! ক্রমশঃ প্লীহা কমিল, ফুলা শুকাইল, যকৃৎ নরম হইল এবং দাস্ত সরল হইয়া শরীর দিন দিন পুষ্টি হইতে লাগিল। আমার বোধ হইতেছে, আমার পুত্রটী যেন কোন ভৌতিক ঔষধে বা মন্ত্রবলে আরোগ্য লাভ করিল। এখন সে অপেক্ষাকৃত অনেক হৃষ্টপুষ্ট হইয়াছে, এবং অরুচি ঘুচিয়া বেশ খাইতে পারিতেছে। এক কৌটা বটিকাতেই এতটা উন্নতি হইয়াছে, আর এক বড় কৌটা ডাকযোগে পাঠাইবেন: মনিঅর্ডার করিয়া মূল্য পাঠাইলাম। নিবেদন ইতি। ২রা চৈত্র, ১২৯৮।

শ্রীতারিণীচরণ মজুমদার।

হরিপাল, হুগলী।

৩৮শ পত্র।

মহাশয়! আপনার বিজয়া বটিকা সেবনে এ যাত্রা আমি বাঁচিয়া গেলাম। যিনি ঐ সর্ব্ব-ব্যাধি নাশক বিজয়া বটিকার আবিষ্কর্ত্তা, ঈশ্ব-রের নিকট প্রার্থনা করি, তাঁহার ধনে পুত্রে লক্ষ্মী-লাভ হউক। বর্ত্তমান বৎসরের আশ্বিন মাসে আমার প্রবল জ্বর হয়। দশ বার দিন উপবাস দিয়া কুইনাইন-সেবনে আরোগ্য লাভ করি, কিন্তু পনর দিন না যাইতে যাইতে আবার জ্বর হইল, আবার কুইনাইন খাইলাম, ভালও হইলাম। আবার পাঁচ ছয় দিন পরে জ্বর, আবার কুইনাইন সেবনে জ্বরও বন্ধ হইল।—এইরূপ পৌষ মাস পর্য্যন্ত মাসের মধ্যে তিন চারি বার জ্বর হইত, আর প্রচুর পরিমাণে কুইনাইন খাইয়া জ্বর বন্ধ করিতাম। গত পৌষ মাসে হঠাৎ নাকের ভিতর ঘা হইল এবং তৎসঙ্গে প্রবল জ্বরও হইল। এ দিকে প্লীহা ও যকৃৎ এই দুইটী সমস্ত উদর অধিকার করিয়া বসিয়াছে। এইরূপ অবস্থায় আমি এক মাস কাল শয্যাগত থাকি; আমার পরিবারবর্গ আমার জীবনের আশা এক প্রকার ত্যাগ করিয়াছিলেন। পল্লীগ্রামে অনেক ডাক্তার কবিরাজ দ্বারা চিকিৎসা করাইয়া কোনরূপ ফল না পাওয়াতে আমি কলি-কাতা আসি। আমার তখন এরূপ শোচনীয় অবস্থা যে, গ্রামের প্রায় সমস্ত লোকে মনে করিয়াছিলেন, আমি হয় ত পথেই মারা যাইব। কলিকাতায় আসিয়া প্রায় দেড় মাস কাল,

নিয়মিত কবিরাজী ও ডাক্তারী চিকিৎসা করাইলাম, কিন্তু কিছুই উপকার বোধ করিতে পারিলাম না। অধিকন্তু কলিকাতায় আসিয়া আমার এরূপ অরুচি হইল যে, কোনরূপ আহারীয় সামগ্রীর কাছে যাইলে বমি আসিত। এখন আমি একরূপ নিশ্চয় বুঝিলাম যে, এ যাত্রা আমার আর কিছুতেই রক্ষা নাই। এমন সময় ভাগ্যক্রমে আমার একজন পরমাত্মীয় আমাকে বিজয়া বটিকা খাইতে পরামর্শ দিলেন। তিনি এক বড় কৌটা বিজয়া বটিকা আনাইয়া স্বহস্তে আমাকে উক্ত বটিকা খাওয়াইতে আরম্ভ করিলেন। ছয় সাত দিন খাইতে খাইতেই আমি উপকার বুঝিতে পারিলাম। যে জ্বর ২৪ ঘণ্টাই থাকিত, তাহা একেবারেই বন্ধ হইয়া গেল। ক্রমশঃ প্লীহা ও যকৃৎ হ্রাস হইল, ক্ষুধার উদ্রেক হইতে লাগিল; শরীরে ক্রমশঃ বল পাইলাম। এই এক মাস মাত্র ঔষধ খাইয়াছি, এখন আমার যেরূপ ক্ষুধা হয়, সেরূপ ক্ষুধা আমার কখন হইত কি না, মনে নাই। এখন আমার আর কোন অসুখই নাই। আমি যেন দৈবশক্তি দ্বারা আরোগ্য হইলাম ইতি।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দত্ত
গোতান, বৰ্দ্ধমান।

৩৯শ পত্র।

মহাশয়! আপনার প্রদত্ত বিজয়া বটিকা নামক ঔষধে আমি শ্লেষ্মা ও মাথাধরায় সবিশেষ উপকার পাইয়াছি; চার পাঁচ দিন সেবনেই যে, এরূপ উপকার পাইব, তাহা বোধ ছিল না। এমন ঔষধ অতি বিরল। আশীর্ব্বাদ করিতেছি আপনি জগতের লোককে আরোগ্য করিয়া, বিমল কীর্ত্তি লাভ করুন। ২৭শে বৈশাখ, ১২৯৯ সাল।

আশীঃ—শ্রীদুর্গাপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী।
গ্রাম খয়রাবাদ, জেলা বরিশাল।

৪০শ পত্র।

সবিনয় নিবেদনমিদং—

আপনার বিজয়া বটিকা সেবন করিয়া আমার ভগিনী অনেকগুলি জড়ীভূত রোগ হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে। গত বৎসর কার্ত্তিক মাসের শেষে তাহার জ্বর হয়। কুইনাইন দিয়া সেই জ্বর বন্ধ করা হইয়া ছিল। জ্বর বন্ধ হইল বটে, কিন্তু অল্পদিন পরেই আবার প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় চক্ষু ও হাত পা জ্বালা করিয়া জ্বর হইতে লাগিল। তার উপর এক এক দিন অম্লজনিত বুক-জ্বালায় রোগীকে অস্থির করিয়া তুলিত। ক্রমশঃ প্লীহা দেখা দিল, যকৃতে বেদনা হইল, ডাক্তারি চিকিৎসায় কিছুই উপশম হইল না। তখন আপনার নিকট হইতে এক কৌটা বিজয়া বটিকা আনাইয়া ব্যবস্থাপত্র অনুসারে বটিকা খাওয়াইতে, তিন দিনের দিন জ্বর বন্ধ হইয়া গেল। ক্রমশঃ প্লীহা নরম হইল, যকৃতের বেদনা কমিল, অম্ল এবং অরুচি ঘুচিল। এই ১৮ দিন মাত্র ঔষধ খাইতেছে, ইহারই মধ্যে তাহার এক নূতন চেহারা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আরও কিছু দিন তাহাকে উক্ত ঔষধ খাওয়াইতে ইচ্ছা করিতেছি। অনুগ্রহপূর্ব্বক আর এক কৌটা (ছোট) পাঠাইবেন। আমরা সকলে আপনার নিকট চিরঋণে আবদ্ধ রহিলাম। নিবেদন ইতি।

শ্রীরামসুধীর বসু। ৪৫নং আম্মাণী ষ্ট্রীট,
চিনাবাজার—কলিকাতা।

৪১শ পত্র।

মহাশয়! আমার ভ্রাতাকে ডাক্তারী, কবিরাজী, হোমিওপ্যাথি——নানারূপ চিকিৎসা করাইয়াছিলাম। কিন্তু তার সেই ঘুষঘুষে জ্বর এবং প্লীহা যকৃৎ কিছুতেই নীরোগ হয় নাই। শেষে দুই সপ্তাহ কাল বিজয়া বটিকা সেবন করিয়া, সেই আট মাহার জ্বর বন্ধ হয়। ক্রমান্বয়ে দেড়মাস বিধিপূর্ব্বক বিজয়া বটিকা সেবনের পর আমার ভ্রাতা এক্ষণে নীরোগ হইয়াছে। ১২ই বৈশাখ, ১২৯৯ সাল।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ ঘোষ। কাইতি, বৰ্দ্ধমান।

৪২শ পত্র।

মহাশয়! আপনার প্রেরিত বিজয়া বটিকা সেবন করিয়া আমাদের গ্রামস্থ কয়েক জন রুগ্নকায় শীর্ণ ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে সুস্থতা লাভ করিয়াছেন। সেই জন্য আমিও উক্ত বটিকা লইতে বাধ্য হইলাম। আপনি অনুগ্রহ করিয়া ৩ নং এক বড় কৌটা ভিঃ পিঃ পোষ্টে শীঘ্র পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

শ্রীগুরুপ্রসাদ দাস। মোকাম মুক্তাপুর,
বামনডাঙ্গা পোষ্ট, রংপুর।

৪৩শ পত্র।

মহাশয়! ইতিপূর্ব্বে বিজয়া বটিকা আপনার নিকট হইতে আনাইয়া সবিশেষ ফল প্রাপ্ত হইয়াছি। ঔষধ আর নাই। অতএব অতি সত্বরে ভিঃ পিঃ পার্শেলে ২নং (মাঝারি) আর এক কৌটা বিজয়া বটিকা আমা-বরাবর পাঠাইবেন। আপনাদের বিজয়া বটিকার বিজ্ঞাপন প্রচার হওয়া অবধি এ পর্য্যন্ত চারিবার ঐ ঔষধ আনাইয়াছি,—এবং উহার অসাধারণ গুণের বিষয় সাধারণ্যে প্রকাশ করিতেছি। এ ঔষধ প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ। ২৬শে বৈশাখ, ১২৯৯ সাল।

আশীঃ—শ্রীপূর্ণচন্দ্র দেবশর্ম্মা রায়।
পোষ্ট মহাদেবপুর, ভায়া মাণিকগঞ্জ, ঢাকা।

৪৪শ পত্র।

মহাশয়! আপনার বিজয়া বটিকা প্লীহাযুক্ত জ্বরে আমার জামাতাকে সেবন করাই। তিনি এখন সম্পূর্ণরূপ আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। আপনার আবিষ্কৃত বিজয়া বটিকার অনির্ব্বচনীয় ফল দেখিয়া আমার কোন অধীনস্থ ব্যক্তি, ইহা আনাইবার জন্য অনুরোধ করায় লিখিতেছি, শীঘ্র ৩ নং এক কৌটা বিজয়া বটিকা ভিঃ পিঃ পোষ্টে পাঠাইবেন। প্রার্থনা করি, আপনার আবিষ্কৃত এই মহৌষধ দেশব্যাপ্ত হইয়া পড়ুক। ৯ই জ্যৈষ্ঠ ১২৯৯ সাল।

শ্রীনীলমাধব বাজপেয়ী।
নওয়াগড়, মানভূম।

৪৫শ পত্র।

মহাশয়! গত মাসে এক কৌটা ১ নং বিজয়া বটিকা পাঠাইয়াছিলেন, তাহা দ্বারা চিকিৎসায় ফল লাভ করিয়াছি। এজন্য লিখিতেছি, এই পত্র পাঠ ২ নং এক কৌটা বিজয়া বটিকা অগৌণে ভ্যালুপেবল পার্শেলে পাঠাইবেন, অন্যথা না হয়। ইতি—১লা জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৯ সাল।

শ্রীরাজেন্দ্রমোহন রাউত—ডাক্তার।
গ্রাম সিকারিপাড়া,
পোঃ কৃষ্ণপুর, ঢাকা।

৪৬শ পত্র।

মহিমার্ণবেষু—

ইতিপূর্ব্বে আপনার বিজয়া বটিকা ২নং এক কৌটা আনাইয়া সেবন করাতে আমার পীড়ার অনেক উপশম হইয়াছে। অনুগ্রহপূর্ব্বক ৩নং এক বড় কৌটা ভিঃ পিঃ পোষ্টে নিম্নলিখিত ঠিকানায় আমার নিকট পাঠাইয়া অনুগৃহীত করিবেন। নিবেদন ইতি ৫ই জ্যৈষ্ঠ,১২৯৯ সাল।

শ্রীশশিভূষণ সরকার, হেড্ কনেষ্টবল।
গোশানীমারা আউট পোষ্ট,
শিতাই,—কুচবিহার।

৪৭শ পত্র।

মহাশয়! আপনার বিজয়া বটিকা এক কৌটা আনাইয়াছিলাম। তাহার শুভফল দৃষ্টে পুনর্ব্বার লিখিতেছি, নিম্নলিখিত ঠিকানা অনুসারে ৩নং বড় তিন কৌটা বিজয়া বটিকা পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। ইতি ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৯ সাল।

শ্রীচন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী।
নন্দন নগর, ফুলতলার বাজার, শ্রীহট্ট।

৪৮শ পত্র।

মহাশয়! আপনার বিজয়া বটিকা ৩নং এক বড় কৌটা আনাইয়া দুইটী রোগীকে দিয়াছিলাম। রোগিদ্বয় আপনার ঔষধ খাইয়া ক্রমশই সুস্থ হইয়া উঠিয়াছে। আপাততঃ আর এক ৩নং বড় কৌটা ভিঃ পিঃ পোষ্টে পাঠাইবেন। ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৯। শ্রীমাখনলাল দত্ত।

সেরগড়, চৌবেড়িয়া পোষ্ট—
ভায়া গোপালনগর, যশোহর।

৪৯শ পত্র।

ইতিপূর্ব্বে বিজয়া বটিকা আনাইয়া বিশেষ উপকার পাইয়াছি। শীঘ্র ৩নং আর এক কৌটা ভেলুপেবলে পাঠাইবেন।

শ্রীপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য।
ওকড়সাহা, শ্রীবাটী, বর্দ্ধমান,

৫০শ পত্র।

মহাশয়! আপনার বিজয়া বটিকার গুণে বড়ই আশ্চর্য্য হইয়াছি। আমার একটী বালকের জ্বর, প্লীহায় অনেক বিজ্ঞ কবিরাজের ঔষধ সেবনেও কোন ফল না হওয়ায়, এক কৌটা বিজয়া বটিকা আনাইতে বাধ্য হইয়াছিলাম। কিন্তু প্রত্যক্ষ ফল পাইয়া বড়ই আনন্দিত হইয়াছি। বালকটী এক কৌটা ঔষধ সেবনে

সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইয়াছে। এক্ষণে অন্য অন্য রোগিগণের অনুরোধক্রমে লিখিতেছি যে, আর ৩নং বড় ৪ কৌটা বিজয়া বটিকা অবিলম্বে ভেলুপেবলে পাঠাইবেন। ইতি ৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৯ সাল।

শ্রীগোলকচন্দ্র মিত্র। শৌলমারী গ্রাম,
মল্লিকের হাট পোষ্ট, জলপাইগুড়ী।

৫১শ পত্র।

মহাশয়! নিম্নলিখিত ঠিকানায়, ৩নং এক বড় কৌটা বিজয়া বটিকা ভ্যালুপেবলে পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। ইতিপূর্ব্বে একটী ছোট কৌটা আনাইয়াছিলাম, তাহাতে অনেকটা উপকার দর্শিয়াছে। ১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৯ সাল।

শ্রীসুরথনাথ বসু। কেয়ার অব বাবু গোপাল চন্দ্র রায়। এমিগ্রেশন এজেণ্ট, নৈহাটী, ২৪ পরগণা।

৫২শ পত্র।

মহাশয়! ইতিপূর্ব্বে ১নং এক কৌটা বিজয়া বটিকা আনাইয়াছিলাম। তাহা সেবনে রোগী উত্তমরূপে আরোগ্য-লাভ করিয়াছে। এক্ষণে অন্য এক রোগীর জন্য ১নং এক কৌটা বিজয়া বটিকা ভিঃ পিঃ পোষ্টে পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। ২রা জ্যৈষ্ঠ ১২৯৯।

শ্রীঅক্ষয়কুমার বিদ্যাবিনোদ।
৫১নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৫৩শ পত্র।

মহাশয়! আপনার বিজয়া বটিকা অভাবনীয় শক্তিশালিনী। গুণ দেখিয়া আমি বিমোহিত হইয়াছি। ইতিপূর্ব্বে ১নং বড় এক কৌটা আনাইয়াছিলাম, তদ্দ্বারা মহৎ উপকার প্রাপ্ত হইয়াছি। আশাতিরিক্ত ক্রিয়াদর্শনে আনন্দহৃদয়ে সহস্র ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

শ্রীমহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।
সুথাই—ময়মনসিংহ।

৫৪শ পত্র।

সবিনয়-নিবেদনমিদং—

আপনার নিকট হইতে ইতিপূর্ব্বে যে দুই কৌটা বিজয়া বটিকা আনাইয়াছিলাম তাহাতে আশাতিরিক্ত ফললাভ করিয়াছি। আমার আত্মীয় জনৈক স্ত্রীলোক অনেক দিন হইতে পুরাতন জ্বর প্লীহা ও অরুচি রোগে অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছিলেন। দুই দিন ভাল থাকিলে, পাঁচ দিন শয্যাগত থাকেন। কোথাও কিছু নাই, সহসা কম্প দিয়া জ্বর আসিল; আবার দুই চারি দিন পরে আপনা হইতেই সারিয়া গেল। কয়েক দিন পরে আবার সেইরূপ জ্বর। এইরূপে মাসে পাঁচ সাত বার জ্বরাক্রান্ত হইতেন। কিন্তু বিজয়া বটিকা-সেবনারম্ভ হইলে আপনা হইতেই জ্বর ত্যাগ হইল। ১৮টী মাত্র বটিকা সেবনেই স-উপসর্গ জ্বর সম্পূর্ণরূপ ত্যাগ পাইয়াছে। পূর্ব্বে অনেকরূপ ঔষধ সেবনেও রোগীর কোন উপকার হয় নাই। বিজয়া বটিকা যে সর্ব্বত্র বিজয় লাভ করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। সম্প্রতি ৩নং বড় কৌটা আর একটী ও ১নং ছোট কৌটা একটী এই দুই কৌটা ঔষধ ভিঃ পিঃ পোষ্টে পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। নিবেদন ইতি। ১১ই জুন, ১৮৯৯।

শ্রীললিতমোহন দে—পোষ্টমাষ্টার।
পোঃ শালডাঙ্গা, জলপাইগুড়ী।

৫৫শ পত্র।

গত দুই বৎসর যাবৎ আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ম্যালেরিয়া জ্বরে কষ্ট পাইতেছিল। অনেকরূপ চিকিৎসা দ্বারা এ পর্য্যন্ত আরোগ্যলাভ করে নাই। ঔষধ সেবনে দুই দিবস হয় ত ভাল থাকে, আবার তৃতীয় দিবসে কম্প দিয়া জ্বর আসে, এইরূপে দুই বৎসর গত হয়। ভ্রাতাও এক রকম শয্যাশায়ী হয়। অবশেষে বিজয়া বটিকা আনাইয়া আটটী মাত্র বটিকা সেবন করাইয়া বিশেষ ফল প্রাপ্ত হই। অদ্য দুই মাস হইল, সে সম্পূর্ণরূপে সুস্থ আছে। এক্ষণে সে প্রায় দুই ক্রোশ পথ বেড়াইতে সক্ষম। বিজয়া বটিকা প্রকৃতই ম্যালেরিয়া জ্বরের ব্রহ্মাস্ত্র।

শ্রীবসন্তকুমার বসু।
ষষ্ঠীতলা, নারিকেলডাঙ্গা,—কলিকাতা।

৫৬শ পত্র।

মহাশয়! বিজয়া বটিকার অসাধারণ গুণদর্শনে আমি যে, কিরূপ সন্তুষ্ট হইয়াছি, তাহা আমার লেখনী দ্বারা প্রকাশ করিতে অক্ষম। আমার

পুত্র প্রায় দুই মাস যাবৎ জ্বর পীড়ায় কষ্ট পাইতেছিল; কিছুতেই আরোগ্য হয় নাই। কিন্তু আপনার বিজয়া বটিকা সেবনে সে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়াছে।

শ্রীশ্রীনাথ দাস— নেটিব ডাক্তার।
আজাপুর, বর্দ্ধমান।

৫৭শ পত্র।

ইতিপূর্ব্বে আপনার নিকট হইতে ২ নং কৌটা যে বিজয়া বটিকা আনাইয়াছিলাম, তাহাতে এতদূর ফল লাভ হইবেক, তাহা আমি কখন মনে স্থান দিই নাই। কিন্তু স্বচক্ষে উক্ত বিজয়া বটিকার গুণ দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম। আমাদের বাটীর কোন ব্যক্তির অত্যন্ত প্লীহা ও যকৃৎ হওয়াতে প্রায় প্রত্যহ রাত্রে জ্বর হইত ও কাসি এতদূর হইয়াছিল যে, তাহার তাড়নায় রোগী অস্থির হইয়াছিল। কিন্তু মহাশয়ের বিজয়া বটিকা তিন দিবস মাত্র সেবন করিয়া রোগীর অর্দ্ধেক ব্যারাম দূর হয়; তৎপরে কৌটার অবশিষ্ট বটিকা সেবন করিয়া সে সম্পূর্ণ আরোগ্য-লাভ করিয়াছে। এমন প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ ঔষধ কখন দেখি নাই।

শ্রীতারিণীচরণ বিশ্বাস।
আসিষ্টাণ্ট ম্যানেজার,—জলপাইগুড়ী

৫৮শ পত্র।

মহাশয়! আপনার আবিষ্কৃত বিজয়া বটিকা সেবনে আমি আশাতিরিক্ত ফল পাইয়াছি। আমার চারি মাসের জীর্ণজ্বর আপনার ঔষধে আরাম হইয়াছে।

শ্রীগিরিশচন্দ্র লাহিড়ী।
ম্যানেজার—ছোটতরফ নাটোর রাজধানী।

৫৯শ পত্র।

আপনার বিজয়া বটিকার গুণ অতুলনীয়। আমার কন্যা, দেড় বৎসর যাবৎ জ্বরবোগে ক্লেশ পাইতেছিল। সাধ্যানুরূপ চিকিৎসা করাইয়া শেষে কলিকাতার কয়েক প্রকার পেটেণ্ট ঔষধ খাওয়াইয়া, তাহার পীড়ার শান্তি করিতে পারি নাই। কিন্তু আপনার বিজয়া বটিকায় কন্যা সম্পূর্ণরূপ আরোগ্য হইয়াছে। আশা করি, ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত বঙ্গদেশের প্রত্যেক পল্লী-গ্রামে আপনার মহৌষধ অচিরে পরিচিত হইবে।

শ্রীরামব্রহ্ম ভট্টাচার্য্য।
বহেরা, সাতক্ষীরা,—খুলনা।

৬০শ পত্র।

মহাশয়! আপনাদের বিজয়া বটিকা সেবনে, আমার জ্বর, প্লীহা এবং যকৃৎ রোগ আরোগ্য হইয়াছে। এমন উপকারী আশুফলপ্রদ ঔষধের গুণাবলী একমুখে বর্ণন করিতে পারি না। আমি আপনাদের নিকট চিরকৃতজ্ঞ হইলাম। আমার জীবন যায়-যায় হইয়াছিল; এলোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি এবং আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ যখন সকলই নিষ্ফল হইল, তখন আর কোন ভরসাই রহিল না। কিন্তু বিজয়া বটিকা সেবনে বুঝিতে পারিলাম, ইহার গুণ মন্ত্রশক্তিময়। এমন ঔষধ আর আবিষ্কৃত হয় নাই। প্লীহা ও যকৃত সংযুক্ত জ্বর আরোগ্য করিতে ইহা ধন্বন্তরি-স্বরূপ। আমার কয়েকটী প্রতিবেশীকেও এই ঔষধ সেবন করাইয়া ম্যালেরিয়া জ্বর হইতে মুক্ত করিয়াছি। তাহারা সকলেই ইহার গুণে বিমোহিত।

বশংবদ,
শ্রীবঙ্কচন্দ্র রায়, কাপাসহাটিয়ার তালুকদার।
তাতারকান্দি পোঃ ময়মনসিংহ।

৬১ম পত্র।

পূর্ব্বে আপনার নিকট হইতে ৩নং বিজয়া বটিকা এক কৌটা ঔষধ আনাইয়া, একটি রোগীকে সেবন করাইতেছি। রোগীর প্লীহা ও যকৃৎ বর্দ্ধিত হইয়া সমস্ত পেট জুড়িয়া গিয়াছিল; অল্পদিন ঔষধ সেবনেই সবিশেষ উপকার লাভ হইয়াছে। অনুগ্রহপূর্ব্বক ২টী বড় কৌটা (৩নং) ভিঃ পিঃ পোষ্টে শীঘ্র পাঠাইয়া দিবেন।

শ্রীবিষ্ণুচন্দ্র শর্ম্মণঃ চট্টোপাধ্যায়।
জেলার, সেন্‌ট্রাল জেল, ভাগলপুর।

৬২ম পত্র।

আপনার বিজয়া বটিকায় অত্যন্ত উপকার প্রাপ্ত হইতেছি। আমরা এ পর্য্যন্ত যত বিজয়া বটিকা আনিয়াছি, তাহাতে যার-পর-নাই ফল প্রাপ্ত হইয়াছি। এজন্য পুনরায় মহাশয়কে লিখি,

৩নং দুই কৌটা বিজয়া বটিকা অনুগ্রহ করিয়া পাঠাইবেন।

শ্রীরমেশচন্দ্র সান্যাল।
ছাতিন গ্রাম,সুলতানপুর পোঃ, জেলা বগুড়া।

৬৩শ পত্র।

আমি প্রায় ২।৩ মাস পর্য্যন্ত জ্বরে ভুগিয়া নানারূপ চিকিৎসা করিয়া কোনও ফল না পাইয়া, অবশেষে আপনাদের এক কৌটা বিজয়া বটিকা সেবন করিয়াছিলাম, তাহাতে আমার ব্যারাম সম্পূর্ণ নিঃশেষ হইয়াছে। আমি বেশ জানিয়াছি যে, বিজয়া বটিকা পুরাতন জ্বর ও প্লীহার মহৌষধ। এখন আমি রীতিমত আরোগ্য লাভ করিয়াছি, পূর্ব্বের ন্যায় শরীরের অবস্থা হইয়াছে। জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, আপনাদের যশঃসৌরভ দিগ্দিগন্ত-ব্যাপী হউক।

শ্রীযোগেন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।
সিতরা পোঃ, গ্রাম সিতরা।

৬৪শ পত্র।

মহাশয়! আপনার বিজয়া বটিকা ২নং কৌটা আমার ভ্রাতুষ্পুত্রীর জন্য আনাইয়াছিলাম, তাহা ৩ দিন সেবন করায় জ্বর একেবারে বন্ধ হয়, তৎপরে সম্পূর্ণরূপ আরোগ্যলাভ করিয়াছে। এক্ষণে আপনাকে হর্ষভরে লিখিতেছি যে, এরূপ ৩ মাসের পুরাতন জ্বর ৩ দিন বিজয়া বটিকা সেবন করায় আরোগ্য হইয়াছে ও এক্ষণে স্নান আহার পূর্ব্বমত চলিতেছে। ধন্য বিজয়া বটিকা! ধন্য আবিষ্কর্ত্তা!!

শ্রীচন্দ্রমোহন পাণিগ্রাহি।
গ্রাম বিজরাবাদী, পোঃ গিধনী,
জেলা মেদিনীপুর।

৬৫শ পত্র।

মরেলগঞ্জ খুলনা হইতে শ্রীযুক্ত বাবু বরদাকান্ত রায় লিখিয়াছেন;—'ক্রমান্বয়ে দুই বৎসর যে জ্বররোগ আমাকে নির্য্যাতন করিয়াছিল, কুইনাইনাদি ঔষধে যে রোগ আরোগ্য হয় নাই, আপনার বিজয়া বটিকায় সে রোগ আরোগ্য হইয়াছে। এ ঔষধের গুণ অনির্ব্বচনীয়। ১৭ই পৌষ ১২৯৯ সাল।'

৬৬শ পত্র।

কলিকাতার হিন্দুস্কুল হইতে শ্রীযুক্ত বাবু রমেশচন্দ্র রায় মহাশয় ইংরাজীতে যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম এই—

মহাশয়! আপনার বিজয়া বটিকা রোগ দূরীকরণে যেরূপ অভাবনীয় ও অত্যাশ্চর্য্য মহাশক্তি দেখাইয়াছে, তাহাতে আমি কি পর্য্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি, তাহা এই সামান্য পত্রে লিখিয়া কি জানাইব? ইহার মত রক্তপরিষ্কারক ঔষধ অতি বিরল; ম্যালেরিয়া জ্বরে ইহা মন্ত্রৌষধির ন্যায় কার্য্য করে। ১৭ই পৌষ ১২৯৯ সাল।'

৬৭শ পত্র।

ইতিপূর্ব্বে কয়েকদফা আপনার ভুবনবিখ্যাত বিজয়া বটিকা ডাকযোগে আনাইয়া, বিশেষ ফল প্রাপ্ত হইয়াছি। আপনার বিজয়া বটিকার প্রতি আমার বিশেষ আস্থা জন্মিয়াছে। সকল গৃহী-ব্যক্তির এই সময়ে বিজয়া বটিকা ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। পুনরায় লিখিতেছি যে, আমার নামে নিম্নের ঠিকানায় ২ নম্বর বিজয়া বটিকা নিয়মাবলী সহ এক প্যাকেট ভিঃ পিঃ ডাকে পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। অনেক বন্ধু বান্ধবের নিকট আপনার বিজয়া বটিকার প্রশংসা করিয়া থাকি।

শ্রীসৈয়দ মেহের আলি।
পোঃ চৌঘুরিয়া, সাতগেছিয়া, জেলা বর্দ্ধমান।

৬৮শ পত্র।

ফরিদপুর—কবিরাজপুর—দোলকুণ্ডী হইতে ডাক্তার শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত দাস গুপ্ত লিখিয়াছেন,—"সন্তোষের সহিত জানাইতেছি, বিজয়া বটিকার অপরিসীম ফল দর্শনে বড়ই সুখী হইয়াছি। আমি বহুদিন হইতে চিকিৎসা ব্যবসা করিতেছি, কিন্তু এরূপ আশু-প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ ঔষধ অদ্যাবধি আমার নয়নগোচর হয় নাই। প্রায় দুই বৎসর হইল, আমার একটী রোগী প্লীহা-যকৃতাদি উৎকট ব্যাধিপ্রাপ্ত হইয়া কষ্ট পাইতেছিল, অনেকানেক বিচক্ষণ ডাক্তার কবিরাজও দেখান হইয়াছিল। কিন্তু ফল কিছুই হয় নাই। তৎপরে আপনার ২নং এক কৌটা বিজয়া বটিকায় সে রোগী সম্পূর্ণরূপ আরোগ্য হইয়াছে। আপনি বিজয়া বটিকা সৃষ্টি করিয়া অনেক ডাক্তার কবিরাজের অর্থ উপায়ের পথ সুগম করিয়া দিয়াছেন। ২৪শে ভাদ্র, ১৩০৬ সাল।"

৬৯ম পত্র।

মহাশয়! অত্যন্ত আহ্লাদের সহিত জ্ঞাত করাইতেছি যে আমার একটী ভ্রাতার জ্বর এবং প্লীহা ও যকৃৎ হয়। ডাক্তারী ও কবিরাজীমতে চিকিৎসা করাইয়া কোন ফল না দর্শায়, ১নং এক কৌটা বিজয়া বটিকা আনাইয়া, তাহাকে ব্যবহার করাই। বিজয়া বটিকা ব্যবহারের দ্বিতীয় দিনে অর্থাৎ ২৪ ঘণ্টায় জ্বর বন্ধ হয়। পরে ২নং ১ কৌটা বিজয়া বটিকা ব্যবহার করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়াছে। ২ মাসের অবিরাম প্লীহা ও যকৃৎ-সংযুক্ত জ্বর সপ্তাহে আরোগ্য হইবার পক্ষে বিজয়া বটিকা অব্যর্থ মহৌষধ। এই প্রকার আশু উপকার দেখিয়া, গ্রামস্থ অপর একটী ভদ্রলোক, ১নং এক কৌটা বিজয়া বটিকা আনাইয়া, একটী পুরাতন রোগীকে ব্যবহার করাইয়াছেন। ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই তাহার জ্বর বন্ধ হইয়াছে। সেও এই বটিকায় নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। বিজয়া বটিকার এইরূপ অদ্ভুত অপরিসীম ক্ষমতা দেখিয়া সুখী হইলাম। বিজয়া বটিকাসহ নিয়মিতরূপে আপনাদের পাচন ব্যবহার করিলে, সকল প্রকার জ্বরই যে আশু উপশম হয়, তাহা নিঃসন্দেহ। ইতি।

শ্রীযদুনাথ বাগচী ডাক্তার ভি, এল, এম, এস। ইণ্ডু-ইউরোপিয়ান মেডিকাল ডিস্পেন্সারি, সারুটিয়া, শৈলকুপা, যশোহর।

৭০ম পত্র।

মহাশয়! আপনার বিজয়া বটিকার অত্যাশ্চর্য্য গুণ। আমি ইহার পূর্ব্বে এরূপ প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ মহৌষধ আর কখনও দেখি নাই। আমার একমাত্র ভাগিনাটী আজ প্রায় এক বৎসর হইল, জ্বর প্লীহারোগে ভুগিতেছিল। অনেক বড় বড় ডাক্তার ও কবিরাজের দ্বারা চিকিৎসা করান হইয়াছিল। কিন্তু জ্বর কিছুতেই ছাড়ে নাই অবশেষে অন্তিমকালে বিজয়া বটিকা আনাইয়া সেবন করানতে জ্বর এককালে আরাম হইয়া গেল। এক্ষণে ভাগিনা দিন দিন বল পাইতেছে, শরীর বেশ ফিরিয়াছে। ৩নং বড় কৌটা শীঘ্র ভিঃ পিঃ ডাকে পাঠাইবেন। ৯ই আশ্বিন, ১২৯৯।

শ্রীসুরথলাল বসু। দেবানন্দপুর,—হুগলী।

৭১শ পত্র।

নদীয়ার অন্তর্গত শান্তিপুরের জমিদার শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকুমার প্রামাণিক মহাশয় লিখিয়াছেন;—

"অনেক রকম জ্বরের ঔষধ ব্যবহার করিয়া জ্বর-যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি না পাওয়ায়, শেষে বিজয়া বটিকা ব্যবহার করিয়া এ যাত্রা বাঁচিয়াছি। সকলের ঘরে বিজয়া বটিকা রাখা কর্ত্তব্য। ইহা ঘরে থাকিলে, সাহস থাকে।" ২৪শে ভাদ্র, ১৩০৬ সাল।

৭২ম পত্র।

ব্রাহ্মণগ্রাম, রূপগঞ্জ পোষ্ট,ঢাকা হইতে শ্রীযুক্ত হরিমোহন ভট্টাচার্য্য লিখিয়াছেন,—"আমার প্রতিদিন জীর্ণ জ্বর হইত, দারুণ শিরঃপিড়া ছিল। হাত, পা ও চক্ষু জ্বালা বিলক্ষণ ছিল, ক্ষুধামান্দ্য হেতু এককালে আহারে রুচি থাকে নাই। কিন্তু আপনার ঔষধের গুণে সাত দিন মাত্র প্রত্যহ দুই বার করিয়া বিজয়া বটিকা সেবনে সমস্ত উপসর্গ নিবারণ হওয়ায় আমি সম্পূর্ণরূপ সুস্থ হইয়াছি।" ১৭ই পৌষ, ১২৯৯।

৭৩ম পত্র।

হাবড়া জেলার সাঁতরাগাছি হইতে শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ইংরেজিতে যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম এই :—

মহাশয়! আজ অতীব আনন্দের সহিত আমি আপনাকে জানাইতেছি যে, আপনার বিজয়া বটিকা পরিবারস্থ ব্যক্তিবর্গকে এবং ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত স্থানের বহু ব্যক্তিকে গত কয়েক মাস হইতে ব্যবহার করাইয়া, আশ্চর্য্য ফল লাভ করিয়াছি। আপনি বিজয়া বটিকার যে সমস্ত গুণের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি। বিজয়া বটিকা আপনার গুণে আপনিই ধন্য। ২রা আশ্বিন, ১২৯৯ সাল।

৭৪ম পত্র।

মহাশয়! আপনার দোকান হইতে, আজ দুই বৎসর গত হইল, ১ নং ও ৪নং দুই কৌটা বিজয়া বটিকা আনাইয়া, আমার কোন আত্মীয়কে মৃতবৎ অবস্থায় ব্যবহার করাইয়া তাঁহার জীবন পাইয়াছি। ইতিমধ্যে আমার আরও দুইটী আত্মীয় জ্বর-প্লীহা ইত্যাদি অসুখে ভুগিতেছেন। এ কারণে লিখি, ব্যবস্থাপত্রসহ ৪নং এক কৌটা বিজয়া বটিকা পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

শ্রীললিতমোহন চক্রবর্ত্তী।
হোগলডাঙ্গা, শ্রীপুর, যশোহর।

৭৫শ পত্র।

মহাশয়ের বিজয়া বটিকা কয়েকদফা ব্যবহার করিয়া আশাতীত ফললাভ করিয়াছি। পুনরায় আবশ্যক হওয়ায় লিখিতেছি, আমার নিমিত্ত ১নং কৌটার ১৮ বড়ি বিজয়া বটিকা ভিঃ পিঃ পোষ্টে পাঠাইবেন, বিলম্ব করিবেন না। ইতি, সন ১৩০৬। ৯ই কার্ত্তিক।

শ্রীহরিবোল ভট্টাচার্য্য।
বাসুদেবপুর গ্রাম, জলঙ্গী পোষ্ট,
জেলা মুর্শিদাবাদ।

৭৬ম পত্র।

মহাশয়! আমি ইতিপূর্ব্বে বিজয়া বটিকা সেবন করিয়া, বিশেষ ফললাভ করিয়াছি। এক্ষণে ২নং আর এক কৌটা পাঠাইয়া উপকৃত করিবেন। নিবেদন ইতি। ১৩০৬।২৩শে কার্ত্তিক।

শ্রীঅশ্বিনীকুমার চক্রবর্ত্তী।
গ্রাম গাভাপশ্চিম পাড়া,
পোঃ বানরিপাড়া, বরিশাল।

৭৭ম পত্র।

আপনাদের বিজয়া বটিকা প্রায়ই আমি লইয়া থাকি, ফলও বিশেষ পাই। এক্ষণে দুই নম্বর এক কৌটা বিজয়া বটিকা শীঘ্র পাঠাইবেন।

শ্রীদৈবচন্দ্র রায়।
গ্রাম জাড়িয়া, ফকিরহাট, খুলনা।

৭৮ম পত্র।

আমি বিজয়া বটিকা যাহাকেই সেবন করিতে দিয়াছি, তিনিই ফল পাইয়াছেন। এক্ষণে আর এক কৌটা ৩নং পাঠাইয়া দিবেন। ইতি।

শ্রীঅভয়াচরণ পাল। গ্রাম নওপাড়া,
পোষ্ট সোণারপুর, জেলা ফরিদপুর।

৭৯ম পত্র।

আপনার বিজয়া বটিকা দুইবার আনাইয়া বিশেষ উপকার পাইয়াছি। পুনরায় ২নং ৩৬ বটিকা অতি সত্বর ভিঃ পিঃ পোষ্টে পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। নিবেদন ইতি সন ১৩০৬। ২৪শে কার্ত্তিক।

শ্রীবঙ্কুবিহারী মণ্ডল।
মহিমপুর, কোমরগঞ্জ পোঃ
জেলা দিনাজপুর।

৮০শ পত্র।

১৩০৪ সালে আমার একটী বালক জ্বরে, ক্রমিং ব্যায়ারামে দুই বৎসর ভুগিয়াছিল। ডাক্তারি ও কবিরাজী মতে অনেক দিন চিকিৎসা করান হয়। কিছুতেই আরাম না হওয়ায়, শেষে বিজয়া বটিকা তিন মাস কাল সেবন করায়, আরাম হইয়াছে। বালকটী এক বৎসর পর্য্যন্ত ভাল আছে। এক্ষণে আর একটি বালিকা সেই রকম ক্রমি জ্বরে দুই মাস পর্য্যন্ত ভুগিতেছে। এখানকার চিকিৎসা করায় ভাল হইয়াছিল। কিন্তু ২১ দিন পরে আবার ভয়ানকরূপে জ্বর আরম্ভ হয়। আপনার পূর্ব্ব-প্রেরিত বিজয়া বটিকার ৪টি মাত্র বটিকা অবশিষ্ট ছিল। তাহার দ্বারা জ্বর বন্ধ করিয়াছি। অনুগ্রহ পূর্ব্বক শীঘ্র ৩নং ১ কৌটা বিজয়া বটিকা আমার নামে ভ্যালুপেবেল পোষ্টে পাঠাইবেন।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মাধিকারী; গিরাই গ্রাম,
টেপা মধুপুর পোঃ, জেলা রঙ্গপুর।

৮১ম পত্র।

মহিমাবরেষু—ইতিপূর্ব্বে আমার নামে যে ৩ নং এক কৌটা বিজয়া বটিকা পাঠাইয়াছিলেন, তাহা দ্বারা তিন জনের জ্বর আরোগ্য হইয়াছে। পুনরায় অন্য তিন জনের জ্বর হইয়াছে। অনুগ্রহপূর্ব্বক অতি সত্বরে ৩নং আর এক কৌটা ভিঃ পিঃ ডাকে পাঠাইয়া বাধিত করিবেন, পাঠাইতে বিলম্ব না হয়। নিবেদন ইতি সন ১৩০৬ ২৩শে কার্ত্তিক।

নিঃ—শ্রীযোগেন্দ্রপ্রসাদ সেন গুপ্ত।
গ্রাম তেলাই, পোঃ সোনাপুর,
জেলা ফরিদপুর।

৮২ম পত্র।

আপনার বিজয়া বটিকা, আমার ও আমার পরিবারবর্গের অতি বিশ্বাসী নির্দ্দিষ্ট ঔষধ। আমার বিবেচনায় বাঙ্গালীর পক্ষে ইহা একটী সর্ব্বপ্রধান ঔষধ। যাহা হউক আমার জন্য ২নং ৩৬টী বটিকা-পূর্ণ এক কৌটা বিজয়া বটিকা আমার নামে ভিঃ পিঃ ডাকে অনুগ্রহপূর্ব্বক পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। ইতি।

শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, হেড্ পণ্ডিত।
সাতক্ষীরা এম, ভি, স্কুল, পোঃ সাতক্ষীরা,
জেলা খুলনা।

৮৩ম পত্র।

মহাশয়। আপনার বিজয়া বটিকা সেবনে এখানে বহুতর লোক আরোগ্য হইয়াছেন। ঈশ্বর করুন, আপনার ঔষধ চিরকাল বিরাজমান থাকে। উপস্থিত ১নং এক কৌটা পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। নিবেদন ইতি সন ১৩০৬ সাল ২৩শে কার্ত্তিক।

শ্রীকুঞ্জবিহারী রায়। গ্রাম রামচন্দ্রপুর,
পোঃ লেগো, জেলা বাঁকুড়া।

৮৪ম পত্র।

মহাশয়। আপনার নিকট দুই বারে ৩ কৌটা বিজয়া বটিকা আনাইয়া, আমার বালকটীকে ব্যবহার করাইয়া, বিশেষ উপকার পাইয়াছি। সুতরাং আরও ৩ নং ১ কৌটা বিজয়া বটিকা ভিঃ পিঃ ডাকে নিম্নের ঠিকানায় আমার নামে পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। নিবেদন ইতি ১৩০৬ সাল ২২শে আশ্বিন।

শ্রীশশিভূষণ ভট্টাচার্য্য। শ্যামনগর গ্রাম,
পাটুল পোষ্ট, জেলা রাজসাহী।

৮৫ম পত্র।

বিজয়া বটিকায় আমি আশাতীত ফল পাইয়াছি। এক্ষণে বিজয়া বটিকা ফুরাইয়া যাওয়ায় লিখিতেছি, ৪নং গার্হস্থ্য এক কৌটা শীঘ্র পাঠাইবেন। ইতি।

শ্রীমতিলাল কর্ম্মকার।
পোঃ গোস্বামী-দুর্গাপুর, জেলা নদীয়া।

৮৬ম পত্র।

অতি সত্বর অর্থাৎ শুক্রবার যাহাতে ঔষধ আমি পাই, তাহা করিবেন। ৩নং কৌটা (বিজয়া বটিকা) ভিঃ পিঃ পার্শেলে পাঠাইয়া দিবেন। আমি আরও কয়েকবার ঔষধ আনাইয়া বিশেষ ফললাভ করিয়াছি। ১৮ই আশ্বিন, ১৩০৬।

নিঃ শ্রীমনোমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ফোর্থ শিক্ষক। লক্ষ্মীপাশা হাই স্কুল, লোহাগড়া, যশোহর।

৮৭ম পত্র।

মান্যবরেষু। ইতিপূর্ব্বে আপনার নিকট হইতে ক্রমান্বয়ে বিজয়া বটিকা তিনবার আনাইয়া, ব্যবহার করান হইয়াছে। সকলেই উত্তম ফল পাইয়াছে। এক্ষণে অতি সত্বরে ৪নং এক কৌটা বটিকা ভিঃ পিঃ পোষ্টে পাঠাইবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ তালুকদার। নওয়াপাড়া গ্রাম,
মধ্যমতরফ, লালপুর পোঃ, জেলা রাজসাহী।

৮৮ম পত্র।

আমি আপনার বিজয়া বটিকা বহুবার আনাইয়া অনেক উপকার পাইয়াছি। এক্ষণে ৩নং আরও একটী কৌটা আমার পুত্রের জন্য ভিঃ পিঃ ডাকে পাঠাইবেন।

শ্রীপ্যারীমোহন গুহ, মোক্তার।
কালীবাড়ী, বরিশাল।

৮৯ম পত্র।

আপনার নিকট হইতে পূর্ব্বে দুই কৌটা বিজয়া বটিকা আনাইয়া বিশেষ ফল পাইয়াছিলাম। পুনরায় লিখিতেছি, অনুগ্রহপূর্ব্বক ২নং কৌটা একটী পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

শ্রীসাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।
পোঃ মধুপুর, মুর্শিদাবাদ।

৯০ম পত্র।

মহাশয়,—ইতাগ্রে ৩নং এক কৌটা বিজয়া বটিকা আনাইয়া, সেবনান্তে আশাতীত ফললাভ করিয়াছি। উহা পুরাতন জ্বরে যে অব্যর্থ ফলপ্রদ, তাহা বলাই বাহুল্য। যাহা হউক, অদ্য পুনঃ লিখি, এই পত্র পাওয়া মাত্র, অতি সত্বর ৩নং ১ কৌটা বিজয়া বটিকা নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া অনুগৃহীত করিতে আজ্ঞা হয়। নিবেদন ইতি ১৮৯৯ সাল ৯ই নবেম্বর।

শ্রীবাহু আখন্দ। ফকিরপাড়া,
পোঃ এরাণ্ডী, জেলা বগুড়া।

৯১ম পত্র।

বিহিতসম্মানপুরঃসরনিবেদনমেতৎ—

মহাশয়ের নিকট হইতে যত বার বিজয়া বটিকা আনাইয়াছি, তত বারই আশাতিরিক্ত ফললাভ করিয়াছি। বিজয়া বটিকার যে সমস্ত মহৎগুণ আছে, তাহা বর্ণনাতীত।

শ্রীফটিকচন্দ্র দাস।
পোঃ দেবীগঞ্জ, জেলা জলপাইগুড়ী।

৯২ম পত্র।

ইতিপূর্ব্বে আপনার নিকট হইতে এক কৌটা বিজয়া বটিকা আনাইয়া, বিশেষ উপকার পাইয়াছি। এক্ষণে নিবেদন, এই যে, নিম্নলিখিত ঠিকানায় ১নং বিজয়া বটিকা আরও এক কৌটা পাঠাইয়া উপকৃত করিবেন। নিবেদন ইতি ১৮৯৯ সাল ৬ই নবেম্বর।

শ্রীসেখ সারুওল্লা মণ্ডল, সাং আলমপুর,
পোষ্ট গোমস্তাপুর, জেলা মালদহ।

৯৩ম পত্র।

সবিনয়নিবেদনমিদং—

এখানকার শ্রীযুক্ত সীতানাথ দত্ত মহাশয়, আপনার ৩নং এক কৌটা বিজয়া বটিকা আনাইয়া, আমাকে দেওয়াতে আমি বিশেষ ফললাভ করিয়াছি। আপনি এই পত্র পাঠমাত্র ৩নং আর এক কৌটা বিজয়া বটিকা ভিঃ পিঃ ডাকযোগে পাঠাইবেন। শ্রীকরমান মণ্ডল,
সাহাপুর, আন্দুলবেড়িয়া, নদীয়া।

৯৪ম পত্র।

মহাশয়! অনুগ্রহ করিয়া নিম্নলিখিত ঠিকানায় ১ নং তিন কৌটা বিজয়া বটিকা পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। আপনার বিজয়া বটিকা সেবনে আমি অত্যন্ত উপকার পাইয়াছি। পূর্ব্বে আমি অত্যন্ত দুর্ব্বল ছিলাম। আপনার বিজয়া বটিকা সেবন করিয়া, আমি এক্ষণে সুস্থতা এবং বল লাভ করিয়াছি। ঈশ্বরেরব নিকট প্রার্থনা করি, আপনার বিজয়া বটিকার দিন দিন উন্নতি হউক।

শ্রীঅখিলচন্দ্র দাস, পোষ্ট মাষ্টার।
নারায়ণ ডহর, ময়মনসিংহ।

৯৫ম পত্র।

ইতিপূর্ব্বে মহাশয়ের নিকট হইতে ৩ নং এক কৌটা বিজয়া বটিকা আনাইয়া, বিশেষ উপকার পাইয়াছি। ঔষধ প্রায় ফুরাইয়া আসিল। অনুগ্রহ করিয়া ৩নং আর এক কৌটা বিজয়া বটিকা নিম্নের ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

শ্রীনবগৌর মজুমদার।
মোঃ মশাউড়াকাছারি, পোষ্ট দৌলতপুর।
জেলা নদীয়া।

৯৬ম পত্র।

মহাশয়! গত বৎসর আপনার নিকট হইতে তিন কৌটা বিজয়া বটিকা আনাইয়া, ৩।৪ জন রোগী আরাম হইয়াছে। অতএব অনুগ্রহ করিয়া ৩নং ৫৪ বটিকা এক কৌটা পাঠাইয়া দিবেন।

শ্রীগোজাহেরদ্দিন কাজি। গ্রাম আসার,
পোঃ স্বরূপ বাটী, জেলা বরিশাল।

৯৭ম পত্র।

আমি ইতিপূর্ব্বে দুই কৌটা বিজয়া বটিকা আনাইয়া ব্যবহার করাইয়া উপকার পাইয়াছি। আর এক কৌটা বিজয়া বটিকা অতি সত্বরে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। নিবেদন ইতি

বিনয়াবনত শ্রীবসন্তকুমার ভৌমিক।
গ্রাম চন্দনপাড়া, মগরা পোষ্ট, টাঙ্গাইল।

৯৮ম পত্র।

বিজয়া বটিকার আবিষ্কার করিয়া আপনি ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত বঙ্গদেশের যে কতদূর উপকার করিয়াছেন, তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন অন্য কেহই উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবেন না। আমি নিজ পরিবার ও বন্ধুবান্ধব মধ্যে ইহার প্রচলন দ্বারা আশাতীত ফল প্রাপ্ত হইয়াছি। জগদীশ্বর আপনাকে দীর্ঘজীবী করুন।

শ্রীকালীকৃষ্ণ সেনগুপ্ত।
হেড মাষ্টার কালী হাটী স্কুল, টাঙ্গাইল
ময়মন সিং।

৯৯ম পত্র।

আপনার বিজয়া বটিকা ব্যবহার করিয়া, আমি স্বয়ং এবং আমার কর্ম্মস্থানের বহুলোক আরোগ্য লাভ করিয়াছি। উপস্থিত আমি জ্বররোগে ১৮ দিন হইল ভুগিতেছি। অনুগ্রহ করিয়া ২ নং এক কৌটা বিজয়া বটিকা ও ১নং উদরাময় বটিকা আমার নামে ভিঃ পিঃ ডাকে পাঠাইয়া দিবেন।

শ্রীশশিকান্ত চক্রবর্ত্তী।
কাশীধাম, বাঙ্গালীটোলা, কুকুরগলি।

১০০ম পত্র।

মহাশয়!—আমি আপনার বিজয়া বটিকা আনাইয়া, সেবন করিয়া বিশেষ উপকার

পাইয়াছি। আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার জন্য একটী ৪নং কৌটা যাহাতে ১৪৪টী বটিকা থাকে, অতি সত্বর ডাকযোগে পাঠাইবেন। আমি পুরীনিবাসিগণকে আপনার বিজয়া বটিকা ব্যবহার করাইয়া আশাতীত ফললাভ করিয়াছি। পুরাতন জ্বরের পক্ষে আপনার বিজয়া বটিকা প্রকৃতই মহৌষধ।

শ্রীমহেন্দ্রনাথ আঢ্য জমিদার। পুরী।

১০১ম পত্র।

অতীব আহ্লাদের সহিত আপনাকে জানাইতেছি যে, আমি আপনার বিজয়া বটিকা আনাইয়া, যত জন রোগীকে ব্যবহার করাইয়াছি, সকলেই সম্পূর্ণরূপ আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। সুতরাং অদ্য সানন্দে লিখিতেছি যে, আরও ৩নং ১২ কৌটা বিজয়া বটিকা আমার নামে নিম্নের ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

শ্রীইন্দ্রনাথ চৌধুরী।
পোঃ গোপীনাথপুর, জেলা ফরিদপুর।

১০২ম পত্র।

মহাশয়,—প্রতি বৎসরই আপনার নিকট হইতে কিছু কিছু বিজয়া বটিকা আনাইয়া, আমি আশাতীত ফললাভ করিয়াছি। আপনি অনুগ্রহ করিয়া ৩নং ১ কৌটা বিজয়া বটিকা ভিঃ পিতে পাঠাইয়া দিবেন।

শ্রীগোলাম মহম্মদ মণ্ডল।
গ্রাম চাকতোব, পোঃ গরিবপুর,
জেলা নদীয়া।

১০৩ম পত্র।

ইতিপূর্ব্বে আপনার বিজয়া বটিকা আমার পুত্র সেবন করাতে অনেক দিনের পুরাতন প্লীহাসংযুক্ত জ্বর হইতে একবারে মুক্তি লাভ করিয়াছে। সম্পূর্ণ সুস্থ হইবার জন্য আরও একটী ১ নং কৌটা আবশ্যক, অতএব অনুগ্রহ করিয়া ভিঃ পিঃ ডাকে পাঠাইবেন।

শ্রীঅভয়কুমার চট্টোপাধ্যায়।
গ্রাম ব্রহ্মন্দী, পোষ্ট পাচুরিয়া,
জেলা ফরিদপুর।

১০৪ম পত্র।

ইতিপূর্ব্বে আপনার বিজয়া বটিয়া সেবন করিয়া, আমার আত্মীয় তিনটী বালক পুনর্জ্জীবন লাভে সক্ষম হইয়াছে। আপনার ঔষধের গুণাবলী বর্ণন করিতে আমি সম্পূর্ণ অক্ষম। যে ঔষধের গুণাবলী রাজাধিরাজ মহাশয়গণ এক বাক্যে স্বীকার করিতেছেন,—আমার ন্যায় ক্ষুদ্র লোকের ক্ষীণ লেখনীতে তাহার বর্ণন কেবল ধৃষ্টতা মাত্র। ভগবানের নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা—যিনি এই সর্ব্বজ্বরনাশক ঔষধের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহাকে কুশলে রাখুন।

শ্রীসিদ্ধেশ্বর প্রামাণিক।
সাং চরছোট ভাকগা,
পোঃ খোলাবাড়িয়া, জেলা ফরিদপুর।

১০৫ম পত্র।

মহাশয়,—পার্ব্বতীয় জ্বরের পক্ষে, আপনার বিজয়া বটিকা অব্যর্থ ঔষধ। অনুগ্রহপূর্ব্বক অতি সত্বর ৪নং দুই কৌটা ভিঃ পিঃ পার্শেলে পাঠাইয়া উপকৃত করিবেন। শ্রীরেয়াজুদ্দিন আহামেদ।

সাগরদীঘি কাছারি, সহরাবাড়ী গ্রাম,
ধলাপাড়া পোষ্ট টাঙ্গাইল।

১০৬ম পত্র।

আমি ইতিপূর্ব্বে আপনাদের নিকট হইতে ২নং এক কৌটা বিজয়া বটিকা আনাইয়া বিশেষ উপকার প্রাপ্ত হইয়াছি। দুই বৎসরের প্লীহা যকৃৎ-সংযুক্তজ্বর এক্ষণে একেবারে সারিয়া গিয়াছে। আমি কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি যে, এ পর্য্যন্ত যত প্রকার পেটেণ্ট ঔষধের সৃষ্টি হইয়াছে, তন্মধ্যে আপনার বিজয়া বটিকা সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহৌষধ। অধুনা আমার জন্য ২নং আর এক কৌটা পাঠাইয়া দিবেন।

শ্রীচণ্ডীচরণ চক্রবর্ত্তী।
পোঃ পীলজঙ্গ জেলা খুলনা।

১০৭ম পত্র।

মহাশয়!—ইতিপূর্ব্বে ৩নং এক কৌটা বিজয়া বটিকা আনাইয়াছিলাম। তাহা ব্যবহার করিয়া আশাতীত ফল প্রাপ্ত হইয়াছি। এ জন্য আপনাকে লিখি, ৪নং এক কৌটা বিজয়া বটিকা পাঠাইয়া দিয়া বাধিত করিবেন।

শ্রীবরদানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
মোঃ গোঙ্গড়ার কাছারি,
পোঃ নাটুদহ, জেলা নদীয়া।

১০৮ম পত্র।

মহাশয়—ইতিপূর্ব্বে আপনাদিগের নিকট হইতে যে বিজয়া বটিকা আনাইয়াছিলাম, তাহা সেবন করিয়া আশাতীত ফললাভ করিয়াছি। বর্ত্তমানে আমার কোনও বন্ধুর জ্বর হওয়ায় তাঁহাকে ঐ বিজয়া বটিকা সেবন করিতে অনুরোধ করিয়াছি। অতএব অতি সত্বর ২নং এক কৌটা বিজয়া বটিকা পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

শ্রীশ্রীশচন্দ্র রায়।
গ্রাম দেওয়াপাড়া, পোঃ নওয়াপাড়া,
জেলা যশোহর।

১০৯ম পত্র।

মহাশয়!—আমি অনেকবার আপনার বিজয়া বটিকা আনাইয়া দেখিয়াছি যে, আপনার বিজয়া বটিকা জ্বররোগের পক্ষে ব্রহ্মাস্ত্র-স্বরূপ। আমার পিসে মহাশয়কে ব্যবহার করাইয়া যে কি আশাতীত ফল পাইয়াছি, তাহা আমি লিখিতে অসমর্থ। পুরাতন জ্বরের এবং ম্যালেরিয়া রোগের পক্ষে আপনার বিজয়া বটিকা মহৌষধ। আমার জন্য ২নং এক কৌটা বিজয়া বটিকা যত সত্বর পারেন, পাঠাইয়া অনুগৃহীত করিবেন।

শ্রীহরিশচন্দ্র মজুমদার,
চরভৈরবী উচ্চ-প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক।
পোঃ বাজাপ্তী, জেলা ত্রিপুরা।

১১০ম পত্র।

মহাশয়!

গত বৎসর আপনার আবিষ্কৃত বিজয়া বটিকা সেবনে, আশাতিরিক্ত ফললাভ করিয়াছিলাম। আমার পত্র পাওয়া মাত্র ২নং এক কৌটা বিজয়া বটিকা পাঠাইবেন।

শ্রীফকিরউদ্দিন আহাম্মদ। চাঁদপুর, পোঃ
গোকুল, জেলা বগুড়া।

১১১ম পত্র।

আপনার বিজয়া বটিকা সেবনে আশাতীত ফল পাইয়া আজ আপনাকে জানাইতেছি যে, আপনার বিজয়া বটিকার অতি আশ্চর্য্য গুণ। অতএব আপনি ৪নং এক কৌটা অতি সত্বরে পাঠাইবেন।

শ্রীশশিভূষণ মণ্ডল, গোয়ালন্দ।

১১২ম পত্র।

আপনার বিজয়া বটিকা আনাইয়া আমার পুত্রকে দুই মাস সেবন করানতে তাহার জ্বর একেবারে সারিয়া গিয়াছিল। কিন্তু তাহার দোষে সর্দ্দি হইয়া পুনরায় জ্বর হইয়াছে। অনুগ্রহ করিয়া আপনার ১নং এক কৌটা বিজয়া বটিকা ভিঃ পিঃ ডাকে পাঠাইবেন। আপনার বিজয়া বটিকার অসাধারণ শক্তি।

শ্রীঅরুণ চন্দ্র পাল।
গ্রাম দেশড়া পোঃ আন্দুড়, জেলা হুগলী।

১১৩ম পত্র।

মহাশয়!—ইতিপূর্ব্বে আপনার নিকট হইতে বিজয়া বটিকা আনাইয়া সেবন করাতে বিশেষ ফল পাইয়াছি। অতএব অনুগ্রহপূর্ব্বক ভিঃ পিঃ ডাকে ৩নং এক কৌটা বিজয়া বটিকা অতি সত্বরে পাঠাইবেন। শ্রীমথুরাকান্ত নাগ।

হাড়গিলাচর বাজার, পোঃ ইসলামপুর,
ময়মনসিংহ।

১১৪ম পত্র।

মহাশয়!—আপনার সুবিখ্যাত বিজয়া বটিকা ঔষধ প্লীহাজ্বরের বিশেষ উপকারী। আমার মধ্যম খুড়ীমাতা ঐ ঔষধ ব্যবহারে বিলক্ষণ আরোগ্যলাভ করিতেছেন; পত্র পাঠ ভিঃ পিঃ পার্শেলে ৩৬ বটীর এক কৌটা ঔষধ পাঠাইবেন, উপযুক্ত মূল্য দিয়া গ্রহণ করিব। ১০ই ফাল্গুন, সন ১৩০৬।

শ্রীসীতানাথ দাস।
কিত্তীনগর নিজবাটী, শৈলকুপা পোঃ, যশোহর।

১১৫ম পত্র।

মহাশয়!—আপনার বিজয়া বটিকা মহৌষধি আমরা ব্যবহার করিয়া, আশাতীত ফল পাইয়াছি। আমাদের এখানকার ভাল ভাল লোকে ইহা ব্যবহার করিয়া আশাতীত হইয়াছেন। অনুগ্রহ করিয়া, ১নং দুই কৌটা আমার জন্য ডাকে পাঠাইবেন।

শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র প্রামাণিক।
কুলটির কন্দা, বটীয়াঘাটা, খুলনা।

১১৬ম পত্র।

আমি ইতিপূর্ব্বে আপনার নিকট হইতে এক কৌটা বিজয়া বটিকা আনাইয়া আমার ছোট

পুত্রকে ব্যবহার করাইয়া, আশাতীত ফললাভ করিয়াছি। অতএব অনুগ্রহপূর্ব্বক আরও এক কৌটা ভিঃ পিঃপোষ্টে পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

শ্রীজনর্দ্দন লোয়াহা।
বালুচর, জিয়াগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

১১৭ম পত্র।

মহাশয়!—পূর্ব্বে আমার জ্বর হওয়ায়, আপনার প্রস্তুত বিজয়া বটিকা সেবনে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছিলাম। কয়েক বৎসর আর কোনও অসুখ হয় নাই। অধুনা পুনঃ জ্বর হইয়া কষ্টপাইতেছি। অনুগ্রহপূর্ব্বক পত্র পাঠমাত্র ৩নং এক কৌটা বিজয়া বটিকা ভিঃ পিতে অতি সত্বর পাঠাইবেন।

শ্রীযজ্ঞেশ্বর দত্ত। সরসপুর, নড়াইল, যশোহর।

১১৮ম পত্র।

হিন্দিপত্রের অনুবাদ।

গত দুই বৎসর মধ্যে আপনার আবিষ্কৃত বিজয়া বটিকা ৮।১০ বার আনাইয়াছিলাম। এক্ষণে পুনরায় উহার অত্যন্ত আবশ্যক হইয়াছে। অতএব অনুগ্রহ করিয়া ৪নং ৩টী, ৩নং ১টী এবং ১নং ১টী, একুনে পাঁচ কৌটা বিজয়া বটিকা ভিঃ পিঃ ডাকে পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

দ্রাবিড় বীরেশ্বর শাস্ত্রী। সংস্কৃতের প্রফেসর, মহারাজ কলেজ, জয়পুর, রাজপুতনা।

১১৯ম পত্র।

মহাশয়! আপনার ঔষধ দ্বারা একটী রোগীর চিকিৎসা করিয়াছি। ১৪টী মাত্র বটিকা সেবনে আরোগ্য হইয়াছে। অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার জন্য ৩নং এক কৌটা ঔষধ পুনর্ব্বার প্রেরণ করিবেন, তাহাতে অন্য মত করিবেন না। আমি ভবিষ্যতে আপনার একজন পাইকার হইব, এমত বিবেচনা করি, যদি আপনার ঔষধে এই প্রকার ফল দর্শে। অধিক কি লিখিব। অতি ত্বরায় ঔষধ পাঠাইবেন। ইতি।

শ্রীতারকচন্দ্র দত্ত। শ্যামতি পোষ্ট,
পুটিয়াখালী গ্রাম, বরিশাল।

১২০ম পত্র।

মহাশয়! সম্প্রতি নিবেদন, ৩৬ বটী ২নং বিজয়া বটিকার কৌটা একটী অতি সত্বর পাঠাইবেন ১৸০ আনা মূল্য দিয়া লইব। ইতিপূর্ব্বে যে দুই কৌটা আনাইয়া ছিলাম, তাহাতে বিশেষ ফল পাইয়াছি। শ্রীললিতমোহন মিত্র।
নাগপাড়া, নাগিরাট পোঃ, যশোহর।

১২১ম পত্র।

সেলাম নিবেদনমিদং,—আপনার নিকট হইতে বিজয়া বটিকা আনাইয়া আমি সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছি। অনুগ্রহপূর্ব্বক ৩নং এক কৌটা যাহাতে ৫৪টী বটী আছে,—সত্বর ভিঃ পিঃ পোষ্টে পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

শ্রীহাকিমজান আখুঞ্জী। গ্রাম সাহাপিড়া,
পোঃ চাঁদখালী, জেলা খুলনা।

১২২ম পত্র।

মহাশয়! আপনাদিগের বিজয়া বটিকা ব্যবহারে আশানুরূপ ফল পাইতেছি। এ কারণ লিখিতেছি, পুনরায় আর একটা ৩নং কৌটা ভিঃ পিঃ ডাকে পাঠাইবেন, আমি মূল্য দিয়া লইব। আর আমি আপনাদিগের বিজয়া বটিকা দ্বারা ব্যবসা চালাইতেছি, ইহাতে লোক প্রত্যক্ষ ফল পাইতেছে। শ্রীইসফ কবিরাজ।
পোঃ দক্ষিণ শ্রীপুর, ফরিদপুর।

১২৩ম পত্র।

হিন্দিপত্রের অনুবাদ।

কুইনাইন সেবন করিয়া যে জ্বর যায় নাই, আপনার বিজয়া বটিকা সেবনে সে জ্বর সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়াছে। অতএব আপনার বিজয়া বটিকা ১নং এক কৌটা পাঠাইয়া দিবেন।

শ্রীলালবিহারী মিশ্র,
ডেপুটী কালেক্টর, এলাহাবাদ।

১২৪ম পত্র।

মহাশয়! আপনার বিজয়া বটিকা সেবনে একটি রোগী খুব মুমূর্ষু অবস্থা হইতে আরোগ্য লাভ করিয়াছে। আমার জন্য আর এক কৌটা ৩৬ বটীর বিজয়া বটিকা পাঠাইয়া দিবেন।

ডাক্তার অমৃতলাল রায় চৌধুরী।
নারাঙ্গল, কলসকাঠী পোঃ, বরিশাল।

১২৫ম পত্র।

মহাশয়! বহুদিন পর্য্যন্ত পুরাতন জ্বর ভোগ করিয়া আমার ভ্রাতা শ্রীমান অশ্বিনীকুমার ভট্টাচার্য্য মৃতপ্রায় হইয়া ছিল। এ যাত্রা রক্ষা পাইবার আশা ছিল না। অন্যান্য নানাবিধ চিকিৎসায় কোন উপকার হয় নাই। অবশেষে আমি গত পৌষ মাসে আপনাদের ঔষধালয় হইতে ১নং এক কৌটা বিজয়া বটিকা আনাইয়া তাহাকে সেবন করিতে আদেশ করি, এই বটিকা অল্পদিন ব্যবহার করিয়াই আমার ভ্রাতা সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছে। আপনাদের ঔষধের গুণ পূর্ব্ব হইতে আমি অবগত আছি, কারণ আমি ৩।৪ মাস যাবৎ ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগিয়া আপনাদের ৭৯নং হ্যারিসন রোড ঔষধালয় হইতে ৩নং সালসা তিন শিশি আনাইয়া গত অগ্রহায়ণ মাস হইতে সেবন করি, এক্ষণে সম্পূর্ণরূপ সুস্থ হইয়া পূর্ব্ব অপেক্ষা শারীরিক বলবৃদ্ধি হইয়াছে। এক্ষণে আমার একটী আত্মীয়ের জ্বর হইয়াছে, আপনি সত্বর উপরোক্ত ঠিকানায় ১নং এক কৌটা বিজয়া বটিকা পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। কিমধিকমিতি। শ্রীরজনীকান্ত ভট্টাচার্য্য।
দক্ষিণ শ্রীপুর, খুলনা।

১২৬ম পত্র।

দার্জ্জিলিঙের নিকটবর্ত্তী সিকিম নগর হইতে তদ্দেশবাসী সুপ্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীযুক্ত লম্বোদর প্রধান মহোদয় ইংরেজীতে যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহার বঙ্গানুবাদ একবার দেখুন,—

আমি অতীব আনন্দের সহিত আপনাকে জানাইতেছি যে, আপনার বিজয়া বটিকা আবিষ্কারের পর হইতেই আমি স্বয়ং ইহা ব্যবহার করি, এবং রায়তদিগের মধ্যেও ইহা বিতরণ করি। এক্ষণে বুঝিতে পারিয়াছি যে, কেবল মাত্র একটী বা দুইটী বিজয়া বটিকা সেবনেই জ্বর সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। অনুগ্রহ করিয়া ৪ নং এক ডজন বিজয়া বটিকার মূল্য কত জানাইয়া বাধিত করিবেন।

শ্রীলম্বোদর প্রধান, জমিদার সিকিম,
পোঃ রঙ্গীত, দার্জ্জিলিঙ।

১২৭ম পত্র।

আপনার নিকট হইতে যে ৩নং এক কৌটা বিজয়া বটিকা আনাইয়াছিলাম, সেই বটিকায় দুইটী রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়াছে। আমার জন্য ৩নং এক কৌটা বিজয়া বটিকা ভিঃ পিঃ ডাকে পাঠাইবেন।

শ্রীরজনীকান্ত দে কবিরাজ।
মৃজাপুর, ছয়গাঁ, ফরিদপুর।

১২৮ম পত্র।

মহাশয়! আপনার পূর্ব্ব প্রেরিত ২নং এক কৌটা বিজয়া বটিকা সেবনে অত্যাশ্চর্য্য ফল লাভ করিয়াছি। সম্প্রতি ২নং এক কৌটা বিজয়া বটিকা ভিঃ পিঃ ডাকে পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। নিবেদন ইতি সন ১৩০৬ সাল ২৭শে ফাল্গুন।

শ্রীকালীকিশোর গঙ্গোপাধ্যায়।
মিষ্টার জি, এল গার্থ সাহেবের কাছারী,
পোঃ বামনা, বরিশাল।

১২৯ম পত্র।

মহাশয়! আপনার বিজয়া বটিকা সেবনে নিরতিশয় ফল প্রাপ্ত হইয়াছি ও হইতেছি। সে যাহা হউক, অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় ৪নং ১ কৌটা বিজয়া বটিকা পাঠাইয়া দিবেন। ইতি। ২৭শে মার্চ্চ ১৯০০ সাল।

শ্রীরাইমোহন সাহা। গ্রাম খিলমিল
রাজারহাট, ঠাওাহরি পোঃ আফিস।

১৩০ম পত্র।

নিবেদন এই যে, মহাশয় পত্র পাঠে কৃপা করিয়া নূতন প্রস্তুত ৩নং ১ এক কৌটা বিজয়া বটিকা সত্বর পাঠাইবেন। পার্শেল পৌঁছিলে মূল্য দিয়া গ্রহণ করিব। আমি আপনাদের নিকট হইতে বিজয়া বটিকা বারংবার আনাইয়া, প্রচুর উপকার প্রাপ্ত হইতেছি। ইহার গুণ বর্ণনা করা অসীম। ঔষধের সঙ্গে ব্যবস্থাপত্র পাঠাইবেন।

শ্রীমহম্মদ কেরামত আলি সরকার।
হল্‌দীবাড়ি, পোঃ মধুপুর, জেঃ রঙ্গপুর।

১৩১শ পত্র।

মহাশয়! আপনার বিজয়া বটিকার ন্যায় অত্যুৎকৃষ্ট জ্বরের ঔষধ আর এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। আমরা কয়েকবার ব্যবহার করিয়া, ঔষধের আশ্চর্য্য গুণে মোহিত হইয়াছি। অনুগ্রহ পূর্ব্বক পত্র পাওয়া মাত্র ৩নং কৌটা বিজয়া বটিকা এক কৌটা পাঠাইবেন।

শ্রীগয়ানাথ দাস। নাটীয়াবাড়ি, পাবনা।

১৩২শ পত্র।

মহাশয়! আপনার বিজয়া বটিকা সেবন করাতে পরমেশ্বর আমাকে আরোগ্য করিয়াছেন। তাহা দেখিয়া অনেকে ঔষধ চাহিতেছেন; কিন্তু আপনি পত্র পাইলেই শীঘ্র শীঘ্র ৩নং ৫৪ বটিকার দুই কৌটা ঔষধ পাঠাইবেন। ঔষধ পাইলেই মূল্য ও ডাঃ মাঃ দিয়া গ্রহণ করিব তাহাতে কোন চিন্তা করিবেন না। আরজ ইতি।

শ্রীআছিরদ্দিন, বিশ্বাস।
সাং বিলধাম, বালিয়াকান্দি, ফরিদপুর।

১৩৩শ পত্র।

মহাশয়! আমার নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় সদ্য প্রস্তুতীয় ৩নং এক কৌটা বিজয়া বটিকা সত্বর পাঠাইয়া দিবেন। আপনাদের বিজয়া বটিকার আশ্চর্য্য গুণে মোহিত হইয়াছি।

শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র নাগ।
রাণীপুর, পিরোজপুর, জেঃ বরিশাল।

১৩৪শ পত্র।

মহাশয়! আমি আপনার ঔষধ ব্যবহারে অতিশয় আরাম লাভ করিলাম। এই ঔষধের গুণ আমি ভুলিতে পারিব না। অতি চমৎকার ঔষধ এবং জগদীশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিতেছি, আপনি চিরজীবী হউন। আর অনুগ্রহ করিয়া আর এক কৌটা বিজয়া বটিকা পত্র পাওয়া মাত্র পাঠাইবেন, তাহাতে যেন অন্যথা না হয়। বড় দরকার জানিবেন। ইতি ২৮শে মার্চ্চ ১৯০০।

শ্রীরামকৃষ্ণ ঘোষ।
ওয়ার্কসপ ফেঞ্চুগঞ্জ, শ্রীহট্ট।

১৩৫শ পত্র।

মহাশয়! অদ্য একমাস গত হইল, ভিঃ পিঃ পার্শেলে আপনার ৩ নং এক কৌটা বিজয়া বটিকা পাইয়াছি। ইহা যে জ্বরের অমোঘ ঔষধ, তাহার আর সন্দেহ নাই। আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা অদ্য ২ বৎসর যাবৎ জ্বরে ভুগিতেছে। কত পেটেন্ট ঔষধ পাচন এবং শাস্ত্রিক কবিরাজের ঔষধ ব্যবহার করাইয়াছি; কিন্তু কিছুতেই আশানুরূপ ফল পাই নাই। ঐ সব ঔষধ-সেবনে প্রথমতঃ একটু ভাল হইলে পরও এক সপ্তাহ কি দুই সপ্তাহ পরে পুনরায় জ্বর আসিত। কিন্তু আপনার ঔষধ খাওয়াইবার পর আর জ্বর হয় না এবং পুনরাক্রমণের ভয়ও নাই, কারণ, শারীরিক অবস্থা অনেকটা পরিবর্ত্তন দেখা যায়। অনুগ্রহ-পূর্ব্বক আমার জন্য আর একটী ৪নং কৌটা (১৪৪টী) ভিঃ পিঃ ডাকে পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। আপনার প্রেরিত ঐ ৩নং কৌটাতে অপর ২টী আত্মীয়কেও আরোগ্য করিয়াছি ইতি—

শ্রীকৃষ্ণকিশোর চৌধুরী।
আকিয়াব বুলক ব্রাদার্স গোদাম,
শিপিং সরকার, সান্তরোগীয়া, আকিয়াব।

১৩৬শ পত্র।

ইংরাজী পত্রের ভাবার্থ এইরূপ,—

মহাশয়! আপনার বিজয়া বটিকা সেবন করিয়া ৫টী প্লীহা-রোগী আরোগ্য লাভ করিয়াছে। অনুগ্রহপূর্ব্বক তিন নম্বরের আর এক বাক্স ভিঃ পিঃ পোষ্টে পাঠাইয়া দিবেন। বিজয়া বটিকা, জীর্ণজ্বর প্রভৃতি রোগে সবিশেষ ফলপ্রদ।

শ্রীলক্ষ্মীপ্রসাদ বি, এল,
উকীল ছাপরা (সারণ)

১৩৭শ পত্র।

ইংরাজী পত্রের ভাবার্থ এইরূপ—

দ্বারভাঙ্গা রাজ্যের অধিকাংশ অধিবাসীই বিজয়া বটিকা সেবন করিয়া থাকেন। দ্বারবঙ্গের অধীশ্বর নিজ রাজ্যের প্রজাবর্গ মধ্যে এই বিজয়া বটিকা যে চালাইয়া থাকেন, তাহা এই নিম্নলিখিত পত্র পাঠ করিলেই বিশেষ উপলব্ধি হইবে। বৎসরের মধ্যে একবার নহে,—প্রায়ই আমাদিগকে এইরূপ ডজন ডজন বিজয়া বটিকা পাঠাইতে হয়।

"দ্বারবঙ্গাধিপের প্রধান অমাত্য (প্রাইভেট-সেক্রেটরী) বিজ্ঞবর শ্রীযুক্ত কেশি মিশ্র মহাশয় লিখিয়াছেন ;—দ্বারবঙ্গ নরেশের জন্য ৩নং ১২ কৌটা অর্থাৎ ছয় ডজন বিজয়া বটিকা পাঠাইয়া দিবেন। কমিশন বাদ এই ৩নং ১২ কৌটার মূল্য ১০৫৲ একশত পাঁচ টাকা।

১৩৮শ পত্র।

ইংরাজী পত্রের ভাবার্থ এইরূপ—

মহাশয়! আনন্দসহকারে বিজয়া বটিকার উপকারিতা জ্ঞাপন করিতেছি। আমার পুত্র গত বৎসর ৭।৮ মাস ধরিয়া ম্যালেরিয়া জ্বরে কষ্ট পায় এবং এলোপ্যাথিক ও আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসায় কোন ফল হয় নাই।

পেটেন্ট ঔষধে বিশ্বাস না থাকায় কেবল রোগীর কথানুসারে অনিচ্ছা সত্ত্বেও আপনার বিজয়া বটিকা সেবন করাইতে বাধ্য হই। কিন্তু ফল দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়াছি। কোন কোন স্থলে আপনার বিজয়া বটিকা মন্ত্রশক্তির ন্যায় কার্য্য করে। আপনার এই মহাউপকারী ঔষধের আবিষ্কারের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানিবেন।

শ্রীতারকনাথ বিশ্বাস।
সব রেজিষ্ট্রার, জাহানাবাদ, হুগলি।

ঔষধ পাইবার ঠিকানা।

১ম,···আদিস্থান অর্থাৎ ঔষধের উৎপত্তি স্থান, বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত বেড়ুগ্রামে একমাত্র স্বত্বাধিকারী···জে, সি, বসুর নিকট প্রাপ্তব্য।

দ্বিতীয়,···কলিকাতা, পটলডাঙ্গা, ৭৯নং হারিসন রোড বিজয়া বটিকা কার্য্যালয়ে একমাত্র এজেন্ট বি, বসু এণ্ড কোম্পানীর নিকট প্রাপ্তব্য।

ভ্যালুপেবলে লইলে মূল্য আরও দুই আনা বা চারি আনা অধিক পড়ে। তিন বা চারি শিশি অথবা এক ডজন একত্র লইলে ডাক-মাশুল কিছু কম পড়ে। রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকট যাঁহাদের বাড়ী, তাঁহারা রেল-পার্শেলে এই সালসা দুই শিশি, চারি শিশি ছয় শিশি বা এক ডজন একত্রে লইলে, মাশুল আরও কম পড়ে।

অনেকে ডজন ডজন (অর্থাৎ ১২টার হিসাবে) এ সালসা লইতেছেন। একেবারে এক ডজন লওয়াই সুবিধা,—কেননা ইহাতে কমিশন পাওয়া যায়। এক ডজনের কম, এমন কি' ১১এগার শিশি ঔষধ লইলেও, কেহ কমিশন পাইবেন না। ৩ নং অর্থাৎ দেড় পোয়া শিশির ১২ বারটার মূল্য ১৯৷৷০ সাড়ে উনিশ টাকা, বাদ কমিশন ২৲, অর্থাৎ সাড়ে সতর টাকাতেই ৩নং এক ডজন সালসা পাইবেন। কিন্তু ইহার ডাকমাশুল ৮৲ আট টাকা। তবে রেলওয়ে পার্শেলে এ ঔষধ লইলে দূরত্ব অনুসারে মাশুল ১৲, ২৲ বা ৩৲ টাকা পড়িয়া থাকে। ৩নং এক ডজনের প্যাকিং চার্জ্জ ৷৷০ বার আনা ধরা হয়। সুতরাং সাধারণের রেল-পার্শেলে ঔষধ লওয়াই সুবিধা। কোন্ রেল ষ্টেশনে ঔষধ পাঠাইতে হইবে, তাহা পত্রে খুলিয়া লিখিবেন; ইহা ব্যতীত আপন নাম, ধাম, পোষ্টাফিস ও জেলা লেখা আবশ্যক।

২নং এক ডজন সালসা লইলে (বাদ কমিশন) মূল্য ১২৷৷০ বার টাকা বার আনা। ইহা ব্যতীত ডাঃ মাঃ ৬৲ ছয় টাকা।

১নং এক ডজন সালসা (বাদ কমিশন) মূল্য ৬৷৷০ সাড়ে ছয় টাকা; ইহা ব্যতীত ডাঃ মাঃ ৪৲ চারি টাকা। রেল-পার্শেলে লইলে মাশুল কম পড়ে। রেলপ্যাকিং চার্জ্জ স্বতন্ত্র।

১নং (আধপোয়া) এক শিশি সালসা ৪ দিন সেবনীয়; ২নং (একপোয়া) এক শিশি ৮ দিন সেবনীয়। ৩নং (দেড়পোয়া) এক শিশি ১২ দিন সেবনীয়। ৪ দিন সেবন করিলেই উপকার জানিতে পারিবেন।

সালসার প্রশংসা পত্র।

১ম পত্র।

আমি অত্যন্ত আহ্লাদের সহিত বিজ্ঞপ্তি করিতেছি যে, আমার জনৈক বন্ধু শ্রীযুক্ত তারিণীচরণ মজুমদার মহাশয় শিলিগুড়ি ঠিকানায় আপনাদের আবিষ্কৃত ৩নং এক ডজন সালসা আনাইয়াছিলেন। তন্মধ্যে চারি শিশি আমাকে ব্যবহার করিতে দেন। তৎপূর্ব্বে আমার শরীর বড়ই খারাপ ছিল, বিশেষতঃ তরাই প্রদেশে অবস্থান-কালে নানা জটিল রোগে আক্রান্ত ছিলাম। কিন্তু নিয়মিতরূপে চারি শিশি সালসা ব্যবহার করিয়াই যথেষ্ট উপকার পাইয়াছি। আমার শরীর পূর্ব্বাপেক্ষা দেড়গুণ মোটা হইয়াছে এবং সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছি। বলিতে কি, ভয়ানক ম্যালেরিয়ার হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছি।

বিনয়াবনত—শ্রীচিত্তমোহন দাস।
গোপালপুর, পোঃ শক্তিপুর (মুরশীদাবাদ)

২য় পত্র।

বি, বসু এণ্ড কোম্পানীর হাতীমার্কা সালসা সম্বন্ধে সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক এবং সিপাহীযুদ্ধ প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা ৺ রজনীকান্ত গুপ্ত মহাশয় কি লিখিয়াছেন দেখুন;—

"আমি শ্রীযুক্ত বি, বসু এণ্ড কোম্পানীর সালসা সেবন করিয়াছি। এই সালসা সেবনে আমার শরীর পূর্ব্বাপেক্ষা সবল ও শ্রমসহিষ্ণু হইয়াছে। যথা সময়ে কোষ্ঠ শুদ্ধি হইতেছে। ইহা খাইতে কোনরূপ কষ্ট হয় না। সুস্বাদু দ্রব্যের ন্যায় এই সালসা-সেবনেও রুচি জন্মে। যাঁহারা শারীরিক অবসন্নতা হইতে মুক্তিলাভ করিতে চাহেন এবং স্ফূর্ত্তিযুক্ত ও শ্রমসাধ্য কার্য্য-সম্পাদনে সমর্থ হইতেইচ্ছা করেন, তাঁহারা যথানিয়মে ইহা সেবন করিলে উপকার বোধ করিতে পারিবেন।"

৩য় পত্র।

গত ছয় মাস হইতে আমার কোন পরিচিত ব্যক্তি চুলকানি, গাত্রে চাকা চাকা দাগ প্রভৃতি পারদ ঘটিত নানারূপ চর্ম্মরোগে আক্রান্ত হন। তাহার উপর বাতে একবারে পঙ্গু হইয়াছিলেন; উত্থান-শক্তি রহিত হইয়াছিল। বাতের কনকনানি, চুলকানি প্রভৃতির অসহ্য যন্ত্রণায় সর্ব্বদা পড়িয়া ছটফট্ করিতেন। ডাক্তারি, কবিরাজী নানা চিকিৎসায় কোনরূপ বিশেষ ফল পান নাই। অবশেষে তিনি আপনার সালসা সেবন করিতে আরম্ভ করেন। প্রথমতঃ ২ নং দুই শিশি সালসা সেবন করাতেই তিনি উঠিয়া,

শৌচ প্রস্রাব ত্যাগ করিতে সক্ষম হন। তারপর ৩ নং দুই শিশি সালসা সেবন করাতে তিনি বেশ স্বচ্ছন্দে বেড়াইতে সক্ষম হইলেন। গাত্রের চুলকানিগুলিও অনেক শুকাইল। ক্রমে দুই মাস কাল আপনার সালসা ও তৈল বিধিপূর্ব্বক ব্যবহার করাতে তিনি নীরোগ হইয়াছেন। দেহে চাকচিক্য হইয়াছে, ক্ষুধা বৃদ্ধি হইয়াছে।

শ্রীহেমচন্দ্র বাগীশ,
১১ নং রাজা উদমন্ত ষ্ট্রীট বড়বাজার,
কলিকাতা।

৪র্থ পত্র।

বি বসু এণ্ড কোম্পানীর সালসা সেবন করিয়া আমি ঔচিত্যাতিরিক্ত ফললাভ করিয়াছি। ৮ পূজার পূর্ব্ব হইতেই আমি মধ্যে মধ্যে জ্বরে ভুগিতেছিলাম; যথেষ্ট দুর্ব্বলও হইয়াছিলাম। ক্ষুধার লেশমাত্র ছিল না। শক্তি ত দূরের কথা। ইহার উপর খোষ চুলকানির অসহ্য যন্ত্রণায় ভুগিতে লাগিলাম। এই অবস্থায় আপনাদের সালসা খাইতে আরম্ভ করি। বলিব কি, ৩নং এক শিশি সালসা খাইতে খাইতেই এত আহার বৃদ্ধি হইল যে, আপনা আপনিই ভয়বোধ হইত; ক্রমশঃ গায়ে রক্ত হইল, বল পাইলাম, শক্তি বাড়িল। আর খোষ-চুলকানিগুলিও সঙ্গে সঙ্গে বিলুপ্ত হইল। প্রায় একমাস সালসা খাইবার পর রেলওয়ে ষ্টেশনে একবার ওজন হইয়াছিলাম। তাহাতে পূর্ব্বাপেক্ষা প্রায় ⁄৭ সের বেশী হইয়াছিলাম।

জ্যোতির্ব্বিদ শ্রীধীরানন্দ কাব্যনিধি।
৯নং হেলিডে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৫ম পত্র।

জেলা ২৪ পরগণার অন্তর্গত দেগঙ্গার সবরেজিষ্ট্রার মহাশয়ের নিকট হইতে যে ইংরাজী পত্রখানি পাইয়াছি, তাহার মর্ম্মার্থ এইরূপ,—

"মহাশয়গণ! আহ্লাদ-সহকারে আপনাদিগের সালসার উপকারিতা প্রকাশ করিতেছি। ইহা ব্যবহার করিয়া আমার প্রভূত উপকার হইয়াছে। ইহা দ্বারা বেশ দাস্ত পরিষ্কার হয়, ক্ষুধা বৃদ্ধি হয়, ইন্দ্রিয়-শক্তি প্রবল হয়, রক্ত নির্দ্দোষ হয়।

কেবল তিনটী শিশি মাত্র সালসা ব্যবহার করিয়া, আমি পূর্ণমাত্রায় স্বাস্থ্য ও বল লাভ করিয়াছি। ইহা অপেক্ষা আর আনন্দের বিষয় কি হইতে পারে? পাঁচ সপ্তাহ মাত্র সালসা ব্যবহার করিবার পর, বারাসত রেল-ষ্টেশনে ওজন হইয়া দেখি যে আমার শরীরের ভার পাঁচ সের ছয় ছটাক বাড়িয়াছে। এই আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন দেখিয়া, একেবারে বিস্ময়ে ডুবিয়া গিয়াছি। আপনাদিগের এ ঔষধ প্রকৃতই মন্ত্রশক্তির ন্যায় কার্য্য করে। এই মহোপকারী সালসা আবিষ্কারের জন্য, আমার আন্তরিক ধন্যবাদ গ্রহণ করুন।

শ্রীমহম্মদ খালীল, সবরেজিষ্ট্রার।

৬ষ্ঠ পত্র।

মহাশয়গণ! আপনাদের ছাতীমার্কা ৩নং তিন শিশি সালসা ব্যবহার করাতে আমার ব্যারামের পূর্ব্বাপেক্ষা কথঞ্চিৎ লাঘব দেখা যায়; আমার বিশ্বাস, আপনাদের সালসাতেই সত্বর আরোগ্য হইব। অতএব নিবেদন, আপনাদের ছাতীমার্কা ৩নং তিন শিশি সালসা নিম্নলিখিত ঠিকানায় পুনঃ আমাকে পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। ঔষধ পাইতে বিলম্ব না হয়, ব্যবস্থাপত্র সঙ্গে দিবেন। ইতি।

শ্রীঅভয়াচরণ চক্রবর্ত্তী।
থানা তহশীলদার।—পোঃ শ্যামগ্রাম,
কুলশীল গ্রাম, জেঃ কুমিল্লা, ত্রিপুরা।

৭ম পত্র।

বি, বসু এণ্ড কোম্পানীর সালসা ৩নং ৬ শিশি আনিয়া ব্যবহার করাতে, আমার ৮ বৎসরের অগ্নিমান্দ্য রোগ হইতে অব্যাহতি পাইয়াছি। সম্প্রতি আমার কোন আত্মীয়ের জন্য আরও ৩নং ৬ শিশি সালসা পাঠাইবেন।

শ্রীযোগেন্দ্রনারায়ণ রায়।
বাজিতপুর গ্রাম, কুণ্ডলা পোষ্ট, বীরভূম জেলা।

৮ম পত্র।

হুগলী জেলার অন্তর্গত হাবড়ার মুন্সেফ শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রবিজয় বসু এম এ. বি এল মহোদয় বি, বসু এণ্ড কোম্পানীর সালসা সম্বন্ধে কি লিখিয়াছেন দেখুন;—

"আমার কোন বিশেষ আত্মীয়া, প্রসবের পর হইতে এক বৎসরের অধিক কাল, "শুকনা সূতিকা" পীড়ায় বড় কষ্ট পাইতেছিলেন। তাঁহার হিষ্টিরিয়া ব্যারাম ছিল। প্রায়

তিন মাস যাবৎ কবিরাজী চিকিৎসা করা হয়। তাহাতে বিশেষ ফল না পাইয়া আপনাদের "সালসা" খাওয়াইতে আরম্ভ করি। পেটের অসুখ থাকায়, মধ্যে মধ্যে উদরাময় বটিকাও সেবন করান হইত। প্রায় এক মাস এইরূপ চিকিৎসায় পীড়া একরূপ আরোগ্য হইয়াছে। শরীর পূর্ব্বাপেক্ষা সবল হইয়াছে। ক্ষুধা বৃদ্ধি হইয়াছে। বোধ হয়, আর এক শিশি খাওয়াইলে পীড়া নির্দ্দোষরূপে আরোগ্য হইবে। অতএব অনুগ্রহ করিয়া, আর এক শিশি সালসা পাঠাইবেন।

৯ম পত্র।

মধ্যভারত গোয়ালিয়ার রাজ্যের লস্কর হাঁসপাতালের এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন শ্রীযুক্ত বিহারীলাল ঘোষ মহাশয় আমাদের হাতিমার্কা সালসা সম্বন্ধে ইংরাজীতে যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহার ভাবার্থ এইরূপ,—

'মহাশয়! বাজারে যত প্রকার সালসা পাওয়া যায়, তন্মধ্যে বি, বসু এণ্ড কোম্পানীর সালসা সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ইহা আমি স্বয়ং উত্তমরূপে ব্যবহার করিয়া জানিয়াছি। আমার ধারণা, পাকস্থলী সবল করিতে ইহা অদ্বিতীয় মহৌষধ। আমি দীর্ঘকাল ধরিয়া অগ্নিমান্দ্য ও বহুমূত্র রোগে কষ্ট পাইয়া আসিতেছি, কিন্তু আপনার সালসা ব্যবহার করা অবধি অনেক পরিমাণে ভাল আছি। আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি, আপনার সালসা আশ্চর্য্য ক্ষমতাশালী।"

১০ম পত্র।

আপনাদের সালসার অতি অদ্ভুত গুণ, আশ্চর্য্য ক্ষমতা। আমার স্ত্রী কয় বৎসর ধরিয়া জ্বর, প্রদর, সুতিকা, হিষ্টিরিয়া, অসময়ে ঋতু প্রভৃতি জটিল রোগে ভুগিয়া, যার পর-নাই কাতর ও শীর্ণ হইয়াছিল। নানারূপ চিকিৎসা হইয়াছিল; কিন্তু কিছুতেই রোগ দূর হয় নাই। আপনাদের সালসা দেড় মাস সেবন করিয়া সকল রোগ আরোগ্য হইয়াছে, এখন বেশ হৃষ্টপুষ্ট ও সবল হইয়াছে। অধিকন্তু সালসা সেবনাবধি হিষ্টিরিয়া রোগটী আর দেখা যায় নাই, একদিন কেবল সূচনা হইয়াছিল মাত্র; ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় জানিবেন। আশা করি যাঁহারা সকল রকম চেষ্টা করিয়া হতাশ হইয়াছেন, তাঁহারা অবিলম্বে আপনার সালসার আশ্রয় লইবেন।

শ্রীক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
চারিচারাপাড়া, নবদ্বীপ, (নদীয়া)

১১শ পত্র।

শ্রীযুক্ত বাবু সর্ব্বেশ্বর মিত্র, এলাহাবাদ হাইকোর্ট হইতে বি, বসু এণ্ড কোম্পানীর সালসা সম্বন্ধে কি লিখিয়াছেন দেখুন,—

"আপনাদের সালসা ব্যবহার করিয়া আমি বিশেষ উপকার পাইয়াছি। আমি একজন Confirmed dyspeptic ছিলাম। অনেক দিন হইতে এ রোগ ভোগ করিতেছি। কোষ্ঠ পরিষ্কার প্রায় হইত না। কিন্তু আপনাদের সালসা ব্যবহার করা অবধি, কোষ্ঠ পরিষ্কার বেশ হইতেছে। ক্ষুধাও হইতেছে।"

"আপনাদের ফুলেলাও বেশ প্রশংসার সামগ্রী হইয়াছে। যেমন মনোহর সৌরভ, সেইরূপ উপকারী।"

১২শ পত্র।

আমি ইতিপূর্ব্বে আপনার নিকট হইতে ৩ নং ৪ শিশি সালসা ও কয়েক শিশি তৈল আনিয়া ব্যবহার করায়, আমার পারাদোষ-জনিত ক্ষতগুলি ঘা নিশ্চিহ্ন হইয়াছে। বি, বসু এণ্ড কোম্পানীর সালসা উপদংশ রোগের একটী অমোঘ মহৌষধ। শ্রীদুর্গাচরণ কর্ম্মকার।

বাজে ফুকরা গ্রাম, নাকান্দা পোষ্ট,
ফরিদপুর জেলা।

১৩শ পত্র।

আমার পত্নী বার তের বৎসর হইতে অম্লশূল রোগে আক্রান্ত হইয়া বড়ই কষ্ট পাইতেছিলেন। পেমড়ানিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজবল্লভ মিত্র স্কুল-সব-ইনেস্পেক্টার মহাশয় আমায় বলেন, যে কলিকাতা ৭৯ নং হারিসন রোডের বি, বসু এণ্ড কোম্পানীর সালসা সেবনে তাঁহার পত্নীর অম্লের পীড়ার বিশেষ উপকার হইয়াছে। তাঁহার এই কথা শুনিয়া আমি কলিকাতা হইতে ঐ সালসা কয়েক শিশি আনাইয়া আমার পত্নীকে সেবন করাই। বহুদিনের পীড়া দুই এক শিশি ব্যবহারে উপকার না হইবার সম্ভাবনা বোধ করিয়া, চারি

মাস কাল প্রায় তাঁহাকে আমি ঐ সালসা সেবন করাই। সালসা ব্যবহারের সময় কোন নিয়ম প্রতিপালন করা হয় নাই। কিন্তু প্রায় এক বৎসর গত হইল, ঐ সালসা ব্যবহারের পর হইতে আমার পত্নীর আর শূলের পীড়া উপস্থিত হয় নাই, তাঁহার শরীর এখন বেশ ভাল আছে। পূর্ব্বে বৎসরে পাঁচ ছয় বার ঐ রোগ উপস্থিত হইয়া কষ্ট প্রদান করিত এবং শরীর শীর্ণ হইয়া যাইত। গত এক বৎসরকাল তাহার আর শূল-বেদনা জানা যায় নাই। অধিক পরিশ্রম ও অগ্নির তাপে ঐ পীড়া বৃদ্ধি হইত; কিন্তু সালসা ব্যবহারের পর পরিশ্রম ও অগ্নির তাপে যাওয়া সত্ত্বেও এবং আহারাদির কোনরূপ বাঁধা ধরা নিয়ম না করিয়াও পীড়ার উদয় হয় নাই।

যে সময়ে ঐ সালসা ব্যবহার করা হয়, সেই সময় বোধ হয়, কোনরূপ নিয়ম প্রতিপালন না করার জন্যে শরীরের বিশেষ পুষ্টি সাধন হয় নাই, কিন্তু তাহার পর দুই বার এখান হইতে স্থানান্তরে পাঠাইয়াছিলাম, তাহাতে শরীরের অনেকটা পুষ্টিসাধন ও কান্তিবৃদ্ধি হইয়াছে।

আমি কবিরাজি, হাকিমি, ডাক্তারি, অবধৌত মতে অনেক ঔষধ তাঁহাকে সেবন করাইয়াছি; কিন্তু কোন ঔষধেই এক বৎসর কাল ধরিয়া পীড়ার শান্তি থাকা দেখিতে পাই নাই। বি, বসুর সালসা সেবনে তাহা হইয়াছে। ঐ শূল পীড়া আবার উপস্থিত হইবে কি না বলিতে পারিনা, তবে এক বৎসর কাল আমার পত্নী আপনার প্রদত্ত সালসা ব্যবহারে ভাল আছেন, ইহাই আমি যথেষ্ট মনে করি এবং সেই জন্যে আপনাকে আমি হৃদয়ের সহিত কৃতজ্ঞ ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। আমার বিশ্বাস যে, নিয়মপূর্ব্বক অধিক দিন এই সালসা ব্যবহার করিলে অম্লের পীড়ার একেবারে শান্তি হইতে পারে। আমার এই পত্রখানি আপনি যথেচ্ছামত ব্যবহার করিতে পারিবেন। ইতি সন ১৩০৪ সাল, ১৭ই জ্যৈষ্ঠ।

শ্রীযোগেশচন্দ্র সরকার।
উকীল, জজ আদালত বর্দ্ধমান।

১৪শ পত্র।

বহুদিন হইতে আমার কোন বন্ধু পারদ-ঘটিত ঘায়ে কষ্ট পাইতেছিল। গত ছয় মাস কাল কলিকাতার একজন সুবিখ্যাত নামজাদা ডাক্তার তাঁহাকে চিকিৎসা করেন। কিন্তু তাঁহার রোগের কোনই বৈলক্ষণ্য ঘটে নাই। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে উপদংশজনিত চাকা চাকা দাগ হইয়াছিল; কিন্তু আপনার সালসার সহিত মলম ও তৈল ব্যবহার করায়, দুই সপ্তাহের মধ্যেই স্পষ্ট ফল লাভ বুঝিতে পারা যায়। প্রায় দুই মাস মধ্যেই তিনি সম্পূর্ণ রূপ আরোগ্য লাভ করেন। এক্ষণে তিনি সম্পূর্ণ স্বাস্থ্য এবং যৌবনোচিত সামর্থ্য লাভ করিয়া একজন বিভিন্ন মনুষ্য হইয়াছেন।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ ঘোষ,
কাইতি—বর্দ্ধমান।

১৫শ পত্র।

মহাশয়। আমি ইতিপূর্ব্বে আপনাদের ৩নং শিশি একটা সালসা আনাইয়া অনেক ফল পাইয়াছি। সম্প্রতি আপনাদের ২নং সালসা ২ শিশি অতি অবশ্য অবশ্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় ভিঃ পিতে পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

শ্রীমণীন্দ্রমোহন গোস্বামী,
পোষ্ট ঠাকুর গাঁ, জেলা দিনাজপুর।

১৬শ পত্র।

আমার বাম হস্তের কতক অংশের একবারে সাড় ছিল না, এমন কি চিমটি কাটিলেও লাগিত না। অনেকেই ইহা পক্ষাঘাতের বিষম সূত্রপাত বলিয়া, আমাকে ভয় দেখাইতেন। শেষে আপনার ৩নং শিশির তিন বোতল সালসা ব্যবহার করিয়া, আরোগ্য সম্বন্ধে আমি অনেকটা আশান্বিত হই। পরে চতুর্থ শিশি ব্যবহারেই আমি নিঃসন্দেহরূপে আরোগ্য হইয়াছি। পূর্ব্বে হস্তের ঐ সমস্ত স্থানের, জলন্ত অগ্নির উত্তাপেও কোন সাড় হইত না। কিন্তু এক্ষণে হস্তের অন্যান্য অংশের ন্যায় এ অংশও কার্য্যক্ষম হইয়াছে। বেশীর ভাগ, আমার স্বাস্থ্যও সম্পূর্ণ উন্নত হইয়াছে।

শ্রীহরিমোহন মুখোপাধ্যায়,
৩০।১নং শোভারাম বসাকের লেন
কলিকাতা।

১৭শ পত্র।

মহাশয়। আমি কৃতজ্ঞতা সহকারে বিজ্ঞপ্তি করিতেছি যে, আপনার আবিষ্কৃত হাতামার্কা বি, বসুর সালসা এ জগতে অনন্ত উপকারের জন্য

প্রস্তুত হইয়াছে। আমি শারীরিক ও মানসিক দৌর্ব্বল্য জন্য ক্রমান্বয়ে ১৷৷৵০ আনা মূল্যের তিন শিশি সালসা সেবন করিয়া প্রভূত উপকার পাইয়াছি। সংপ্রতি আমার অভাদেব চর্ম্মরোগ ও শারীরিক দৌর্ব্বল্য হেতু দুই শিশি সালসা আমার দ্বারা আনাইয়া সেবন করেন; বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় যে, তিনি সর্ব্বতোভাবে সুস্থ হইয়াছেন। আশা করি, সকল ব্যক্তিই এই সালসা সেবন করেন। এই ক্ষুদ্র পত্রে আমার অসংখ্য ধন্যবাদ গ্রহণ করিবেন। নিবেদন ইতি।

একান্ত বশংবদ শ্রীপ্রথমনাথ গুই,
জমিদারি নিজ কাছারি কাঁটোয়া,
জেলা বর্দ্ধমান।

১৮শ পত্র।

আমি কিছু দিন যাবৎ কোষ্ঠবদ্ধতা, অজীর্ণ, ক্ষুধামান্দ্য ও তৎসঙ্গে পেট কামড়ানি রোগে ভুগিতেছিলাম। তজ্জন্য আমাকে বড়ই দুর্ব্বল হইতে হইয়াছিল অনেক প্রকার ডাক্তারী ঔষধ ব্যবহার করিয়াও কোন উপকার পাই নাই।

পেটেণ্ট ঔষধে আমার কিছুমাত্র বিশ্বাস ছিল ছিল না; কিন্তু আপনার সালসা বিশুদ্ধ আয়ুর্ব্বেদীয় মতে তৈয়ারী বলিয়া আপনার ছয় শিশি সালসা আনিয়া ব্যবহার করি। এক্ষণে অতীব আনন্দের সহিত বিজ্ঞপ্তি করিতেছি যে, আপনার সালসা ব্যবহার করিয়া আমি সম্পূর্ণ নীরোগ হইয়াছি, এবং পূর্ব্বের মত বল ও সামর্থ্য লাভ করিয়াছি। শ্রীবেণীমাধব বন্দ্যোপাধ্যায় ইন্‌স্পেক্টার অব্ ওয়ার্কস, মৃজাপুর ষ্টেশন।

১৯শ পত্র।

বি, বসু এণ্ড কোংর হাতী-মার্কা সালসা অর্শের মহৌষধ।

সে আজ চারি বৎসরের কথা; আমি যখন স্বাধীন ত্রিপুরার মহারাজকুমারগণের শিক্ষক হইয়া আগরতলায় যাই, তখন আমার অর্শের ব্যারামের অঙ্কুরমাত্রও ছিল না; এবং স্বপ্নেও কখন ভাবি নাই ঐ রক্তপিপাসু রাক্ষসী আমাকে আক্রমণ করিবে। কারণ আমার বিশ্বাস ছিল যে বংশে ঐ নির্লজ্জা পিশাচী একবার ঘটস্থাপন করিয়াছে সেই বংশেই যাতায়াত করে অন্যত্র নিঃসম্পর্কীয় লোকের কাছে সে যায় না,—সে পিশাচী হইলেও উপযাচিকা নহে। আমার পূর্ব্বপুরুষদের কাহারও কখনও অর্শ হয় নাই,—সুতরাং ঐ সার্টিফিকেট রূপ-রক্ষা কবচের জোরে আমি নিশ্চিন্ত ছিলাম। সে যাহা হউক, আগরতলা গিয়াই দেখিতে পাইলাম যে, মহারাজের ফটোগ্রাফী কার্য্যে সাহায্য করা আমার কর্ম্মের অন্যতর অঙ্গবিশেষ হইয়া দাঁড়াইল। এই উপলক্ষে অসময়ে ভোজন ও রাত্রি জাগরণ আমার দৈনিক কার্য্যের 'রুটিনের' ভিতরে আসিয়া পড়িল। সংক্ষেপে, তাহারই ফলে আমি 'অঙ্কুরিত' হইলাম—আমার অর্শ দেখা দিল। তাহার পর হইতে আজ চারি বৎসর, আমি কত মাদুলী আধুলী ব্যয় করিলাম, কত টোট্‌কা পট্‌কার আশ্রয় লইলাম,—কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না,—রাক্ষসীর রক্ত-পিপাসা দিন দিন বৃদ্ধি হইতে লাগিল। শেষে আপনাদের ৩নং সালসা দুই শিশি আনিয়া সেবন করি। তাহাতে কয়েক মাস অর্শের শোণিত-স্রাবাদি যাবতীয় উপদ্রব দূরীভূত হইয়াছে। সম্প্রতি এতদিন যাবৎ আমি এই রক্তাতঙ্ক রোগ হইতে মুক্ত হইয়া আরামে আছি যে এখন আপনাদিগকে এই বিষয় জানান অসঙ্গত বা অদূরদর্শিতা ও চাপল্যের পরিচায়ক বলিয়া মনে করি না—

বশংবদ—শ্রীনিবাস বন্দ্যোপাধ্যায়,
বি, এ, জয়েণ্ট হেড মাষ্টার,
ধলা—এন্‌ট্রান্স স্কুল।
জেলা মৈমনসিং।

২০শ পত্র।

কলিকাতার কোন প্রসিদ্ধ চিকিৎসক, অন্য বিলাতী সালসার পরিবর্ত্তে, তাহার বহুল রোগীকে বি, বসু এণ্ড কোম্পানীর হাতীমার্কা সালসা সেবন করাইয়া বিশেষ ফল প্রাপ্ত হন। তিনি নিজের নাম প্রকাশ করিতে অনুমতি দেন নাই বটে,—কিন্তু একখানি প্রশংসা পত্র দিয়াছেন। যে যে রোগীকে সেবন করাইয়া, তিনি যেরূপ ফল পাইয়াছেন, তাহারও আভাস তিনি পত্রে দিয়াছেন,—

জন সমাজে বি, বসু এণ্ড কোম্পানীর হাতীমার্কা সালসা প্রাধান্যলাভ করিয়াছে। নির্দ্দিষ্ট নিয়মে—অন্ততঃ এক মাসকাল—এই সালসা করিলে, দেহের বলবীর্য্য বৃদ্ধি পায়,—দেহ শ্রমসহিষ্ণু হয় এবং দেহকান্তি উজ্জ্বল হয়।

বি, বসু এণ্ড কোম্পানীর হাতী-মার্কা সালসা সেবনে কোষ্ঠ-পরিষ্কার হয়, —ক্ষুধা বৃদ্ধি হয়, মনে স্ফূর্ত্তি জন্মে এবং আলস্য দূরে যায়।

অনেক ভদ্র ব্যক্তি,—বি, বসু এণ্ড কোম্পানীর সালসা পাইয়া,—চা সেবন পরিত্যাগ করিয়াছেন। প্রাতঃকালে গরম দুগ্ধের সহিত এক দাগ বি, বসু এণ্ড কোম্পানীর সালসা মিশ্রিত করিয়া তাঁহারা পান করিতেছেন; পানে পরিতৃপ্ত হইতেছেন; এবং মধুর আস্বাদনে মুগ্ধ হইতেছেন!

গুরুতর পরিশ্রমের পর,—রাত্রি জাগরণের পর,—অধিক পথ-পরিভ্রমণের পর,—বি, বসু এণ্ড কোম্পানীর সালসা সেবন অত্যাবশ্যক। দেখিবেন,—সঙ্গে সঙ্গে শুভফল-প্রাপ্তি।

বি, বসু এণ্ড কোম্পানীর হাতী-মার্কা সালসা —অম্লরোগের মহৌষধ। কোনরূপ চিকিৎসাতেও যে সকল অম্লরোগগ্রস্ত রোগী আরোগ্য হয় নাই, বি, বসু এণ্ড কোম্পানীর এই হাতীমার্কা সালসা সেবনে তাঁহাদের সেই অম্লরোগ সমূলে নির্ম্মূল হইয়াছে।

যাঁহার শরীর দুর্ব্বল, যাঁহার মাথা ঘোরে, যিনি দাঁড়াইয়া উঠিলে,—সর্ব্বদিক্ ধোঁয়া ধোঁয়া দেখেন, যাঁহার ধারণাশক্তি কম, তাঁহার পক্ষে, বি, বসু এণ্ড কোম্পানীর এই হাতীমার্কা সালসা সেবন একান্ত বিধেয়।

বি, বসু এণ্ড কোম্পানীর এই হাতী-মার্কা সালসার একদিকে ত ঐ সকল গুণ, আবার অন্য দিকে ইহার কত গুণ আছে, শুনুন।

পারার ঘায়ে যাঁহার শরীর গলিয়া পড়িয়াছে, —যিনি বাতে ফুলিয়া উঠিয়াছেন,—হাঁটুর কন্‌কনানিতে রাত্রে যাঁহার নিদ্রা হয় না,—উপদংশ-রোগে যিনি জর্জ্জরিত,—চাকা চাকা চিহ্নে যাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ভূষিত,—এমত সকল উৎকট রোগগ্রস্ত ব্যক্তিও এই সালসাসেবনে অচিরে আরোগ্যলাভ করিয়া থাকেন।

অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় এই,—অলৌকিকত্ব এই,—বি বসু, এণ্ড কোম্পানীর হাতী-মার্কা সালসা সহজ শরীরেও সেবনীয়। ভাবুন অন্য কোন রোগ নাই,—কেবল অক্ষুধাটী মাত্র আছে, এমন ব্যক্তিরও সেই অক্ষুধাটী মাত্রও,—এই বি, বসু এণ্ড কোম্পানীর সালসা সেবনে দূর হইবে। তুমি পরিশ্রম করিয়া কাতর হইয়াছ, বি, বসু এণ্ড কোম্পানির সালসা সেবন কর,—তোমার শ্রান্তি দূর হইবে; অথচ এদিকে অতি কঠিন রোগ সকল - ডাক্তার কবিরাজ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত রোগ সকলও - এই বি, বসু এণ্ড কোম্পানীর সালসা সেবনে আরোগ্য হয়। এই স্থানেই এই সালসার অপার্থিবত্ব বা অলৌকিকত্ব।

আরও শুভ সংবাদ এই,—সালসা সেবন কালে কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম পালন করিতে হয় না; সর্ব্বদা গায়ে জামা দিয়া থাকিতে হয় না;—গরমে থাকিতে হয় না,—ইত্যাদি ইত্যাদি।

তাই বলি,—একবার বি, বসু এণ্ড কোম্পানীর সালসা সেবন কর, অচিরে তুমি নানা রোগ হইতে আরোগ্য লাভ করিবে।

২১শ পত্র।

ইতিপূর্ব্বে আমি মহাশয়ের নিকট হইতে যে দুই শিশি সালসা আনাইয়াছিলাম, তাহা ব্যবহারে আশাতীত ফললাভ করিয়াছি। পত্র পাঠ ৩ নম্বর শিশির ৪ শিশি ঔষধ ভিঃ পিতে রেলওয়ে পার্শেল যোগে সত্বর পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। আপনার ঔষধ প্রকৃত প্রস্তাবেই অতি উপাদেয় ঔষধ হইয়াছে। আমি সকলকে অনুরোধ করি, তাঁহারা বিলাতী ঔষধ ব্যবহার না করিয়া, আমাদের স্বদেশজাত এই পরম উপকারী সালসা ব্যবহার করুন।

শ্রীউমাশঙ্কর চক্রবর্ত্তী,

সদরজমানবিস ষ্টেট রাজা গোবিন্দলাল রায় বাহাদুর। তাজহাট রাজবাটী, মাহিগঞ্জ পোষ্ট, রঙ্গপুর।

২২শ পত্র।

আমার প্রিয় শিষ্য শ্রীযুক্ত জগন্নাথ কয়াল ৩নং ২ শিশি আপনার সালসা আমাকে আনাইয়া দিয়াছিল। তাহা সেবন করিয়া যেরূপ উপকার পাইয়াছি, তাহা পত্রের দ্বারা লিখিয়া কি জানাইব। প্রায় দুই বৎসর অর্শ এবং প্রমেহের পীড়ায় যারপর নাই কষ্ট ভোগ করিতেছিলাম। কিন্তু আপনার সালসা সেবনে প্রায় আরোগ্য লাভ করিয়াছি, আর তিন শিশি সালসা আমার নামে শীঘ্র পাঠাইবেন।

শ্রীশ্রীরাম গোস্বামী।

পোঃ ঝালিদা, জেলা মানভূম।

২৩শ পত্র।

গত মাসে যে তিন বোতল সালসা পাঠাইয়াছেন, তাহাতে আশাতিরিক্ত ফল পাইয়াছি। অনুগ্রহ করিয়া এবার অর্দ্ধ ডজন ১৸৴০ আনা মূল্যের সালসা পূর্ব্ববঙ্গরেল পার্শেলে পাঠাইলে বাধিত হইব।

শ্রীকালী প্রসন্ন মুখোপাধ্যায়।
হেড ক্লার্ক পুলিস আফিস, জলপাইগুড়ি;

২৪শ পত্র।

কলিকাতা ৭০ নং সুকিয়া ষ্ট্রীট হইতে বেদব্যাস-সম্পাদক ৺ ভূধর চট্টোপাধ্যায় কি লিখিয়াছিলেন দেখুন —

"আমি কয়েকমাস হইতে অম্লের পীড়ায় অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছিলাম। কোষ্ঠ-কাঠিন্য, পেট-বেদনা, বমন, বুকজ্বালা এবং তৎসঙ্গে শিরঃপীড়ায় সময়ে সময়ে অস্থির করিত। নিতান্ত কৌতূহল বশতঃ আমি আপনাদের নব আবিষ্কৃত, সুমিষ্ট "সালসা" সেবন করিতে আরম্ভ করি। এক মাস মধ্যেই আমি প্রভূত উপকার প্রাপ্ত হইয়া, এখন সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিয়াছি। আপনাদের সালসা অম্লের পীড়ায় যেরূপ আশুফলপ্রদ, তাহাতে আমার বিশ্বাস বর্ত্তমান অম্লরোগ-প্রবল বাঙ্গালীর দেশে উক্ত সালসা অমৃতবৎ আদৃত হইবে। আমার একজন চা সেবী বন্ধু বলেন যে, চা ছাড়িয়া প্রাতঃকালে গরম দুগ্ধের সহিত সালসা খাইলে চা অপেক্ষা অধিক উপকার পাওয়া যায়। চা অপেক্ষা এ সালসা অধিক সুস্বাদু।"

২৫শ পত্র।

আমি অতীব আনন্দসহকারে জানাইতেছি যে, আপনার ৩নং সালসার ছয় শিশি ব্যবহার করাতে আমার চর্ম্মরোগ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া গিয়াছে।

শ্রীপুলিনবিহারী সব ওভারসিয়ার এল, বি, সুনামগঞ্জ, শ্রীহট্ট।

২৬শ পত্র।

মহাশয়। আপনার সালসা ব্যবহারে অতিশয় উপকার হইয়াছে। অতএব নিবেদন—নিম্নলিখিত ঠিকানায় আরও আপনার ৩নং দেড় পোয়া শিশি ২টা পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

শ্রীকালিদাস নায়েক।
ছোটধেমো কালিয়ারি, দিশারগড়।
বর্দ্ধমান।

২৭শ পত্র।

সালসা ও বিজয়া বটিকা আপনাদের আবিষ্কৃত নূতন প্রণালীতে প্রস্তুত। সালসা ব্যবহার করিয়া আমার বাতের পীড়ার আশাতীত উপকার হইয়াছে। বাতের সঙ্গে সঙ্গে জ্বরেরও প্রকোপ ছিল। তন্নিবন্ধন আপনাদের নবাবিষ্কৃত ও ফলপ্রদ "বিজয়া বটিকা"ও আমার দ্বারা ব্যবহৃত হইয়াছিল। তাহাতে সুফল ফলিয়াছে। জ্বরের উপশম হওয়ায় বাতের আক্রমণ হ্রাস পাইতে লাগিল। প্রথম আনীত ৩নং সালসায় ফল পাওয়ায়, পুনরায় আর দুই শিশি ৩নং সালসা আনাইয়াছিলাম। তাহাতেও পূর্ব্ববৎ সুফল লাভ হইয়াছে। এজন্য অন্তরের সহিত আশীর্ব্বাদ করিতেছি। আমার সম্পূর্ণ প্রতীতি জন্মিয়াছে, সকলেই আপনাদের 'সালসা' ও 'বিজয়া বটিকার" গুণে আকৃষ্ট হইবেন। এত অল্প সময়ে ও অল্প মাত্রায় উপকার পাওয়া অভাবনীয়।

শ্রীমহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি,
"পুরোহিত ও অনুশীলন" কার্য্যালয়,
৭৭।১ নং মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

২৮শ পত্র।

আপনাদের সালসা সেবনে বিশেষ উপকার পাইয়াছি। ইহা যে ক্ষুধা বৃদ্ধি, ধাতুপুষ্টি ও রক্ত পরিষ্কার করিতে পারে, তাহাতে সন্দেহ নাই। বাস্তবিক আপনাদের সালসা অতি উপাদেয় জিনিষই হইয়াছে, তজ্জন্য আপনাদিগকে ধন্যবাদ দিই। যাঁহারা রক্তপরিষ্কার, ক্ষুধা বৃদ্ধি ও ধাতু

পুষ্টির বাসনা করেন, তাঁহাদিগকে একবার বি, বসু এণ্ড কোম্পানীর সালসা সেবন করিতে অনুরোধ করি।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্ত,
জমিদার, পোঃ চৌদ্দগ্রাম, ত্রিপুরা।

২৯শ পত্র।

আপনাদের নিকট হইতে তিন শিশি সালসা আনাইয়া ও সেবন করাইয়া, আশাতীত ফল পাইয়াছি। অতএব লিখি, পুনরায় ৪ চারি শিশি (১॥ পোয়া মাপের) ভিঃ পিঃ পোষ্টে ও নিম্নোক্ত ঠিকানায় পাঠাইয়া বাধিত করিতে আজ্ঞা হইবেক।

শ্রীজগদীশচন্দ্র রায়,
কালেকটরির কাছারি, বাঁকুড়া।

বি, বসু এণ্ড কোম্পানীর
হাতীমার্কা সালসার

প্রাপ্তিস্থান।

কলিকাতা পটলডাঙ্গা, ৭৯ নং হারিসন রোড, বিজয়া বটিকা কার্য্যালয়ে একমাত্র এজেণ্ট বি, বসু এণ্ড কোম্পানীর নিকট প্রাপ্তব্য।

এবং

অন্যান্য সব্-এজেণ্টগণের নিকট, (যাঁহাদের নাম স্থানান্তরে লিখিত হইল, তাঁহাদের নিকট) প্রাপ্তব্য।

সব্-এজেণ্টগণ ঔষধ কেবল নগদ বিক্রয় করেন,—ডাকে পাঠান না।

কলিকাতা ৭৯নং হারিসন রোডস্থ বি, বসু এণ্ড কোম্পানী এই হাতিমার্কা সালসা ডাকে পাঠাইয়া থাকেন এবং নগদও বিক্রয় করিয়া থাকেন।

সালসা পাঠাইতে হইলে অগ্রিম মূল্য পাঠাইতে হয়।

অভাবপক্ষে, অগ্রিম ডাকমাশুল না পাঠাইলে, কোথাও সালসা প্রেরিত হয় না।

বি, বসু এণ্ড কোম্পানীর



ফুলেলা।

ভারতবর্ষ ফুলের ভাণ্ডার। ভারত কুসুম অমূল্য রত্ন। এ ফুলের তুলনা নাই। সাতটী সদ্‌গন্ধযুক্ত ফুলের সাররস, বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে একত্র মিলাইয়া (আয়ুর্ব্বেদোক্ত নানা মসলার সহিত) এই ফুলেলা তৈয়ারি হইয়াছে। আপনি ফুলেলা মাখিতে আরম্ভ করুন,—দূরস্থিত পথিক মনে করিবে—এ কি হইল?—হঠাৎ নানা জাতীয় পুষ্পের সৌরভ পাই কেন? নিকটে কি ফুলের উদ্যান আছে? ফুলসমূহ কি এককালেই প্রস্ফুটিত হইয়াছে? এমন মনোহর সৌরভ ত এই মর্ত্ত্যধামের নহে,—বুঝি স্বর্গীয় নন্দনকানন হইতে এ সৌরভ আসিতেছে। আপনার মানময়ী গৃহিনী যদি রাগ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে, আর কিছুই করিতে হইবে না,—এক শিশি ফুলেলা কিনিয়া তাঁহার হাতে এবং দুই চারি ফোঁটা ফুলেলা লইয়া তাঁহার কপালে মাখাইয়া দিন; গৃহিনীর রাগ দূর হইবে।

ফুলেলায় মনকে প্রফুল্ল রাখে। যে ঘরে ফুলেলা থাকে, সে ঘর সৌরভে সদা আমোদিত হয়। সর্ব্ব দুর্গন্ধ দূর হয়। গৃহস্থের স্বাস্থ্য ভাল থাকে। ফুলেলা দেবী অঙ্গের ভূষণ।

ফুলেলা ব্যবহারে চুলের গোড়া শক্ত হয়। চুল কাল এবং চিক্কণ হয়। ফুলেলায় চুল উঠা দোষ দূর হইয়া চুল বৃদ্ধি পায়,—চামরের ন্যায় কেশকলাপ হয়। বহুদিন ধরিয়া ফুলেলা মাখিলে টাক রোগ নষ্ট হয়। ফুলেলায় মস্তিষ্ক শীতল হয়, শিরোঘূর্ণন দূর হয়। হাত পা জ্বালা ও গাত্র জ্বালা দূর হয়। মাথার খুস্কি এবং চুলকানি নষ্ট হয়। পেটে মাখিলে পেট ঠাণ্ডা হয়। হজম শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং দাস্ত খোলসা হয়। প্রমেহাদি রোগও আরোগ্য হয়।

প্রতি তিন আউন্স শিশি মূল্য ১৲ এক টাকা; প্যাকিং ৵০ দুই আনা; ডাঃ মাঃ ॥০ আট আনা; ভিঃ পিঃ কমিশন ৵০ দুই আনা। যদি কেহ ১২ শিশি ফুলেলা লয়েন, তবে তিনি ২৲ দুই টাকা কমিশন পাইবেন। অর্থাৎ দশ টাকাতেই ১২ শিশি ফুলেলা পাইবেন। ডাঃ মাঃ তিন টাকা; প্যাকিং চার্জ্জ ৵০ দুই আনা। ভিঃ পিঃ কমিশন।০ চারি আনা রেল পার্শেলে এক ডজন ফুলেলা লইলে মাস্থল আরও কিছু কম পড়ে। বার শিশি ফুলেলার কম লইলে, এমন কি এগার শিশি লইলেও কোন কমিশন পাইবেন না।

ফুলেলার প্রশংসা পত্র।

১ম পত্র।

শকুন্তলাতত্ত্ব গ্রন্থের প্রণেতা, বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের অনুবাদক স্বনামধন্য পুরুষ শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রনাথ বসু এম এ, বি এল, কলিকাতা ৫নং রঘুনাথ চাটুর্য্যের গলি হইতে লিখিয়াছেন— আমার একপুত্র ফুলেলা ব্যবহার করিয়া উহার খুব সুখ্যাতি করিল। বলিল, তৈল মাখিবার পর শরীর অনেকক্ষণ বেশ স্নিগ্ধ থাকে। আমি নিজে প্রায় ত্রিশ বৎসর কোন তৈল ব্যবহার করি নাই। সুতরাং সাহস করিয়া ফুলেলা ব্যবহার করিতে পারিলাম না। কিন্তু ফুলেলার গন্ধ এত মনোহর যে উহা ব্যবহার করিতে না পারিয়া অসুখী হইলাম।

২য় পত্র।

কলিকাতা হাইকোর্টের সূক্ষ্মদর্শী প্রসিদ্ধ উকিল এটর্ণী শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম, এ, বি, এল, মহোদয় 'ফুলেলা' সম্বন্ধে কি লিখিয়াছেন দেখুন,—

"আপনাদের 'ফুলেলা' দুই শিশি ব্যবহার করিয়াই চুল-উঠা সম্বন্ধে অনেক উপকার পাইয়াছি। 'ফুলেলার গন্ধ অতি মনোহর—স্নানের পরও অনেকক্ষণ গন্ধ থাকে।"

৩য় পত্র।

কলিকাতা ষ্টার থিয়েটারের সুপ্রসিদ্ধ ম্যানেজার এবং বিবাহ-বিভ্রাট, তরুবালা প্রভৃতির গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু লিখিয়াছেন,— "আপনাদের এ কোন ফুলের "ফুলেলা?" মন্মথের ফুলধনু হইতে দু'চারিটী পাপ্‌ড়ি চুরি করিয়া স্নিগ্ধ স্নেহ-রসে মিশাইয়াছেন কি? নচেৎ সুবাসের কোমলতার মধ্যে এমন মধুর মোহিনী শক্তিটুকু আইল কোথা হ'তে? ঘ্রাণে কত হারাণ কথা প্রাণ যেন আবার কুড়াইয়া পায়। গৃহলক্ষ্মীর অলকায় একটু "ফুলেলা" দিলে, বোধ হয় তাঁহার পায়ে আর বেশী তৈল দিবার প্রয়োজন হয় না।

৪র্থ পত্র।

আপনার 'ফুলেলা' অতি সুন্দর তৈল। ইহা ব্যবহারে আমি অত্যন্ত আরাম বোধ করিয়াছি। এমন কি এই তৈল মাথার বেদনার অতি মহৌষধ। ফুলেলার গন্ধ অতি চমৎকার, স্নানের পরও ইহা অনেকক্ষণ স্থায়ী।

শ্রীসুশীলচন্দ্র দাস। মথুরাপুর গ্রাম
ঠাকুরগঞ্জ পোঃ আঃ, (দিনাজপুর)

৫ম পত্র।

যিনি অবকাশরঞ্জিনী, পলাশীর যুদ্ধ, রৈবতক, কুরুক্ষেত্র প্রভৃতি গ্রন্থ লিখিয়া বঙ্গের কবিকুল চূড়ামণি হইয়াছেন,—এক্ষণে যিনি চট্টগ্রামের কমিশনরের পার্শনাল আসিষ্টাণ্টের উচ্চপদে অধিষ্ঠিত, সেই মহাকবি শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন— "ফুলেলা" ব্যবহারে প্রীত হইয়া কি লিখিয়াছেন, দেখুন,—"কি স্নিগ্ধতায়, কি সৌরভে কি বর্ণের গৌরবে,—"ফুলেলা" ব্যবহার করিলে মুগ্ধ হইতে হয়।

৬ষ্ঠ পত্র।

আপনার প্রেরিত সৌরভময় 'ফুলেলা' তৈল প্রাপ্তে সুখী হইলাম। ইহা যে প্রকার সৌরভময়, সে প্রকার উপকারী বটে; আমার মাথাঘুরা ইত্যাদি শিররোগ আপনার 'ফুলেলা' সেবনে অনেক উপশম হইয়াছে এবং আমার মাতাঠাকুরাণী ২।৩ দিবস আপনার 'ফুলেলা' তৈল হাতে পায়ে মাখিয়া, হাত-পা জ্বালা-রোগ হইতে ঈশ্বর ইচ্ছায় মুক্তিলাভ করিয়াছেন। পত্র প্রাপ্ত মাত্রই নিম্নলিখিত ঠিকানায় তিন আউন্স শিশি 'ফুলেলা' চারি শিশি একত্রে পাঠাইয়া পরিতোষ করিবেন।

শ্রীলোৎফের রহেমান চৌধুরী।
দেউলা, তালুকদার বাটী, পোঃ তালতলী,
বরিশাল।

৭ম পত্র।

আপনাদের "ফুলেলা" ব্যবহার করিয়া বড়ই প্রীত হইলাম। বাস্তবিক "ফুলেলা" বড়ই উপাদেয় হইয়াছে। সাহস করিয়া বলিতে পারি,—"ফুলেলা" পৃথিবীর নহে, —স্বর্গের; দৈবাৎ পৃথিবীতে আসিয়া পড়িয়াছে। মস্তিষ্ক শীতল রাখিবার এবং বঙ্গীয় যুবক-যুবতীগণের সখ মিটাইবার ক্ষমতা একাধারে ফুলেলায় বর্ত্তমান আছে। আহ্লাদপ্রদ বলিয়া "চন্দ্র" এবং তাপপ্রদ বলিয়া "তপন" এই দুইটী নাম যেমন সার্থক, আপনাদের "ফুলেলার" নামও তেমন সার্থক হইয়াছে।

ধন্বন্তরি শ্রীব্রজবল্লভ রায়, কাব্যকণ্ঠ বিশারদ—কবিরাজ। ভূতপূর্ব্ব "সুবোধিনী" ও "বঙ্গদর্শী" পত্রের সম্পাদক, চুচুঁড়া কামারপাড়া রোড।

৮ম পত্র।

কলিকাতা ১১৯ নং ফড়েপুকুর ষ্ট্রীট হইতে শ্রীযুক্ত বাবু গণেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কি লিখিয়াছেন, দেখুন;—

"মহাশয়গণ! আমি আপনাদিগের "ফুলেলা" তৈল ব্যবহার করিয়াছি এবং নিরতিশয় আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, ইহার বেশ সুগন্ধ আছে এবং কেশের ও মস্তিষ্কের পক্ষে এই তৈল বিশেষ উপকার করে।"

৯ম পত্র।

মহাশয়! আপনার প্রেরিত এক শিশি 'ফুলেলা' ব্যবহারে অত্যন্ত আরাম বোধ করিতেছি; অনুগ্রহপূর্ব্বক আর এক শিশি "ফুলেলা" ভিঃ পিঃ ডাকে পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। আপনার ফুলেলা অতি চমৎকার হইয়াছে।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র দত্ত, মুন্সেফ।
লক্ষ্মীপুর, জেলা নোয়াখালী।

১০ম পত্র।

মহাশয়! আপনাদের 'ফুলেলা' এক শিশি ইতিপূর্ব্বে আনিয়া বিশেষ ফল পাইয়াছি। এই তৈল নিতান্ত শীতল, পেটে মাখিলে পেট জ্বালা নিবারণ হয় ঠিক। অতএব এইক্ষণ লিখিতেছি, আমার জন্যে দুই শিশি ফুলেলা পাঠাইয়া দিবেন। আসা মাত্র মূল্য এবং খরচ ইত্যাদি দিয়া রাখিল। বোধ হয়, এই দুই শিশি আসিলে পুনরায় অপর লোকের জন্য আনাইতে হইবে। তাঁহারা দেখিবার জন্য অনেকে ব্যাকুল। সত্বর পাঠাইবেন।

শ্রীএহাছোন আলী মিঞা, গ্রাম মালীকা,
পোঃ বড়নদী, জেলা বরিশাল।

১১শ পত্র।

ফরিদপুরের অন্তর্গত খালিয়া হইতে শ্রীসুরেন্দ্র নাথ গঙ্গোপাধ্যায় লিখিয়াছেন—

"আমি কলিকাতা হইতে বাড়ী আসিবার সময় দুই শিশি "ফুলেলা" আনিয়াছিলাম। প্রথমতঃ আমার ঐ তৈলের প্রতি বড়ই অবিশ্বাস ছিল। কিন্তু এখন দেখিতেছি, ইহা মস্তিষ্ক স্নিগ্ধকারক ও ইহার গন্ধ অতি মনোহর। স্নানের পরও ইহার গন্ধ অনেকক্ষণ থাকে। যাঁহাদিগের সুগন্ধি তৈল ব্যবহার করার ইচ্ছা আছে, তাঁহারা বি, বসু কোম্পানীর "ফুলেলা" ব্যবহার করিবেন। ইহার গন্ধ যেমন মনোহর তেমনি স্নিগ্ধকারক।"

১২শ পত্র।

লোকে বাবুগিরি করিবার জন্য সৌগন্ধ ব্যবহার করে। কিন্তু আমি সে জন্য ফুলেলা ব্যবহার করি নাই। মস্তিষ্কের অত্যধিক চালনাহেতু, আমার শারীরিক যন্ত্রাদি অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছিল। এমন কি,—এক স্থানে আবদ্ধ কোন

জিনিষের প্রতি চাহিলে, মনে হইত যেন, সে জিনিষটী ইতস্ততঃ ঘুরিতেছে, ফিরিতেছে কাহারও পরামর্শে আমি ফুলেলা ব্যবহার করি। আমি অতীব আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, ফুলেলা ব্যবহার করিয়া অত্যধিক উপকার পাইয়াছি। ফুলেলার গন্ধ, অতিশয় স্নিগ্ধ, মনোহর ও চিত্তহারী। ইহা ব্যবহার করিলে পর, ইহার গন্ধ তিন দিন পর্য্যন্ত থাকে। কি বর্ণে, কি সৌরভে, কি উপকারিতায়,—আপনার ফুলেলা অদ্বিতীয়।

পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি, বঙ্গীয়, এসিয়াটিক সোসাইটীর সভ্য "পুরোহিতের" সম্পাদক ইত্যাদি।

১৩শ পত্র।

হিতৈষী নামক সংবাদপত্র কলিকাতা শোভাবাজার রাজবাটী ২৭ নং রাজা নবকৃষ্ণের গলি হইতে প্রকাশিত হয়। সেই হিতৈষীর বিজ্ঞ সম্পাদক এবং স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত কালীচরণ মিত্র মহাশয় লিখিয়াছেন,—

"এক শিশি" "ফুলেলা" ব্যবহারে প্রীত হইয়াছি। মস্তিষ্ক স্নিগ্ধকারক স্থায়ী ও মনোহর গন্ধবিশিষ্ট এবং বিশেষ উপকারী—এমন তৈল অল্পই দেখা যায়। প্রীতিউপহারেও ইহা সম্পূর্ণ উপযোগী। এই তৈলের আদর হইতেছে, দেখিয়া তুষ্ট হইলাম। ইতি—

১৪শ পত্র।

বঙ্গের প্রসিদ্ধ কবি ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র রক্ষিত মহাশয় কলিকাতা ১৭নং শিবনারায়ণ দাসের গলি হইতে লিখিয়াছেন;—"ফুল সকলেরই প্রিয়। সেই ফুল হইতেই যখন ফুলেলার উৎপত্তি তখন ইহার গৌরব সুপ্রতিষ্ঠিত না হইবে কেন? ফলতঃ সখ ও স্বাস্থ্য দুই রক্ষা করিতে এমন উপকারী তৈল আর দেখি নাই। মাখিতে আরম্ভ করিলে, সুগন্ধে চারিদিক্ ভরপুর হইতে থাকে,—স্নানের পরও অনেকক্ষণ গন্ধ থাকে;—তারপর মস্তিষ্ক বিলক্ষণ স্নিগ্ধ হয়,—গা হাত পা-জ্বালাও দূর হয়। বলিতে কি, "ফুলেলার" কাছে বেলাচামেলি-হেনাও হার মানে।"

১৫শ পত্র।

মহাশয়! আপনারা যে ৬ শিশি 'ফুলেলা" সম্প্রতি ভ্যালুপেবেল যোগে পাঠাইয়াছেন, আমি তাহা সপরিবারে ব্যবহার করিয়াছি। ইহার কতকগুলি সুন্দর গুণ দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছি। ইহাতে মস্তিষ্ক শীতল হয় স্বচ্ছন্দ বোধ হয়, এবং ইহার গন্ধ মনোরম। সকল নরনারীই নিঃসন্দেহে ইহা ব্যবহার করিতে পারেন। শীঘ্র ভ্যালুপেবল যোগে আর ৬ শিশি "ফুলেলা" পাঠাইলে বাধিত হইব। অনুগ্রহ করিয়া ফুলেলার প্যাকেটে এক কৌটা ২নং বিজয়া বটিকা পাঠাইবেন।

শ্রীবিমলাচরণ বিশ্বাস,
তহশীলদার, বেনীয়াচোং খাসমহল।
হবিগঞ্জ, শ্রীহট্ট।

১৬শ পত্র।

কলিকাতা হোগলকুড়িয়া, ১৩।১ বৃন্দাবন বসুর লেন হইতে—সাহিত্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি লিখিতেছেন,—"ফুলেলা" মাখিয়া তৃপ্ত হইয়াছি, গন্ধ যেমন মিষ্ট, তেমনই মোলায়েম। স্নানের পর গন্ধ যায় না; পরদিনও সৌরভ থাকে। কোন কোন তৈল মাখিয়া দেখিয়াছি, মাথায় জল দিলেই সুগন্ধ নষ্ট হইয়া যায়, পরন্তু কেশে দুর্গন্ধের সঞ্চার হয়। "ফুলেলায়" সে দোষ নাই। অধিকন্তু স্নানের পর গন্ধ আরও মনোহর বলিয়া বোধ হয়।

১৭শ পত্র।

কলিকাতা টাকশালের দেওয়ান শ্রীযুক্ত রায় বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুর লিখিয়াছেন,—

"আমি কিছু দিন হইতে ফুলেলা নামক কেশ তৈল ব্যবহার করিতেছি এবং এখন আমি ইহার গুণ সম্বন্ধে বেশ দুই কথা বলিতে পারি। ইহাতে শরীর শীতল হয়, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই এবং ইহার গন্ধ মনোহর ও স্থায়ী। এমন সুন্দর বস্তু প্রস্তুত করিয়া বি, বসু কোম্পানী যথার্থই ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন।"

১৮শ পত্র।

আমি 'ফুলেলা' তৈল ব্যবহার করিয়াছি। ইহার গন্ধ অতীব মনোহর এবং স্নানের পরও

বহুক্ষণ স্থায়ী। শরীর শীতল করিবার ইহার অনেক গুণ আছে। ব্যবহার করিলে ইহা কিছু সময়ের জন্য মস্তিষ্ক শীতল রাখে। আমি কেবল মাত্র এক শিশি ফুলেলা ব্যবহার করিয়াই যথেষ্ট উপকার পাইয়াছি। সৌখীনতা করিবার পক্ষেও ইহা এক অতীব অপূর্ব্ব সামগ্রী হইয়াছে।

রায় শ্রীযতীন্দ্রনাথ চৌধুরী।
জমিদার, টাকী।

১৯শ পত্র।

সিন্ধু দেশের অন্তর্গত করাচি হইতে তথাকার উচ্চবংশোদ্ভব, সম্ভ্রান্ত হিন্দু শ্রীল শ্রীযুক্ত ডি, ডি, অ্যাডভানি মহাশয় ফুলেলা সম্বন্ধে ইংরাজীতে যে পত্রখানি লিখিয়াছেন, তাহার বঙ্গানুবাদ একবার পাঠ করুন,—

"আমার কোন বন্ধুর নিকট হইতে আমি আপনার এক শিশি 'ফুলেলা' পাইয়া ছিলাম। বিগত কয়েক সপ্তাহ এই ফুলেলা ব্যবহার করিয়া আমি আশাতীত উপকার পাইয়াছি। ইহার বিলক্ষণ শৈত্যগুণ আছে। ইতি পূর্ব্বে আমি সর্ব্বদাই মাথাধরা রোগে ভুগিতাম। কিন্তু ফুলেলা ব্যবহার করার পর, আর কখনও আমার মাথা ধরে নাই।

অনুগ্রহ করিয়া আপনার সৌরভবিশিষ্ট ফুলেলা আর এক শিশি পাঠাইবেন।

ডি, ডি, অ্যাডভানি।
সিন্ধু কলেজ, করাচি।

২১শ পত্র।

আপনার নিকট দুই শিশি 'ফুলেলা" আনিয়া ব্যবহার করিয়াছি; ইহার গন্ধ—অতি মনোহর। এই তৈল ব্যবহারে, হাত-পা-জ্বালা, শিরোবেদনা ইত্যাদি নিবারণ হয়। আমি প্রত্যেককে আপনার মহাসৌগন্ধযুক্ত 'ফুলেলা' ব্যবহার করিতে অনুরোধ করি। ইতি—

ডাক্তার শ্রীঅখিলচন্দ্র বণিক, ডি, এল, এম, এস। চন্দননগর উত্তর বড়াইয়া, পোঃ ফুলগাজী, (নোয়াখালী)

২৩শ পত্র।

অদ্য চারিমাস হইল, নিয়মিতরূপে আপনার 'ফুলেলা' ব্যবহার করিতেছি। ইহার সৌগন্ধ অতীব মনোহর এবং বহুক্ষণস্থায়ী। মস্তিষ্কের উপর ইহার কার্য্যকারিতা শক্তি দেখিলে, বড়ই আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। স্নানের পরও ইহার সৌগন্ধ অনেকক্ষণ থাকে। এইখানেই ইহার বিশেষত্ব। আপনার এই অদ্ভুত আবিষ্কার, বিলাসের জিনিসের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছে। এবং আপনার 'ফুলেলা' তন্মধ্যে সর্ব্বপ্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে। আমি অনেক প্রকার কেশ তৈল ব্যবহার করিয়াছি। কিন্তু আপনার ফুলেলার মত মনোহর সৌরভবিশিষ্ট ও উপকারী তৈল আর দেখি নাই।

বি, কে, মুখার্জ্জি বি, এ,
বিজ্ঞানাধ্যাপক, সেণ্টষ্টীফেন কলেজ, দিল্লী।

২০শ পত্র।

আপনাদের 'ফুলেলা' বেশ প্রশংসার সামগ্রী হইয়াছে। যেমন মনোহর সৌরভ, সেইরূপ উপকারী। যাঁহারা রোগে ভুগিতেছেন; তাঁহাদের পক্ষে "ফুলেলা" এক পরম উপকারী জিনিষ।

শ্রীসর্ব্বেশ্বর মিত্র।
হাইকোর্ট, এলাহাবাদ।

২২শ পত্র।

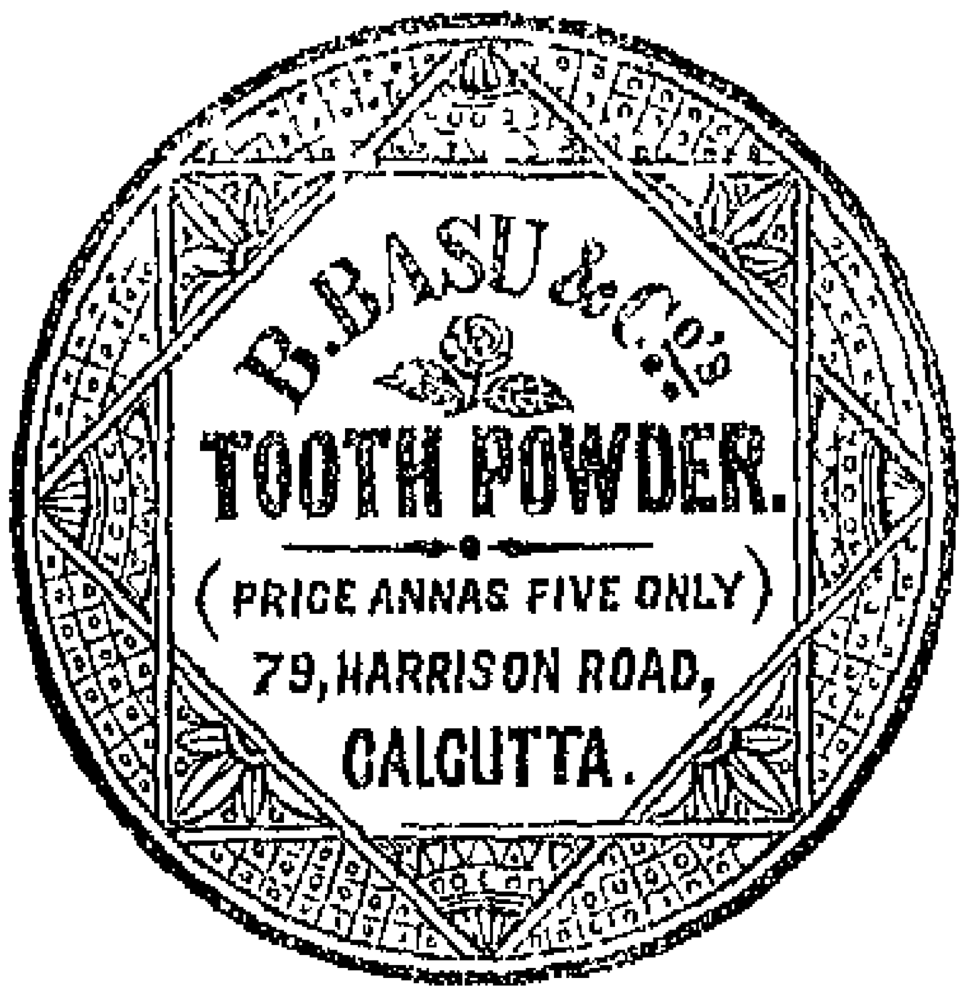
আপনার ফুলেলা মাখিয়া স্নান করিলে বড়ই আরাম বোধ হয়। ইহার সুমিষ্ট সৌরভ ও স্নিগ্ধকারিতা শক্তি আছে বলিয়াই পুরুষ এবং রমণী সকলেই ফুলেলাকে সমধিক পছন্দ করেন। স্নানের পরও ইহার মনোহর গন্ধ বহুক্ষণ পর্য্যন্ত থাকে।

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী এম, এ,
অস্থায়ী প্রিন্সিপাল, হুগলী কলেজ।

ফুলেলা পাইবার ঠিকানা।

৭৯নং হারিসন রোড বিজয়া বটিকা কার্য্যালয়, পটলডাঙ্গা, কলিকাতা—(এইখানেই কেবল হাতে ও ডাকে পাওয়া যায়;—অন্যত্র কেবল হাতে বিক্রয় হয়)।

বি, বসু এণ্ড কোম্পানীর



দাঁতের মাজন।

অদ্য এক অভূতপূর্ব্ব নূতন সামগ্রী আপনার সম্মুখে ধরিলাম। গ্রহণ করুণ, দেখুন, দন্তধাবন করুন। যদি কাহারও মুখে দুর্গন্ধ থাকে,—তবে তিনদিনকাল বি বসু এণ্ড কোম্পানীর এই দাঁতের মাজন ব্যবহার করিলে, সে দুর্গন্ধ দূর হইবে, অধিকন্তু মুখ দিয়া প্রস্ফুটিত স্বর্গীয় গোলাপ-গন্ধ বাহির হইতে থাকিবে।

অতি সুন্দর—অতি সুন্দর।

এমন আর নাই।

স্ত্রী পুরুষ,—সকলেরই মুখরোগ এবং দন্ত-রোগ এই—বি, বসু এণ্ড কোম্পানীর দাঁতের মাজন দ্বারা আরোগ্য হয়। দাঁতনড়া, দাঁতের গোড়া ফোলা, দাঁত কন্‌কনানি, ব্যথা, দাঁতের গোড়ায় শোষ হওয়া—ইত্যাদি সমস্তই আরোগ্য হয়। যে কোন কারণেই হউক, যাঁহার অকালে দাঁত পড়িবার সম্ভাবনা হইয়াছে, প্রত্যহ দুই বেলা এই দাঁতের মাজন ব্যবহার করিলে তাঁহার আর দাঁত পড়িবে না। ইহাতে দাঁতের গোড়া শক্ত হয়। যন্ত্রণাও থাকিবে না। আর ইহাতে মুখ এত পরিষ্কার ও সাফ হয় যে, দাঁত মাজার পর বোধ হইবে,—মুখ জুড়াইল।

প্রত্যেক কৌটার মূল্য ।/০ পাঁচ আনা ডাঃ মাঃ চারি আনা। প্যাকিং /০ আনা। ভি, পি, কমিসন ৵০ দুই আনা। অর্থাৎ ভি, পি, ডাকে লইলে প্রত্যেক কৌটার জন্য ৸০ বার আনা দিতে হয়। কিন্তু একত্রে চারি কৌটা লইলে, ঐ চারি আনা ডাক মাশুলেই যায়। একত্রে চারি কৌটার প্যাকিং দুই আনা; ভি, পি, দুই আনা। অর্থাৎ ১৸০ এক টাকা বার আনাতেই চারি কৌটা (ডাকে পাওয়া যায়। একত্র এক ডজন (১২ কৌটা) লইলে, কমিশন বার আনা। ডাক মাশুল বার আনা। প্যাকিং চারি আনা। ভি, পি, দুই আনা। অর্থাৎ ১২ কৌটা দাঁতের মাজন একত্র ডাকে লইলে, ৪৵০ চারি টাকা দুই আনাতেই পাইবেন।

প্রশংসা পত্র।

১ম পত্র।

কলিকাতার মেডিকেল কলেজের উত্তীর্ণ ডাক্তার,—সুপ্রসিদ্ধ বিজ্ঞ চিকিৎসক শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী মৈত্র এম, বি মহাশয়, কলিকাতা ৪৫—৪৯ নং কলেজ ষ্ট্রীট হইতে লিখিয়াছেন;—

"আপনাদের প্রেরিত দাঁতের মাজন অতি উত্তম। অপরাপর দোকানদারের যে সকল দাঁতের মাজন ব্যবহার করিয়াছি আপনাদের মাজন সকলের অপেক্ষা উত্তম। একটু লইয়া মুখ ধুইলে মুখ বেশ পরিষ্কৃত ও সৌগন্ধযুক্ত হয়। এখন হইতে আপনাদের দাঁতের মাজনই আনাইব।"

২য় পত্র।

মজঃফরপুরের অন্তর্গত সীতামুরির সবডেপুটী মাজিষ্টর শ্রীযুক্ত বাবু প্রভাতচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন;—"বি, বসু এণ্ড কোম্পানীর দাঁতের মাজন অতি উত্তম। ভি, পি, পোষ্টে পুনরায় আমাকে আর চারি কৌটা দাঁতের মাজন পাঠাইবেন।"

৩য় পত্র।

কলিকাতাস্থ, কেশব-অ্যাকাডেমি স্কুলের সংস্কৃত শিক্ষক শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয় লিখিয়াছেন,—

"আপনাদের দাঁতের মাজনে আমি বিশেষ উপকার পাইয়াছি। আমার বহু দিনের দাঁতের ব্যথা উক্ত দাঁতের মাজন দুইমাসমাত্র ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইয়াছে। সুগন্ধ চমৎকার। দাঁত বেশ পরিষ্কার হয়। মুখ বেশ সাফ হয়।"

৬ষ্ঠ পত্র।

আমি আপনার 'ফুলেল্সা' ব্যবহার করিয়া অতীব আনন্দিত হইয়াছি। ইহা সুন্দর উপাদানসমূহে প্রস্তুত। শৈত্যগুণে ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী মনোরম সৌরভে ইহার নামের সার্থকতা সম্পাদিত হইয়াছে। নিশ্চয়ই সাধারণে গুণের উপলব্ধি করিবেন। আপনার 'দাঁতের মাজন"ও একটী আশ্চর্য্য জিনিষ। গত দুই তিন বৎসর যাবৎ আমার স্ত্রী, দাঁতের গোড়ার বেদনায় অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছিলেন। তাঁহার দাঁতের গোড়া ফুলিয়া প্রায়ই রক্ত বাহির হইত, আপনি স্পষ্টই বুঝিতেছেন যে, আমি স্বয়ং একজন কবিরাজ হইয়া তাঁহার চিকিৎসা করিতে কোন ঔষধ দিতেই ত্রুটী করি নাই; কিন্তু কিছুতেই কিছু ফল হয় নাই। এক্ষণে অতীব আনন্দের সহিত বলিতেছি যে, আপনার মাজন ব্যবহারে এক মাস মধ্যেই তিনি সম্পূর্ণরূপে নীরোগ হইয়াছেন, এক্ষণে আমার স্ত্রী কেবল যে ইহার শতমুখে প্রশংসা করিতেছেন, তাহা নহে পেটেণ্ট ঔষধের উপর আমার যে একটা ভ্রান্তি বিশ্বাস ছিল, তাহাও এখন হইতে দূর হইল। যাহারা এইরূপ রোগে ভুগিতেছেন, তাঁহাদের সন্দেহের দূরীকরণার্থ আমি এই পত্র লিখিলাম।

কবিরাজ ধন্বন্তরি ব্রজবল্লভ রায়,
কাব্যকণ্ঠ-বিশারদ, চুঁচুড়া,—হুগলী।

দাঁত থাকিতে কেহ দাঁতের মর্য্যাদা জানে না।

আপনি মনে করিতেছেন, চিরদিন আমার এমনি যাইবে। দাঁত বুঝি কখনও আলগা হইবে না। কখনও বুঝি নড়িবে না। কখন বুঝি কন্‌কন্ ঝন্‌ঝন্ করিবে না। চিরদিনই সচ্ছন্দে সমস্ত সামগ্রী আমি চিবাইয়া খাইতে সমর্থ হইব। বস্তুতঃ তাহা নহে। আজি কালি জানি না কেন, লোকের দন্তরোগের বিশেষ প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। দিন থাকিতে সকলেই বি, বসু কোম্পানীর দাঁতের মাজন ব্যবহার করিতে আরম্ভ করুন। অকালে দাঁত পড়িবার কোনরূপ সম্ভাবনা থাকিবে না। যাঁহার অল্প অল্প দাঁত নড়িতেছে—যাঁহার দাঁত কন্‌কন্ করিতেছে—এই দাঁতের মাজনের দ্বারা দাঁত মাজিলে অচিরে তিনি শুভ ফল লাভ করিবেন। যাঁহার উপস্থিত দাঁতের গোড়ায় কোন ব্যারাম নাই, বি বসু এণ্ড কোম্পানীর দাঁতের মাজনে দাঁত মাজিলে তাঁহার দন্তের শ্রী হইবে, দন্তের গোড়া শক্ত হইবে এবং মুখে দুর্গন্ধ থাকিলে তাহা দূর হইবে।

বি,বসু এণ্ড কোম্পানীর দাঁতের মাজন সম্বন্ধে বিশেষ উপকার পাইয়া কলিকাতা হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ উকীল এবং এটর্ণী শ্রীযুক্ত প্যারিলাল হালদার এম, এ, বি, এল মহাশয় কি লিখিয়াছেন দেখুন,—

"আমার কোন আত্মীয় ব্যক্তির দাঁতের গোড়া ফুলিয়াছিল। যন্ত্রণায় তিনি অস্থির হইয়াছিলেন। দাঁতের গোড়া দিয়া পূযরক্ত পড়িত; অসুখের আর সীমা ছিল না। কলিকাতার একজন প্রসিদ্ধ ডাক্তার তাঁহার চিকিৎসা করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহাতে সুফল কিছু হয় নাই। তার পর, অনেক রকম টোট্‌কা টুটকীও করা হইয়াছিল; কিছুতেই এ দন্তরোগ আরাম হয় নাই। অবশেষে তিনি বি, বসু কোং‌র দাঁতের মাজন আনাইয়া ব্যবহার করিয়া দন্তরোগ হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছেন, আজ চারি মাস কাল বেশ ভাল আছেন।

বি, বসু এণ্ড কোম্পানীর দাঁতের মাজন সম্বন্ধে হুগলী কলেজের প্রিন্সিপাল বর্ত্তমান হেড মাষ্টার শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় লিখিয়াছেন,—

"এ দাঁতের মাজন অতি সুন্দর। সৌরভও অতি মনোহর। ইহা দ্বারায় দাঁত মাজিলে দাঁত খুব পরিষ্কার হয় এবং মুখের আরাম বোধ হয়।"

দাঁতের মাজন পাইবার ঠিকানা।

৭৯ নং হারিসন রোড, বিজয়া বটিকা কার্য্যালয়,—পটলডাঙ্গা, কলিকাতায় বি, বসু এণ্ড কোংর নিকট।

বি, বসু এণ্ড কোম্পানীর

দাদের ঔষধ।

প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ। প্রত্যেক কৌটার মূল্য ।৴০ ছয় আনা। ডাঃ মাঃ ।০ চারি আনা। প্যাকিং ৵০ দুই আনা। ভিঃ পিঃ ৵০ দুই আনা মাত্র।

ব্যবহারের নিয়ম।

পরিষ্কৃত,—খুব নির্ম্মল, খিতান চূণের জলে দক্রস্থান ধৌত করিয়া, এই আরক,—প্রাতে এবং সন্ধ্যাকালে দিবসে দুইবার তুলি কিংবা পালক দ্বারা লাগাইলে, দুই তিন দিবসের মধ্যে দাদ আরোগ্য হয়। প্রতি বার নূতন তুলি বা পালক দ্বারা লাগাইতে হয়। ইহাতে জ্বালা যন্ত্রণা নাই, কাপড়ে দাগ লাগে না এবং আরো গ্যাস্তে পুনরাবির্ভাবের কোন আশঙ্কা নাই।

মূল্য প্রতি শিশি ছয় আনা। প্যাকিং ৵০ দুই আনা। ডাকমাশুল। চারি আনা। ভিঃ পিতে লইলে আরও অতিরিক্ত দুই আনা লাগে একবারে এক ডজন লইলে, মূল্য তিন টাকা দুই আনা, ডাক মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

দাদ ভিন্ন আরও অনেক চর্ম্মরোগ ইহাতে আরোগ্য হয়।

বি, বসু এণ্ড কোম্পানীর

ঘায়ের মলম।

১নং কৌটা মূল্য ॥৵০, ২নং মূল্য ১৶০, ৩নং মূল্য ১॥৵০। প্যাকিং ও ডাকমাশুলাদি সমস্তই বিজয়া বটিকার ন্যায়।

বি, বসু এণ্ড কোম্পানীর

ক্ষতনাশক তৈল।

১নং শিশি মূল্য ॥৵০ ২ নং শিশিমূল্য ১৶০, ৩নং শিশি মূল্য ১॥৵০। প্যাকিং ও ডাকমাশুলাদি সালসার ন্যায়।

বি, বসু এণ্ড কোম্পানীর

ষড়্গুণবলি-জারিত

মকরধ্বজ।

মকরধ্বজের ন্যায় সর্ব্বব্যাধিনাশক মহৌষধ জগতে নাই। দুগ্ধপোষ্য শিশু হইতে অশীতিপর বৃদ্ধকেও ইহা নির্ভয়ে সেবন করান যায়। অনুপান বিশেষের সহিত প্রয়োগ করিলে ইহা দ্বারা —সর্দ্দি কাসি, জীর্ণজ্বর, বাতশ্লেষ্মা ও সান্নিপাতিক জ্বর বিকার, অজীর্ণ,অগ্নিমান্দ্য, উদরাময়, আমরক্ত রক্তপিত্ত, অর্শ, অম্লপিত্ত ও শূল, কোষ্ঠাশ্রিত বায়ু, প্রমেহ, বহুমূত্র, মূত্রকৃচ্ছ্র, কাস, ক্ষয় ও ক্ষয়কাস, শুক্রক্ষয়, ধ্বজভঙ্গ, স্বপ্নদোষ, ধাতুদৌর্ব্বল্য, শিশুদিগের ঘুংড়ি কাসি, কৃমি ও প্রসবান্তে দৌর্ব্বল্য প্রভৃতি নানাবিধ জটিল ব্যাধি শীঘ্র আরোগ্য হয়। আরও অধ্যয়ন এবং শারীরিক ও মানসিক উৎকট শ্রম-বশতঃ যাঁহারা শিরঃপীড়া, শুক্রতারল্য দৃষ্টি ও স্মৃতি শক্তির অল্পতা নিবন্ধন কষ্ট পাইতেছেন, তাঁহাদের পক্ষে মকরধ্বজ অমোঘ ঔষধ। প্রতিদিন নিয়মমত সেবন করিলে, জরাজীর্ণ বৃদ্ধও সবল এবং কার্য্যক্ষম হইয়া থাকেন।

মকরধ্বজের তুল্য, কান্তি, মেধা, স্মৃতি, বল ও পুরুষত্ব প্রভৃতির উৎকর্ষসাধক মহৌষধ জগতের কোন চিকিৎসাশাস্ত্রে অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই।

আমরা বহু যত্নে, বহু অর্থব্যয়ে, বহু বিজ্ঞ ও বহুদর্শী চিকিৎসকের সাহায্যে শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে এই সর্ব্ব রোগঘ্ন বিশুদ্ধ ষড়্গুণবলিজারিত মকরধ্বজ প্রস্তুত করিয়াছি, এই মহৌষধ এক মাস কাল সেবন না করিলে বিশেষ কোন ফল লাভের সম্ভাবনা নাই। তবে এক সপ্তাহ মধ্যে কিছু ফল পাওয়া যায়।

মূল্যাদি।

	মূল্য	প্যাকিং	ডাঃমাঃ
প্রতি সপ্তাহের	১৲	৵০	।০
প্রতি ভরির	২৪৲	৶০	।০

ভিঃ পিতে লইলে অতিরিক্ত ৵০ দুই আনা লাগে।

ধর্ম্মভবন।

অভিভাবকগণের নাম।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, সি, আই, ই; কলিকাতা। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার, কলিকাতা। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি, প্রাণপুর ফরিদপুর। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন, ভাটপাড়া, ২৪ পরগণা। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত যাদবকিশোর গোস্বামী, কলিকাতা। অযোধ্যাধিপতি মহারাজ শ্রীযুক্ত প্রতাপনারায়ণ সিংহ বাহাদুর কে, সি, আই, ই। মহারাজা বাহাদুর স্যর শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, কে সি, এস, আই; কলিকাতা। নাটোরাধিপ মহারাজ শ্রীযুক্ত জগদিন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর। মহারাজা শ্রীযুক্ত সূর্য্যকান্ত আচার্য্য বাহাদুর, মুক্তাগাছা। মহারাজা শ্রীযুক্ত গিরিজানাথ রায় দিনাজপুর। মহারাজা শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, কাশিমবাজার। মহারাজা শ্রীযুক্ত কুমুদকৃষ্ণ সিংহ বাহাদুর বি-এ, সুসঙ্গ-দুর্গাপুর, ময়মনসিংহ। মহারাজ-কুমার শ্রীযুক্ত প্রদ্যো-কুমার ঠাকুর, কলিকাতা। রাজা স্যর শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর, কে, টি, ইত্যাদি; কলিকাতা। রাজা শ্রীযুক্ত প্যারিমোহন মুখোপাধ্যায়, সি, এস, আই; উত্তরপাড়া। অনারেবল রাজা বাহাদুর শ্রীযুক্ত শশিশেখরেশ্বর রায়, তাহিরপুর। অনারেবল রাজা বাহাদুর শ্রীযুক্ত রণজিৎ সিংহ, নশীপুর। রাজা শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রলাল খাঁন, নাড়াজোল, মেদিনীপুর। রাজা শ্রীযুক্তশ্রীনাথ রায়, ভাগ্যকুল, ঢাকা। রায় শ্রীযুক্ত প্রাণশঙ্কর চৌধুরী, তেওতা। রাজা শ্রীযুক্ত প্রমদানাথ রায় বাহাদুর, দীঘাপাতিয়া। রায় শ্রীযুক্ত পার্ব্বতিশঙ্কর চৌধুরী, তেওতা। কুমার শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মিত্র রায় বাহাদুর, ঝামাপুকুর, কলিকাতা। শ্রীযুক্ত জানকীনাথ রায়, ভাগ্যকুল। শ্রীযুক্ত সীতানাথ রায়, ভাগ্যকুল। রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম, এ, বি, এল; টাকী, ২৪ পরগণা। শ্রীযুক্ত রমানাথ ঘোষ, কলিকাতা। শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মল্লিক কলিকাতা পটলডাঙ্গা। শ্রীযুক্ত পশুপতিনাথ বসু, বাগবাজার, কলিকাতা। শ্রীযুক্ত রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় উত্তরপাড়া। শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র, উকিল হাইকোর্ট, কলিকাতা। অনারেবল শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মিত্র, বিডনষ্ট্রীট, কলিকাতা। কবিরাজ শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ সেন, পাথুরিয়াঘাটা ঐ। কবিরাজ শ্রীযুক্ত গোপীমোহন রায়, সিমলা, কলিকাতা। কবিরাজ শ্রীযুক্ত ভগবতীপ্রসন্ন সেন, কুমারটুলী, কলিকাতা। কবিরাজ শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সেন, কুমারটুলী, কলিকাতা। কবিরাজ শ্রীযুক্ত বিজয়রত্ন সেন, কুমারটুলী, কলিকাতা।

ধর্ম্মভবনের অনুষ্ঠানপত্র।

এইবার আমরা কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছি। এখন আর কথা নাই, কল্পনা নাই, বাদানুবাদ নাই,—এখন কর্ম্মই একমাত্র আমাদের ধর্ম্ম। আজ দ্বাদশ বর্ষকাল—যে আশা, যে সঙ্কল্প হৃদয়ে ধারণ করিয়াছিলাম, স্বদেশের মহানুভব ব্যক্তিগণের সাহায্যে সে আশা পূর্ণ হইতে চলিল,—সে সংকল্প কার্য্যে পরিণত হইবার সূত্রপাত হইল।

কার্য্য অনেক অগ্রসর হইয়াছে। প্রায় চল্লিশ হাজার টাকা দিয়া কলিকাতার মধ্যস্থলে, এক বিঘা জমি খরিদ করা হইয়াছে। শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া, শিবমন্দির ও চতুষ্পাঠী প্রভৃতির ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে। গৃহ সকল অনেক দূর পর্য্যন্ত নির্ম্মিত হইয়াছে। মহান্ বটবৃক্ষের অঙ্কুর দেখা দিয়াছে। বিষ্ণুপদোদ্ভবা পতিতপাবনী গঙ্গার ধারা, ধীরে ধীরে,—অতি ধীরে, সূত্রাকারে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ভগবানের কৃপায় আমরা যে ব্রতের সঙ্কল্প করিয়াছি, তাহার উদ্‌যাপন পক্ষে আর আমাদের সন্দেহ নাই।

আমাদের ব্রত কি?—কর্ত্তব্যই বা কি? এই সংসারে আসিয়া যাহা কিছু করিতে হয়, যাহা কিছু কর্ত্তব্য তাহার মধ্যে দেবপূজা, দেবাদির

প্রতিষ্ঠা,—ধর্ম্ম-শাস্ত্রের চর্চা এবং অধ্যয়ন, অধ্যাপনা,—সাধুসজ্জন সমাগমের উপায় বিধান, ধর্ম্ম-ব্যাখ্যার স্থান সংযোগ বা মণ্ডপ প্রতিষ্ঠা—এই কয়েকটী হিন্দুর পক্ষে প্রধান কর্ত্তব্য। এই কর্ত্তব্য স্থির রাখিয়া আমরা দেশের লোকের সাহায্যে, দেশের লোকেরই নিমিত্ত নিম্নোক্ত পাঁচটী কার্য্য আরম্ভ করিয়াছি।

১ম। শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা। ২য়। চতুষ্পাঠী। ৩য়। ধর্ম্ম-ভবন। ৪র্থ। ব্যাখ্যা মণ্ডপ। ৫ম। বঙ্গবাসীর কার্য্যালয়।

ধর্ম্ম এবং ধার্ম্মিকের সেবক,—দেশের দাস,—বঙ্গবাসীর এই সঙ্গে একটী দাঁড়াইবার স্থান চাই ত! বঙ্গবাসী কার্য্যালয়টী কেবল বঙ্গবাসীর স্বত্বাধিকারীর থাকিবে;—শিবমন্দির, চতুষ্পাঠী, ধর্ম্মভবন, ব্যাখ্যাভবন—এই চারিটী সর্ব্বসাধারণের থাকিবে। অভিভাবকগণের অনুমতি অনুসারে, বিধি-ব্যবস্থানুসারে, শিবমন্দির প্রভৃতিতে সাধারণের সমান অধিকার থাকিবে।

কলিকাতা ভারতের প্রধান নগর,—ভারতের রাজধানী। এই মহানগরের লোকসংখ্যা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে,—আট লক্ষ বুঝি বা পূর্ণ হয়! কিন্তু এই কর্ম্মক্ষেত্র কলিকাতা,—ধর্ম্মক্ষেত্র হয় নাই। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কিংবা পরোক্ষভাবে এই বঙ্গভূমির প্রতি গ্রামের সহিত,—প্রতি গৃহের সহিত,—প্রতি গৃহস্থের সহিত,—কলিকাতার সম্বন্ধ আছে। কেবল বঙ্গভূমি বলি কেন,—সমগ্র ভারতভূমির সহিত কলিকাতার সম্বন্ধ। এক কথায়, এই কলিকাতা,—ভারতের মুখমণ্ডল। এই মহানগরীর ধর্ম্মভাব সম্যক্‌রূপে সুরক্ষিত হওয়া আবশ্যক। নহিলে হিন্দুর নিস্তার কোথায়? ধর্ম্মহীন উচ্ছৃঙ্খল মানব,—পশুর তুল্য। কলিকাতায় লক্ষ লক্ষ হিন্দুর বাস—কিন্তু দেবালয় কয়টী? চতুষ্পাঠী কয়টী? ধর্ম্মশালা কয়টী? ব্যাখ্যামণ্ডপ কয়টী?—সাগরের তুলনায় বারিবিন্দু মাত্র! এই অসংখ্য দোকানদার, ব্যবসাদার, সওদাগর,—এই অসংখ্য রাজ-কর্ম্মচারী, জমিদার-কর্ম্মচারী, বণিক্‌-কর্ম্মচারী, এই অসংখ্য ছাত্রবৃন্দ, শিক্ষকবৃন্দ, অধ্যাপক-বৃন্দ,—কলিকাতায় প্রতিনিয়ত বাস করিতেছেন! দেব-দর্শনের তাঁহাদের সুবিধা কোথায়,—বলিয়া দাও দেখি? সমস্ত দিন পরিশ্রমের পর, সন্ধ্যা-কালে দেবতার আরতি-দর্শনের তাঁহাদের সুবিধা কোথায়,—বলিয়া দাও দেখি? যাঁহাকে দেখিতে পাই না—যাঁহাকে না দেখিয়া দেখি। দর্শনের প্রবৃত্তি কমিয়া গিয়াছে, সেই দেবতার প্রতি কিরূপে তোমার ভক্তি জন্মিবে? দেবতার পাদ-পদ্ম লাভের জন্য কিরূপে তোমার মতি গতি হইবে? কেবল ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করিলে মানুষ সম্পূর্ণ ধার্ম্মিক হয় না,—সম্পূর্ণ ভক্ত হয় না,—সম্পূর্ণ সেবক হয় না। মায়ের প্রকট মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করা চাই,—জগৎপিতার উজ্জ্বল ছবি সম্মুখে অঙ্কিত রাখা চাই,—সেই শ্যামসুন্দর,—মদন-মোহন রাধাবিনোদ বংশীবদন শ্রীহরিকে সম্মুখে সাক্ষাৎ-স্বরূপে সন্দর্শন করা চাই। তবে ত তোমার নয়ন দিয়া বাষ্পবারি বিগলিত হইবে!—প্রেম ভক্তির আবেগে হৃদয় পূর্ণ হইবে!—তবে ত তুমি ভগবানের প্রকৃত দাস এবং সেবক হইতে শিখিবে!

বহু দেশ দেশান্তর হইতে, বহু ব্যক্তি আসিয়া কলিকাতায় সমবেত হন। হিন্দু-সন্তান যাহাতে হিন্দুসন্তান থাকে, আমরা এই কামনায় এই শুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেছি। এই জন্য চতুষ্পাঠী ষড়দর্শনের এই জন্যই ধর্ম্ম-মণ্ডপ,—এই জন্যই ব্যাখ্যামণ্ডপ।

খৃষ্টান মিশনরীগণের কত চেষ্টা, কত যত্ন,—দেখুন দেখি! তাঁহাদের উদ্যমশীলতার শতবার ধন্যবাদ করিয়াও তৃপ্তি হয় না। এই দেখুন,—এই কলিকাতার মধ্যস্থলে,—প্রত্যেক হিন্দুপল্লীর মধ্যস্থলে,—তাঁহারা খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারের জন্য কিরূপ উদ্যোগ আয়োজন করিয়াছেন! এই কলিকাতা নগরের নানাদিকে পাদরীগণের কিরূপ সুরম্য অট্টালিকা উত্থিত হইয়াছে!—তাহাতে তাঁহাদের কিরূপ ভজন-সাধন হইতেছে! কোথায় ভারত-বর্ষ আর কোথায় সেই ইংরেজের দেশ! ভারত-বর্ষে খৃষ্ট-ধর্ম্মের ভজনাগার প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত, সেই অরণ্য-পর্ব্বতবাসী বন্য স্কচগণও এক এক শিলিং চাঁদা দিতেছেন! আয়ার-ল্যাণ্ডের-দরিদ্র কৃষকগণও অকুণ্ঠিতচিত্তে এক এক পেনী চাঁদা দিতেছেন! আর সেই ইংরেজের ভারতে,—জাতিগত দ্বেষ হিংসা ভুলিয়া, খৃষ্টধর্ম্ম-প্রচারের নিমিত্ত—ফ্রান্স জর্ম্মাণী একত্র হইয়া চাঁদা দিতেছেন। রুষ, মার্কিণ, গ্রীস, ইটালি,—পরস্পর, পরস্পরের বিবাদ-বিসম্বাদ ভুলিয়া, একই সূত্রে গ্রথিত হইয়া, একই ভাবে বিভোর হইয়া, একই মাত্র উদ্দেশে ভারতে খৃষ্ট-ধর্ম্ম প্রচারের নিমিত্ত, অজস্র ধারে অর্থ ব্যয় করিতে

কিঞ্চিন্মাত্রও কাতর হইতেছেন না। যিনি ধনবান,—তিনি সহস্র—শত সহস্র স্বর্ণখণ্ড দিতেছেন। যিনি দরিদ্র, তিনি একটী মাত্র কপর্দ্দক দিতেছেন। তিল তিল করিয়া অর্থ সংগৃহীত হইয়া তাল হইতেছে,—তাল পর্ব্বতে পরিণত হইতেছে।

আর,—এই ভারত আমাদের,—আমরা ভারতের। এই আমাদের কলিকাতা,—সেই আমাদের ভারতের মহানগর। আমাদের এই কলিকাতায় হিন্দু ধর্ম্ম-অনুষ্ঠানের নিমিত্ত,—প্রয়োজনানুরূপ দেবালয় নাই, চতুষ্পাঠী নাই, ধর্ম্মশালা নাই, ব্যাখ্যামন্দির নাই,—ইহা কি ক্ষোভের কথা নহে? একবার স্থিরচিত্তে ভাবিয়া দেখিলে, নয়নযুগল কি অশ্রুজলে আপ্লুত হয় না? এই যে লোক সকল উচ্ছৃঙ্খল হইতেছে, নাস্তিক-ভাবাপন্ন হইতেছে, নিরাকার-বাদী হইতেছে,—এই ঘোর বিষম দৃশ্য দেখিলে, মর্ম্মে কি ব্যথা লাগে না? কালবশে,—দশাদোষে আমরা সমস্তই ভুলিতেছি, সমস্তই হারাইতেছি!

কিন্তু কত দিন আর এই ভাবে কাল কাটাইবে? ভাই! একবার জাগো,—একবার চক্ষু মেলিয়া চাও,—একবার উঠ,—একবার বুঝ,—একবার দেখ,—কাল তরঙ্গের প্রবল বন্যায় এ যে সব ভাসিয়া যাইতেছে! একবার বদ্ধপরিকর হও,—সুদৃঢ় বাঁধ বাঁধো,—হিন্দুজাতিকে হিন্দু করিয়া রাখ।

মনের কথা আজ সব খুলিয়া বলি। কেবল যে শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা হইবে,—তাহা নহে। শিব মন্দিরের বামভাগে রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তি সংস্থাপিত থাকিবে; দক্ষিণে বরাভয়দাত্রী কালিকামূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে। এ দিকে চতুষ্পাঠীতে ব্রাহ্মণ-বালকগণ বেদাধ্যয়ন করিবেন,—উদাত্ত-অনুদাত্ত-স্বরিৎস্বরে সাম-গান গাহিবেন; ন্যায়, বেদান্ত, সাংখ্য, পাতঞ্জল, মীমাংসাদি দর্শনের চর্চ্চা হইবে; প্রত্যহ পুরাণপাঠ এবং ব্যাখ্যা হইবে; স্মৃতিশাস্ত্রের ব্যবস্থা প্রচারিত হইবে। শঙ্খ, ঘণ্টা, জয়ধ্বনিতে দিক্‌সকল মুখরিত হইবে। উপস্থিত অন্ততঃ ছয় জন অধ্যাপক এবং পঁচিশ জন ছাত্র থাকিবার বন্দোবস্ত হইতেছে।

আরও এক কথা এইখানে বলি।—ভারতবর্ষের নানা নগরে ধর্ম্মশালা থাকিলেও,—এই মহানগরীর যোগ্য সেইরূপ সুবৃহৎ, সেইরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর,—ধর্ম্মভবন বা ধর্ম্মশালা এখানে নাই। অনেক সাধুসজ্জন কলিকাতায় আসিয়া থাকিবার উপযুক্ত স্থান পান না। মফস্বলের অনেক ভদ্রলোক,—সময়ে সময়ে কলিকাতায় আসিবার ইচ্ছা করিয়াও, থাকিবার উপযুক্ত স্থানাভাব প্রযুক্ত, এখানে আসিতে পারেন না; কিংবা আসিয়া হয়ত নানাপ্রকার অসুবিধা ভোগ করেন। অনেক ক্রিয়ানুষ্ঠান-রত হিন্দু,—তুলসীমঞ্চ বা বিল্ববৃক্ষ কলিকাতায় দেখিতে পান না। যে সকল মফস্বলস্থ হিন্দু-সজ্জনের,—কলিকাতায় সুবিধামত থাকিবার স্থান নাই, কিংবা আত্মীয়-স্বজন নাই, তাঁহারা এই বাটীতে—নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে পরম সুখে থাকিতে পারিবেন। বলাই বাহুল্য এই ধর্ম্মভবন সাধু-সন্ন্যাসীর, রাজা জমিদারের,—যে কোন হিন্দু ভদ্র সন্তানের আশ্রম স্বরূপ হইবে। ধর্ম্মভবনের এই অট্টালিকা,—উপস্থিত দ্বিতল হইবে। অতি মনোরম, সদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং পবিত্রভাবে ইহা পূর্ণ থাকিবে। বহু ব্যক্তি এককালে বাস করিতে পারেন,—এরূপ সুবন্দোবস্তও হইবে।

এই সকল মহৎ কার্য্য করিতে কিছু কম আড়াই লক্ষ টাকা ব্যয় পড়িবে। সম্প্রতি "বঙ্গবাসীর" একমাত্র স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র চন্দ্র বসু,—নিজে দায়িত্বভার লইয়া, ভূমিক্রয়ের জন্যে চল্লিশ হাজার টাকার সংযোগ করিয়া দিয়াছেন। এই অর্থেই হ্যারিসন রোডের পার্শ্বেই,—ভবানীচরণ দত্তের গলির উপর,—কিছু কম এক বিঘা জমি খরিদ করা হইয়াছে। গৃহও কতক নির্ম্মিত হইয়াছে। চাঁদাও সাত আট হাজার টাকা উঠিয়াছে।

জমি খরিদ হইয়াছে। দেশের উচ্চপদস্থ সম্ভ্রান্ত মহারাজা রাজা জমিদারগণ অভিভাবক হইয়াছেন। শিবমন্দিরাদি নির্ম্মাণ আরম্ভ হইয়াছে।—যাহার যেমন সাধ্য তিনি ইতিমধ্যে অর্থ দিয়া সাহায্য করিতেছেন। মহাশয়ও আর নিশ্চিন্ত থাকিবেন না; এই বিরাট বিশাল কার্য্যের উপযুক্ত যাহা কিছু অর্থ প্রদান করিয়া,—আপনি এ ব্রতের উদ্‌যাপন সাধন করুন। এ কার্য্য একের নহেন,—সকলেরই। জগদ্‌গুরু মহাদেব একের নহে,—সকলেরই। শ্রীহরি একের নহেন,—সকলেরই। মা একের নহেন,—সকলেরই। ধর্ম্ম একের নহে,—সকলেরই।

ভাই! তবে কেন তুমি স্বতন্ত্র হইয়া থাক? এই মহাকার্য্যে, —ভাই! উদাসীন থাকিও না। আইস আইস,—সকলে মিলিয়া এ মহাব্রতের উদ্‌যাপন করি। কত দিকে কতরূপ অর্থ বৃথা ব্যয় হইতেছে, আর এই সাধু কার্য্যের জন্য তুমি সামান্য অর্থও ব্যয় করিবে না? ভাই সকল! বন্ধুগণ! ভক্তগণ! মাতৃগণ! কন্যাগণ! ব্যাপার কিরূপ গুরুতর,—অনুষ্ঠান কিরূপ অপূর্ব্ব,—তত্ত্ব কিরূপ নিগূঢ়,—একবার হৃদয়ঙ্গম কর! আড়াই লক্ষের অধিক টাকা আবশ্যক। দেশের কার্য্যে, দেবতার কার্য্যে, স্বধর্ম্মের কার্য্যে একবার মুক্তহস্ত হও;—ইহলোকে অতুল যশ ও পরলোকে অক্ষয় পুণ্য সঞ্চয় কর।

যাহার যাহা সাধ্য, সকলে আমার নামে টাকা পাঠাইবেন।

বঙ্গবাসীর একমাত্র স্বত্বাধিকারী

শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র বসু।

৩৪।১ কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ধর্ম্মভবন।

বুদ্ধগয়ার মহান্ত মহারাজ, বুদ্ধগয়া	২০০৲
স্যর মহারাজ শ্রীযতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, পাথুরিয়াঘাটা কলিকাতা	১০০০৲
রাজা শশীশেখরেশ্বর রায় বাহাদুর তাহেরপুর, রাজসাহী	৫০০৲
মহারাজ ত্রিপুরা	৫০০৲
অনরেবল্ রাজা রণজিৎসিংহ বাহাদুর, নসীপুর, মুর্শিদাবাদ	১০০৲
শ্রীযুক্ত কৈলাশচন্দ্র রায়, দেহুড়দা ভোগরাই, বালেশ্বর	১০৲
„ বনওয়ারিলাল ও সুধুসিংহ, লক্ষ্ণৌ	১৪৲
„ কৃষ্ণলাল মুখোপাধ্যায়, বীরভূম	১০৲
„ জামনাদাস পোদ্দার, ওয়ারধা	১০০৲
„ ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায়, সাতখায়া চা-বাগান, মাল-জলপাইগুড়ি	১৪৲
শ্রীমতী উমাঙ্গিনী দেবী, বাজিতপুর, কুণ্ডলা, বীরভূম	১০৲
শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ চক্রবর্ত্তী, খুলনা	২২৲
„ মহিমচন্দ্র নিয়োগী, হরিনারায়ণপুর, ঢাকা	১০৲
রাজা প্রতাপ বাহাদুর সাহি, টামকোহি, গোরক্ষপুর	১০০৲
শ্রীমতী ব্রজভামিনী চৌধুরাণী, ৭৮নং শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা	২০৲
শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ২৭।২৮ সাউথ রোড, ইটালী	১০৲
„ মথুরাপ্রসাদ ও নারায়ণসিংহ, সুরাজপুর, আজমগড়	১০৲
পণ্ডিত হরিশরণ রতুড়ী শর্ম্মা, ডেপুটীকনসারভেটার অব্ ফরেষ্ট টেরই, গড়োয়াল	১০৲
শ্রীযুক্ত সর্দ্দার টেগরী রেলওয়ে কন্‌ট্রাক্‌টর গৌহাটী	৫০৲
„ ভবানীনাথ রায়, চিথলিয়া, মিরপুর নদীয়া	১০৲
মহারাজ কুমার প্রদ্যোতকুমার ঠাকুর পাথুরিয়াঘাটা, কলিকাতা	৫০৲
শ্রীযুক্ত মহাবীর বর্ম্মা, পলিবড়ো মহারাজপুর, কানপুর	৫০৲
রায় বাহাদুর শেট ললিতপ্রসাদ অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট, পিলভিট্	১৫৲
„ রসজিৎলাল, পাথরঘাটা, মতিগড়া, দার্জিলিং	২১৲
„ জনৈক বন্ধু, পোর্টব্লেয়ার	২৫৲
„ নীলকমল মুখোপাধ্যায়, ২৯নং বেনেপুকুর রোড, ইটালী, কলিকাতা	১০৲
শ্রীমতী এ, দেবী, রেঙ্গুন,	১০৲
শ্রীযুক্ত অমূল্যপ্রসাদ ঘোষ, কলিকাতা	১০০৲
„ হীরালাল বসু, ফয়ডিং, হাফলং	১০৲
„ সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ধোলী ফ্যাকটরী	৫০৲
„ নীলমণি হালদার; ১০৬ রাধাবাজার, কলিকাতা	১০৲
„ শ্রীশ্রীআউনী আটী গোস্বামী, কমলাবাড়ী যোড়হাট, আসাম	২০৲
„ শ্রীশীতলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ৮২নং রাধাবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা	১০৲
„ রামস্বরূপলাল কন্‌ট্রাক্‌টর, এম, জি, রেলওয়ে, পারওয়া, গয়া	২০৲
শ্রীযুক্ত মতিলাল রায়, রাজরাজাতলা নবদ্বীপ	১০৲
„ বৃন্দাবনপ্রসাদ, গয়া	১০৲
„ কামেশ্বরপ্রসাদ কুঠিয়াল, গয়া	১০০৲
„ রাজবংশী সহায় মোক্তার, গয়া	২৫৲
„ মতিলাল দাস উকিল, গয়া	১০৲

শ্রীযুক্ত জনৈক হিতৈষী, সারপেণ্টাইন লেন কলিকাতা	১৫৲
,, জনৈক বন্ধু, গোয়ালন্দ	৫০৲
শ্রীমতী রাণী ভবসুন্দরী দেবী শিয়াড়সোল	১০৲
রায় আনন্দচন্দ্র রায় বাহাদুর কুমিল্লা	৫০৲
শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মিত্র উকিল, গয়া	২৫৲
রাজা নরেন্দ্রলাল খাঁ, মেদিনীপুর	১০০৲
রায় রামবন্ধু চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর কেঁচকে বাঁকুড়া	১০০৲
,, পঞ্চকোটের রাজভ্রাতাগণ	৭৫৲
শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী, জমসেরপুর, নদীয়া	১৫৲
,, যাদবলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, বেগুনীয়া, বরাকর	১০৲
,, রামচন্দ্র আচার্য্য গোস্বামী, বড় রঘুনাথপুর, মানভূম	১০৲
,, কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত, ১৮।১নং লোয়ার চিৎপুর রোড,	১০০৲
,, জনৈক বন্ধু, কলিকাতা	১৫৲
,, রামতারণ চট্টোপাধ্যায়, ৬৬নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা	৫০৲
মহারাজ অযোধ্যা	৫০৲
দেওয়ান মানিকলাল যোশী, সেরগুজা	১১৲
শ্রীযুক্ত লালা হরপ্রসাদ সিংহ লক্ষ্মণপুর সেরগুজা	৪০৲
,, মহারাজা, সেরগুজা	২৫৲
রাজা রঘুনাথনারায়ণ মল্ল উগ্লানষণ্ডদেব, ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর	৩২৲
শ্রীযুক্ত কালীপ্রসাদ সরকার, আমলাগড়, গড়বেতা, মেদিনীপুর	১০৲
জনৈক সুহৃদ	৫০০৲

ইহা ব্যতীত পাঁচ টাকা, সত টাকা দুইয়া চারি টাকা, এবং এক টাকা করিয়া অনেক টাক করিয়া অনেক টাকা সংগ্রহ হইয়াছে। মো প্রায় আট হাজার এক শত ছত্রিশ টাকা পর্য্যন্ত ধর্ম্ম ভবনের চাঁদা উঠিয়াছে। আবশ্য আড়াই লক্ষ টাকা; যাহা উঠিয়াছে অল্প, সমুদ্রে নিকট শিশিরবিন্দু মাত্র। টাকা যেরূপ উঠিয়াছে, তদনুসারে কার্য্য যে কম হইয়াছে তা মনে করিবেন না। আশা আছে, যাহার যেরূ সাধ্য তিনি এই সৎকার্য্যে সেইরূপ দান ক বেন। পল্লীগ্রামের অধিবাসিগণ আপনা আপ যদি দুই চারি আনা বা এক টাকা করিয়া চাঁ তুলেন এবং তাঁহাদের মধ্যে একজন যদি ম স্বর হইয়া সেই টাকা আমাদের নিকট পাঠাই দেন, তাহা হইলে অল্প দিনের মধ্যে অনে টাকা সংগ্রহ হইতে পারে। এইরূপ ভাবে টা সংগ্রহ হইলে কাহারও গায়ে লাগে না, কাহা কষ্টবোধ হয় না। অথচ অল্পদিন মধ্যে এক বৃ সৎকার্য্য সহজেই সম্পন্ন হইয়া যায়। আ আছে সর্ব্বসাধারণে এবার বদ্ধপরিকর হইয়া চাঁ সংগ্রহে ব্রতী হইবেন। আমার নিকট যিনি টাকা পাঠাইবেন, বঙ্গবাসীতে তাহার প্রা স্বীকার হইবে।

বঙ্গবাসীর একমাত্র স্বত্বাধিকারী

শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র বসু।

৩৪।১ কলুটোলা, কলিকাতা।